ভ্রান্তিবিলাস

সেক্সপীয়রপ্রণীত ভ্রান্তিপ্রহসনের

উপাখ্যানভাগ

শ্রীঈশ্বরচন্দ্রবিদ্যাসাগরসঙ্কলিত।

কলিকাতা

সংস্কৃত যন্ত্র

সংবৎ ১৯২৬।

B
891.443
Vi 521 bh

NATIONAL LIBRARY
No. 15239
Date
CALCUTTA

15239
dt. 17.12.64.
E

A

TALE

FROM

SHAKESPEARE'S COMEDY OF ERRORS

BY

ISWARACHANDRA VIDYASAGARA.

CALCUTTA :

PRINTED BY PITAMBER BANERJEA
AT
THE SANSKRIT PRESS,
NO 24, SOOKEA'S STREET.

1869.

বিজ্ঞাপন

কিছু দিন পূর্ব্বে, ইংলণ্ডের অদ্বিতীয় কবি সেক্সপীর প্রণীত ভ্রান্তিপ্রহসন পাঠ করিয়া, আমার বোধ হইয়াছিল, তদীয় উপাখ্যানভাগ বাঙ্গালাভাষায় সঙ্কলিত হইলে, এতদ্দেশীয় লোকের চিত্তরঞ্জন হইতে পারে। তদনুসারে, সেই প্রহসনের উপাখ্যানভাগ বাঙ্গালাভাষায় সঙ্কলিত ও ভ্রান্তিবিলাস নামে প্রচারিত হইল।

সেক্সপীর, পঁয়ত্রিশখানি নাটক রচনা করিয়া, জগদ্বিখ্যাত ও চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। তৎপ্রণীত নাটকসমূহে কবিত্বশক্তি ও নাটকরচনাকৌশলের পরা কাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতিরিক্ত, তিনি চারিখানি খণ্ড কাব্য ও কতকগুলি ক্ষুদ্রকাব্য রচনা করিয়াছেন। অনেকে বলেন, তিনি যে কেবল ইংলণ্ডের অদ্বিতীয় কবি ছিলেন, এরূপ নহে;

এপর্য্যন্ত ভূমণ্ডলে যত কবি প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, কবিত্বশক্তিবিষয়ে কেহই তাঁহার সমকক্ষ নহেন। এই সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বা পক্ষপাতবিবর্জিত কি না, মাদৃশ ব্যক্তির তদ্বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া নিরবচ্ছিন্ন প্রগল্ভতাপ্রদর্শন মাত্র।

ভ্রান্তিপ্রহসন কাব্যাংশে সেক্সপীরপ্রণীত অনেক নাটক অপেক্ষা নিকৃষ্ট; কিন্তু উহার উপাখ্যানটি যার পর নাই কৌতুকাবহ। তিনি এই প্রহসনে হাস্যরসোদ্দীপনের নিরতিশয় কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন। পাঠকালে হাস্য করিতে করিতে শ্বাসরোধ উপস্থিত হয়। ভ্রান্তিবিলাসে সেক্সপীরের সেই অপ্রতিম কৌশল নাই, সুতরাং, ইহা পাঠ করিয়া লোকের তাদৃশ চিত্তরঞ্জন হইবেক, তাহার সম্ভাবনা নাই।

বাঙ্গালাপুস্তকে ইয়ুরোপীয় নাম সুশ্রাব্য হয় না; বিশেষতঃ, যাঁহারা ইঙ্গরেজী জানেন না, তাদৃশ পাঠকগণের পক্ষে বিলক্ষণ বিরক্তিকর হইয়া উঠে। এই দোষের পরিহারবাসনায়, ভ্রান্তিবিলাসে সেই সেই নামের স্থলে এতদ্দেশীয় নাম নিবেশিত হই-

য়াছে। উপাখ্যানে এই প্রণালী অবলম্বন করা কোন অংশে হানিকর বা দোষাবহ হইতে পারে না। ইতিহাসে বা জীবনচরিতে নামের যেরূপ উপযোগিতা আছে, উপাখ্যানে সেরূপ নহে।

যদি ভ্রান্তিবিলাস পাঠ করিয়া, এক ব্যক্তিরও চিত্তে কিঞ্চিন্মাত্র প্রীতিসঞ্চার হয়, তাহা হইলেই শ্রম সফল বোধ করিব।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্রশর্ম্মা

বর্দ্ধমান

৩০ এ আশ্বিন। সংবৎ ১৯২৬।

ভ্রান্তিবিলাস

প্রথম পরিচ্ছেদ।

হেমকূট ও জয়স্থল নামে দুই প্রসিদ্ধ প্রাচীন রাজ্য আছে। দুই রাজ্যের পরস্পর ঘোরতর বিরোধ উপস্থিত হওয়াতে, জয়স্থলে এই নৃশংস নিয়ম বিধিবদ্ধ হয়, হেমকূটের কোন প্রজা, বাণিজ্য বা অন্যবিধ কার্য্যের অনুরোধে, জয়স্থলের অধিকারে প্রবেশ করিলে, তাহার পাঁচ সহস্র মুদ্রা দণ্ড, আর অর্থদণ্ডপ্রদানে অসমর্থ হইলে, প্রাণদণ্ড হইবেক। তদ্দর্শনে হেমকূটরাজ্যেও, জয়স্থলের প্রজাদিগের পক্ষে, অবিকল সেইরূপ নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হয়। উভয় রাজ্যই বাণিজ্যের প্রধান স্থান। উভয় রাজ্যের প্রজারাই উভয়ত্র বিস্তারিতরূপে বাণিজ্য করিত। এক্ষণে, উভয় স্থানেই উল্লিখিত নৃশংস নিয়ম ব্যবস্থাপিত হওয়াতে, সেই বাণিজ্য এক কালে রহিত হইয়া গেল।

এই নিয়ম প্রচারিত হইবার কিঞ্চিৎ কাল পরে, সোমদত্তনামে এক বৃদ্ধ বণিক হেমকূটবাসী বলিয়া পরিজ্ঞাত ও বিচারালয়ে নীত হইলেন। জয়স্থলে অধিরাজ বিজয়বল্লভ স্বয়ং রাজকার্য্যপর্য্যবেক্ষণ করিতেন। তিনি, সবিশেষ অবগত হইয়া, সোমদত্তের দিকে দৃষ্টিসঞ্চারণপূর্ব্বক, কহিলেন, অহে হেমকূটবাসী বণিক! প্রতিষ্ঠিত বিধি লঙ্ঘনপূর্ব্বক জয়স্থলের অধিকারে প্রবেশ করিয়াছ, এই অপরাধে আমি তোমার পাঁচ সহস্র মুদ্রা দণ্ড করিলাম; যদি অবিলম্বে এই দণ্ড দিতে অক্ষম হও, সায়ংকালে তোমার প্রাণদণ্ড হইবেক।

সোমদত্ত অধিরাজের আদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি আমার প্রাণদণ্ড করুন, তাহাতে আমি কিছুমাত্র কাতর নহি; আমি যে দুর্ব্বিষহ যাতনা ভোগ করিতেছি, তাহাতে আমার মৃত্যু হইলে পরিত্রাণ বোধ করিব। কিন্তু, মহারাজ! যথার্থ বিচার করিলে আমার দণ্ড হইতে পারে না। সাত বৎসর অতীত হইল, আমি হেমকূট পরিত্যাগ করিয়া দেশপর্য্যটন করিতেছি; এবং অবশেষে এই দেশে উপস্থিত হইয়াছি। আমি যৎকালে হেমকূট হইতে প্রস্থান করি, উভয় রাজ্যের পরস্পর বিলক্ষণ সৌহৃদ্য ছিল। এক্ষণে পরস্পর যে বিষম বিরোধ ঘটিয়াছে, এবং তদুপলক্ষে উভয় রাজ্যে যে এরূপ কঠিন নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা

আমি অবগত নহি। যদি, প্রচারিত নিয়মের বিশেষজ্ঞ হইয়া, আপনকার অধিকারে প্রবেশ করিতাম, তাহা হইলে আমি অবশ্য অপরাধী হইতাম।

এই কথা শ্রবণ করিয়া বিজয়বল্লভ কহিলেন, শুন, সোমদত্ত! জয়স্থলের প্রচলিত বিধি সকল সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালন করিয়া চলিব, কদাচ তাহার অন্যথাচরণ করিব না, ধর্ম্মপ্রমাণ এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, আমি অধিরাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি। সুতরাং হেমকূটবাসী লোকদিগের পক্ষে জয়স্থলে যে বিধি প্রচলিত আছে, আমি প্রাণান্তেও তাহার বিপরীতাচরণ করিতে পারিব না। জয়স্থলের কতিপয় পোতবণিক দুই রাজ্যের বিরোধ ও অভিনব বিধি প্রচলনের বিষয় কিছুমাত্র অবগত ছিল না। তাহারাও, তোমার মত না জানিয়া, হেমকূটের অধিকারে প্রবেশ করিয়াছিল। তোমাদের অধিরাজ, নবপ্রবর্ত্তিত বিধির অনুবর্ত্তী হইয়া, তাহাদের দণ্ডবিধান করেন। অর্থদণ্ডপ্রদানে অসমর্থ হওয়াতে, তাহাদের প্রাণদণ্ড হইয়াছে। এই নৃশংস ঘটনা জয়স্থলবাসীদিগের অন্তঃকরণে সম্পূর্ণ জাগরূক রহিয়াছে। এ অবস্থায়, আমি, প্রচলিত বিধি লঙ্ঘনপূর্ব্বক, তোমার প্রতি দয়াপ্রদর্শন করিতে পারি না। অতএব, তোমার প্রাণদণ্ড একান্ত অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। অবিলম্বে পাঁচ সহস্র মুদ্রা

দিতে পারিলে, তুমি অক্ষতশরীরে স্বদেশে প্রতিগমন করিতে পার; কিন্তু আমি তাহার কিছুমাত্র সম্ভাবনা দেখিতেছি না; কারণ, তোমার সমভিব্যাহারে যাহা কিছু আছে, সমুদয়ের মূল্য উর্দ্ধসংখ্যায় দুই শত মুদ্রার অধিক হইবেক না। সুতরাং সায়ংকালে তোমার প্রাণবধ অবধারিত।

এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া, সোমদত্ত অক্ষুব্ধচিত্তে কহিলেন, মহারাজ! আমি যে দুঃসহ দুঃখপরম্পরা ভোগ করিয়া আসিতেছি, তাহাতে আমার অণুমাত্রও প্রাণের মায়া নাই; অকপটহৃদয়ে কহিতেছি, এক ক্ষণের জন্যেও আমি বাঁচিতে ইচ্ছা করি না। আপনি সায়ংকালের কথা কি বলিতেছেন, এই মুহূর্ত্তে প্রাণবিয়োগ হইলে, আমার নিস্তার হয়।

ঈদৃশ আক্ষেপবাক্য শ্রবণে অধিরাজের অন্তঃকরণে বিলক্ষণ অনুকম্পা ও কৌতূহল উদ্বুদ্ধ হইল। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সোমদত্ত! কি কারণে তুমি মরণ কামনা করিতেছ, কি জন্যেই বা তুমি জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া ক্রমাগত সাত বৎসর কাল দেশপর্য্যটন করিতেছ, কি উপলক্ষেই বা অবশেষে জয়স্থলে উপস্থিত হইয়াছ, বল। সোমদত্ত কহিলেন, মহারাজ! আমার অন্তর নিরন্তর দুঃসহ শোকদহনে দগ্ধ হইতেছে; জন্মভূমি পরিত্যাগের ও দেশপর্য্যটনের

কারণ নির্দ্দেশ করিতে গেলে, আমার শোকানল শতগুণ প্রবল হইয়া উঠিবেক। সুতরাং আপনকার আদেশ প্রতিপালন অপেক্ষা আমার পক্ষে অধিকতর আন্তরিক ক্লেশকর ব্যাপার আর কিছুই ঘটিতে পারে না। তথাপি আমি সংক্ষেপে আত্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি! তাহাতে আমার এক মহৎ উপকার লাভ হইবেক। সকল লোকে জানিতে পারিবেক, আমি, কেবল পরিবারের মায়ায় বদ্ধ হইয়া ,এই অবান্ধব দেশে রাজদণ্ডে প্রাণত্যাগ করিতেছি; কোন গুরুতর অপরাধনিবন্ধন নহে।

মহারাজ! শ্রবণ করুন, আমি হেমকূটনগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। যৌবনকাল উপস্থিত হইলে, লাবণ্যময়ীনাম্নী এক সুরূপা রমণীর পাণিগ্রহণ করিলাম। লাবণ্যময়ী যেমন সৎকুলোৎপন্না, তেমনই সদ্গুণসম্পন্না ছিলেন। উভয়ের সহবাসে উভয়েই পরমসুখে কালহরণ করিতে লাগিলাম। মলয়পুরে আমার বহুবিস্তৃত বাণিজ্য ব্যবসায় ছিল, তদ্দ্বারা প্রভূত অর্থাগম হইতে লাগিল। যদি অদৃষ্ট মন্দ না হইত, আমি অবিচ্ছিন্ন সুখসম্ভোগে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিতাম। মলয়পুরে আমার যিনি কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন, হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে, তত্রত্য কার্য্য সকল অত্যন্ত বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিল। শুনিয়া আমি অতিশয় ব্যাকুল হইলাম এবং

সহধর্ম্মিণীকে গৃহে রাখিয়া মলয়পুর প্রস্থান করিলাম। ছয় মাস অতীত না হইতেই, লাবণ্যময়ী, বিরহযন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া, তথায় উপস্থিত হইলেন। অনধিক কালমধ্যেই তিনি অন্তর্বত্নী হইলেন এবং যথাকালে দুই সুকুমার যমজ কুমার প্রসব করিলেন। কুমারযুগলের অবয়বগত অণুমাত্র বৈলক্ষণ্য ছিল না। উভয়েই সর্ব্বাংশে এরূপ একাকৃতি যে উভয়ের ভেদগ্রহ কোন মতেই সম্ভাবিত নহে। আমরা যে পান্থনিবাসে অবস্থিতি করিতাম, তথায় সেই দিনে সেই সময়ে এক দুঃখিনী নারীও সর্ব্বাংশে একাকৃতি দুই যমজ তনয় প্রসব করে। উহাদের প্রতিপালন করা অসাধ্য ভাবিয়া, সে আমার নিকট ঐ দুই যমজ সন্তান বিক্রয় করিতে উদ্যত হইল। উত্তরকালে উহারা দুই সহোদরে আমার পুত্রদ্বয়ের পরিচর্য্যা করিবেক, এই অভিপ্রায়ে উহাদিগকে ক্রয় করিয়া, পুত্রনির্বিশেষে প্রতিপালন করিতে লাগিলাম। যমজেরা সর্ব্বাংশে একাকৃতি বলিয়া, এক নামে এক এক যমলের নামকরণ করিলাম; পুত্রযুগলের নাম চিরঞ্জীব, ক্রীতযুগলের নাম কিঙ্কর, রাখিলাম।

কিছু কাল গত হইলে, আমার সহধর্ম্মিণী, হেমকূট প্রতিগমনের নিমিত্ত নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া, অহোরাত্র উৎপীড়ন করিতে লাগিলেন। অবশেষে, আমি নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্ব্বক

সম্মত হইলাম। অল্প দিনের মধ্যেই, আমরা চারি শিশু-সমভিব্যাহারে অর্ণবপোতে আরোহণ করিলাম। মলয়পুর পরিত্যাগ করিয়া যোজনমাত্র গমন করিয়াছি, এমন সময়ে অকস্মাৎ গগনমণ্ডল নিবিড় ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইল; প্রবল বেগে প্রচণ্ড বাত্যা বহিতে লাগিল; সমুদ্র উত্তাল তরঙ্গ-মালায় আন্দোলিত হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে আমি, জীবনের আশায় বিসর্জন দিয়া, প্রতিক্ষণেই মৃত্যু প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। আমার সহধর্ম্মিণী নিরতিশয় আর্ত্তস্বরে হাহাকার ও শিরে করাঘাত করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া, আমার দুই তনয় ও দুই ক্রীতবালক চীৎকার করিয়া রোদন করিতে লাগিল। গৃহিণী বাষ্পাকুল লোচনে অতিকাতর বচনে মুহুর্মুহুঃ কহিতে লাগিলেন, নাথ! আমরা মরি তাহাতে কিছুমাত্র খেদ নাই, যাহাতে দুটি সন্তানের প্রাণরক্ষা হয় তাহার কোন উপায় কর।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে অর্ণবপোত মগ্নপ্রায় হইল। নাবিকেরা, উহার রক্ষা বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরাশ্বাস হইয়া, আত্মরক্ষার চেষ্টা দেখিতে লাগিল, এবং অর্ণবপোতে যে কয়খানি ক্ষুদ্র তরী ছিল, তাহাতে আরোহণপূর্ব্বক প্রাস্থান করিল। তখন আমি, নিতান্ত নিরুপায় দেখিয়া, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, এক উপায় স্থির করিলাম। অর্ণবপোতে দুটি অতিরিক্ত গুণবৃক্ষ ছিল।

একের প্রান্তভাগে জ্যেষ্ঠপুত্র ও জ্যেষ্ঠ ক্রীত শিশুকে, অপরটির প্রান্তভাগে কনিষ্ঠ পুত্র ও কনিষ্ঠ ক্রীত শিশুকে বন্ধনপূর্ব্বক, স্ত্রীপুরুষে উহাদের অপর প্রান্তভাগে আপনাদিগকে বদ্ধ করিলাম। দুই গুণবৃক্ষ স্রোতের অনুবর্ত্তী হইয়া ভাসিতে ভাসিতে চলিল। বোধ হইল, আমরা কর্ণপুর অভিমুখে নীত হইতেছি। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, সূর্য্যদেবের আবির্ভাব ও বাত্যার অনেক তিরোভাব হইল। তখন দেখিতে পাইলাম, দুই অর্ণবপোত অতিবেগে আমাদের দিকে আগমন করিতেছে। স্পষ্ট বোধ হইল, আমাদের উদ্ধারের জন্যই উহারা ঐরূপে আসিতেছে। তন্মধ্যে একখানি কর্ণপুরের, অপর খানি উদয়নগরের। এপর্য্যন্ত দুই গুণবৃক্ষ পরস্পর অতি সন্নিহিত ছিল; কিন্তু, উল্লিখিত পোতদ্বয় আমাদের নিকটে আসিবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, আকস্মিক বায়ুবেগবশে পরস্পর অতিশয় দূরবর্ত্তী হইয়া পড়িল। আমি এক দৃষ্টিতে অপর গুণবৃক্ষ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। দেখিতে পাইলাম, কর্ণপুরের পোতস্থিত লোকেরা, বন্ধনমোচন পূর্ব্বক, আমার গৃহিণী, পুত্র ও ক্রীত শিশুকে অর্ণবগর্ভ হইতে উদ্ধৃত করিল। কিঞ্চিৎ পরেই, অপর পোত আসিয়া আমাদের তিন জনের উদ্ধার করিল। এই পোতের লোকেরা যেরূপ সুহৃদ্ভাবে সাহায্য করিতে আসিয়াছিলেন, অপর পোতের লোকেরা সেরূপ নহেন; ইহা বুঝিতে পারিয়া

আমাদের উদ্ধারকেরা, আমার গৃহিণী ও শিশুদ্বয়ের উদ্ধারার্থে উদ্যত হইলেন; কিন্তু অপর পোত অধিকতর বেগে গমন করিতেছিল, সুতরাং ধরিতে পারিলেন না। তদবধি আমি পুত্রপ্রেয়সীবিয়োজিত হইয়াছি। মহারাজ! আমার মত হতভাগ্য আর কেহ নাই—

এই কথা বলিতে বলিতে, তাঁহার নয়নযুগল হইতে প্রবলবেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। তখন বিজয়বল্লভ কহিলেন, সোমদত্ত! দৈববিড়ম্বনায় তোমার যে শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে; তাহা শুনিয়া আমার হৃদয় অতিশয় শোকাকুল হইতেছে; ক্ষমতা থাকিলে, নিঃসন্দেহ, আমি তোমার প্রাণদণ্ড রহিত করিতাম। সে যাহা হউক, তৎপরে কি কি ঘটনা হইল, সমুদায় শুনিবার নিমিত্তে আমার চিত্তে অত্যন্ত ঔৎসুক্য জন্মিতেছে; সবিস্তর বর্ণন করিলে, আমি অনুগৃহীত বোধ করিব।

সোমদত্ত কহিলেন, মহারাজ! তৎপরে কিছু দিনের মধ্যেই, আমি, কনিষ্ঠ তনয় ও কনিষ্ঠ ক্রীতশিশু সমভিব্যাহারে, নিজ আগারে প্রতিগমনপূর্ব্বক, কিঞ্চিৎ অংশে শোক সংবরণ করিয়া, শিশুযুগলের লালন পালন করিতে লাগিলাম। বহু কাল অতীত হইল, গৃহিণী ও অপর শিশু-

যুগলের কোন সংবাদ পাইলাম না। কনিষ্ঠ পুত্রটি যত জ্ঞানবান্ হইতে লাগিল, ততই জননী ও সহোদরের বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে লাগিল। আমার নিকট যে উত্তর পাইত, তাহাতে তাহার সন্তোষ জন্মিত না। অবশেষে, নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া, আমার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক, অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে, স্বীয় পরিচারক সমভিব্যাহারে, সে তাহাদের উদ্দেশার্থে প্রস্থান করিল। এই পুত্রটিই, অন্ধের যষ্টিস্বরূপ, আমার জীবনের একমাত্র অবলম্বন ছিল। কোন মতেই তাহাকে ছাড়িয়া দিতে আমার ইচ্ছা ছিল না। তৎকালে এই আশঙ্কা হইতে লাগিল, এ জন্মে যে গৃহিণী ও জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত আমার সমাগম হইবেক, তাহার আর প্রত্যাশা নাই; আমার যেরূপ অদৃষ্ট, হয়ত এই অবধি ইহাকেও হারাইলাম। মহারাজ! ভাগ্যক্রমে আমার তাহাই ঘটিয়া উঠিল। দুই বৎসর অতীত হইল, তথাপি কনিষ্ঠ পুত্র প্রত্যাগমন করিল না। আমি তাহার অন্বেষণে নির্গত হইলাম; পাঁচ বৎসর কাল অবিশ্রান্ত পর্য্যটন করিলাম, কিন্তু কোন স্থানেই কিছুমাত্র সন্ধান পাইলাম না। পরিশেষে, নিতান্ত নিরাশ্বাস হইয়া, হেমকূটাভিমুখে গমন করিতেছিলাম; জয়স্থলের উপকূল দর্শন করিয়া মনে ভাবিলাম, এত দেশ পর্য্যটন করিলাম, এই স্থানটি অবশিষ্ট থাকে কেন। এখানে

যে তাহাকে দেখিতে পাইব, তাহার কিছুমাত্র আশ্বাস ছিল না; কিন্তু না দেখিয়া চলিয়া যাইতেও, কোন মতে ইচ্ছা হইল না। এইরূপে জয়স্থলে উপস্থিত হইয়া, কিয়ৎ ক্ষণ পরেই ধৃত ও মহারাজের সম্মুখে নীত হইলাম। মহারাজ! আজ সায়ংকালে আমার সকল ক্লেশের অবসান হইবেক; যদি, প্রেয়সী ও তনয়েরা জীবিত আছে, ইহা শুনিয়া মরিতে পারি, তাহা হইলে আর আমার কোন ক্ষোভ থাকে না।

এই হৃদয়বিদারণ আখ্যান শ্রবণে নিরতিশয় দুঃখিত হইয়া, বিজয়বল্লভ কহিলেন, সোমদত্ত! আমার বোধ হয়, তোমার মত হতভাগ্য ভূমণ্ডলে আর নাই; অবিচ্ছিন্ন ক্লেশভোগে কালহরণ করিবার নিমিত্তই, তুমি জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলে। তোমার বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া, আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। যদি ব্যবস্থাপিত বিধির উল্লঙ্ঘন না হইত, তাহা হইলে, আমি তোমার প্রাণরক্ষা-বিষয়ে প্রাণপণে যত্ন করিতাম। জয়স্থলের প্রচলিত বিধি অনুসারে, তোমার প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে; যদি, অনুকম্পার বশবর্ত্তী হইয়া, ঐ ব্যবস্থা রহিত করি, তাহা হইলে, আমি চিরকালের জন্য জয়স্থলসমাজে যার পর নাই হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইব। তবে আমার যে পর্য্যন্ত ক্ষমতা আছে, তাহা আমি করিতেছি। তোমাকে সায়ংকাল পর্য্যন্ত

সময় দিলাম; জয়স্থলে তোমার যে সকল আত্মীয় আছেন, এই সময়মধ্যে, তাঁহাদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া, পাঁচ সহস্র মুদ্রা দিতে পারিলে, তোমার প্রাণরক্ষা হইবে; নতুবা তোমার প্রাণদণ্ড অপরিহার্য্য। অনন্তর, কারাধ্যক্ষকে কহিলেন, তুমি সোমদত্তকে যথাস্থানে সাবধানে রাখ। কারাধ্যক্ষ, যে আজ্ঞা মহারাজ বলিয়া, সোমদত্ত সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিল।

কর্ণপুরের লোকেরা, কিছু দিন পরে, কুবলয়পুরের অধিপতি মহাবল পরাক্রান্ত বিখ্যাত বীর বিজয়বর্ম্মার নিকট চিরঞ্জীব ও কিঙ্করকে বিক্রয় করে। কিয়ৎ কাল অতীত হইলে, বিজয়বর্ম্মা নিজ ভ্রাতৃপুত্র বিজয়বল্লভের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি চিরঞ্জীব ও কিঙ্করকে এত ভাল বাসিতেন, যে ক্ষণকালের জন্যেও তাহাদিগকে নয়নের অন্তরাল করিতেন না। সুতরাং জয়স্থল প্রস্থানকালে তিনি তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া যান। ঐ দুই বালককে দেখিয়া, ও তাহাদের প্রাপ্তিবৃত্তান্ত শুনিয়া, বিজয়বল্লভের অন্তঃকরণে অত্যন্ত দয়া উপস্থিত হয়, এবং দিন দিন তাহাদের প্রতি নিরতিশয় স্নেহসঞ্চার হইতে থাকে। পিতৃব্যের প্রস্থানসময় সমাগত হইলে, ভ্রাতৃব্য আগ্রহপ্রদর্শন পূর্ব্বক, তাঁহার নিকট বালকদ্বয়প্রাপ্তিবাসনা জানাইলে, বিজয়বর্ম্মা তদীয় প্রার্থনা পরিপূর্ণ করিয়া স্বস্থানে প্রতি-

গমন করেন। বিজয়বল্লভ অপত্যনির্বিশেষে চিরঞ্জীবের লালন পালন করিতে লাগিলেন; এবং, সে বিষয়কার্য্যোপযোগী বয়স প্রাপ্ত হইলে, তাহাকে এককালে সেনাসংক্রান্ত উন্নত পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। চিরঞ্জীব প্রতিযুদ্ধেই বুদ্ধিমত্তা, কার্য্যদক্ষতা ও অকুতোভয়তার বিলক্ষণ পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। একবার বিজয়বল্লভ একাকী বিপক্ষমণ্ডলে এরূপে বেষ্টিত হইয়াছিলেন, যে তাঁহার প্রাণবিনাশের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল; সে দিবস কেবল চিরঞ্জীবের বুদ্ধিকৌশলে, সাহসগুণে ও অকুতোভয়তাপ্রভাবে তাঁহার প্রাণরক্ষা হয়। বিজয়বল্লভ, নিরতিশয় প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া, তদবধি তাঁহার প্রতি পুত্রবাৎসল্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

এই ঘটনার কিছু কাল পূর্ব্বে, জয়স্থলবাসী এক শ্রেষ্ঠী, অতুল ঐশ্বর্য্য এবং চন্দ্রপ্রভা ও বিলাসিনী নাম্নী দুই পরমসুন্দরী কন্যা রাখিয়া, পরলোক যাত্রা করেন। মৃত্যুকালে তিনি অধিরাজ বিজয়বল্লভের হস্তে বিষয়ের ও কন্যাদ্বয়ের রক্ষণাবেক্ষণের সমস্ত ভার প্রদান করিয়া যান। বিজয়বল্লভ শ্রেষ্ঠীর জ্যেষ্ঠকন্যা চন্দ্রপ্রভার সহিত চিরঞ্জীবের বিবাহ দিলেন। চিরঞ্জীব, এই অসম্ভাবিত পরিণয় সংঘটন দ্বারা, এককালে এক সুরূপা কামিনীর পতি ও অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইলেন। এইরূপে তিনি, বিজয়বল্লভের স্নেহগুণে

ও অনুগ্রহমহিমায়, জয়স্থলে গণনীয় ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন, এবং দয়া, সৌজন্য, ন্যায়পরতা ও অমায়িক ব্যবহার দ্বারা সর্ব্বসাধারণের স্নেহপাত্র ও সম্মানভাজন হইয়া, পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

চিরঞ্জীব অতিশৈশবকালে পিতা, মাতা ও ভ্রাতার সহিত বিয়োজিত হইয়াছিলেন, তৎপরে আর কখন তাঁহাদের কোন সংবাদ পান নাই। সুতরাং, জগতে তাঁহার আপনার কেহ আছে বলিয়া কিছুমাত্র বোধ ছিল না। তিনি শৈশবকালের সকল কথাই একবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সমুদ্রে মগ্ন হইয়াছিলেন, কোন রূপে প্রাণরক্ষা হইয়াছে, কেবল এই বিষয়টির অনতিপরিস্ফুট স্মরণ ছিল। জয়স্থলে তাঁহার আধিপত্যের সীমা ছিল না। যদি তিনি জানিতে পারিতেন, সোমদত্ত তাঁহার জন্মদাতা, তাহা হইলে সোমদত্তকে, এক ক্ষণের জন্যেও, রাজদণ্ডে নিগ্রহভোগ করিতে হইত না।

যে দিবস সোমদত্ত জয়স্থলে উপস্থিত হন, কনিষ্ঠ চিরঞ্জীবও সেই দিবস, স্বীয় পরিচারক কনিষ্ঠ কিঙ্কর সমভিব্যাহারে, তথায় উপনীত হইয়াছিলেন। তিনিও, স্বীয় পিতার ন্যায় ধৃত, বিচারালয়ে নীত ও রাজদণ্ডে নিগৃহীত হইতেন, তাহার সন্দেহ নাই। দৈবযোগে, এক বিদেশীয় বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে, তিনি কহিলেন, বয়স্য! তুমি এ দেশে আসিয়াছ

কেন। কিছু দিন হইল, জয়স্থলে হেমকূটবাসীদিগের পক্ষে অতি ভয়ঙ্কর নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তুমি হেমকূটবাসী বলিয়া কোন ক্রমে কাহারও নিকট পরিচয় দিওনা। মলয়পুর তোমার জন্মস্থান, এবং সে স্থানে তোমাদের বহু বিস্তৃত বাণিজ্য আছে; কেহ তোমায় জিজ্ঞাসা করিলে, মলয়পুরবাসী বলিয়া পরিচয় দিবে। অত্রত্য লোকে তোমার প্রকৃত পরিচয় পাইলে, নিঃসংশয় তোমার প্রাণদণ্ড হইবেক। হেমকূটবাসী এক বৃদ্ধ বণিক আজ জয়স্থলে আসিয়াছিলেন। অধিরাজের আদেশক্রমে, সূর্য্যদেবের অস্তাচলচূড়ায় অধি-রোহণ করিবার পূর্ব্বেই, তাঁহার প্রাণবধ হইবেক। অতএব, যত ক্ষণ এখানে থাকিবে, সাবধানে চলিবে। আর আমার নিকট যাহা রাখিতে দিয়াছিলে, লও।

এই বলিয়া, তিনি স্বর্ণমুদ্রার থলী চিরঞ্জীবের হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন। তিনি তাহা স্বীয় পরিচারকের হস্তে সমর্পণ করিয়া কহিলেন, কিঙ্কর! তুমি এই স্বর্ণমুদ্রা লইয়া পান্থনিবাসে প্রতিগমন কর; অতি সাবধানে রাখিবে, কোন ক্রমে কাহারও হস্তে দিবেনা। এখনও আমাদের আহারের সময় হয় নাই, প্রায় এক ঘণ্টা বিলম্ব আছে; এই সময় মধ্যে নগর দর্শন করিয়া, আমিও পান্থনিবাসে প্রতিগমন করিতেছি। তুমি যাও, আর বিলম্ব করিও না। কিঙ্কর যে আজ্ঞা

বলিয়া প্রস্থান করিলে, চিরঞ্জীব সেই বন্ধুকে কহিলেন, বয়স্য! কিঙ্কর আমার চিরসহচর ও যার পর নাই বিশ্বাসভাজন। উহার বিশেষ এক গুণ আছে, আমি যখন উৎকণ্ঠায় আকুল বা দুর্ভাবনায় অভিভূত হই, তখন ও কৌতুক ও পরিহাস করিয়া আমার চিত্তের অপেক্ষাকৃত সাচ্ছন্দ্য সম্পাদন করে। এক্ষণে এস, দুই বন্ধুতে নগর দর্শন করিতে যাই; তৎপরে উভয়ে পান্থনিবাসে এক সমভিব্যাহারে আহারাদি করিব। তিনি কহিলেন, আজ এক বণিক আহারের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, অবিলম্বে তাঁহার আলয়ে যাইতে হইবেক; তাঁহার নিকট আমার বিলক্ষণ উপকারের প্রত্যাশা আছে; অতএব আমায় মাপ কর, এখন আমি তোমার সঙ্গে যাইতে পারিব না; অপরাহ্ণে নিঃসন্দেহ সাক্ষাৎ করিব, এবং শয়নের সময় পর্য্যন্ত তোমার নিকটে থাকিব। এই বলিয়া, সেই ব্যক্তি বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলে, চিরঞ্জীব একাকী নগর দর্শনে নির্গত হইলেন।

এ দিকে, জয়স্থলবাসী জ্যেষ্ঠ চিরঞ্জীব অতি প্রত্যুষে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন; আহারের সময় উপস্থিত হইল, তথাপি প্রতিগমন করিলেন না। তাঁহার গৃহিণী চন্দ্রপ্রভা, অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া, জ্যেষ্ঠ কিঙ্করকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, দেখ, কিঙ্কর! এত বেলা হইল, তথাপি

তিনি কেন গৃহে আসিতেছেন না। বোধ করি, কোন গুরুতর কার্য্যে আবদ্ধ হইয়াছেন, তাহাতেই আহারের সময় পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। অতএব, তুমি সত্বর তাঁহাকে ডাকিয়া আন। দেখিও, যেন কোন মতে বিলম্ব না হয়। তাঁহার জন্যে সকলের আহারবন্ধ। কিঙ্কর যে আজ্ঞা বলিয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল, এবং কিয়ৎ ক্ষণ পরেই, নগরদর্শন-ব্যাপৃত হেমকূটবাসী কনিষ্ঠ চিরঞ্জীবকে দেখিতে পাইয়া, স্বপ্রভুজ্ঞানে সত্বর গমনে তাঁহার সন্নিহিত হইতে লাগিল।

চিরঞ্জীবযুগল ও কিঙ্করযুগল জন্মকালে যেমন সর্ব্বাংশে একাকৃতি ছিলেন, এখনও তাঁহারা অবিকল সেইরূপ ছিলেন, বয়োবৃদ্ধি বা অবস্থাভেদ নিবন্ধন কোন অংশে আকৃতির কিছুমাত্র বিভিন্নতা ঘটে নাই। এক ব্যক্তিকে দেখিলে অপর ব্যক্তিজ্ঞান একান্ত অপরিহার্য্য। সুতরাং, হেমকূটবাসী চিরঞ্জীবকে দেখিয়া, জয়স্থলবাসী কিঙ্করের যেমন স্বীয় প্রভু বলিয়া জ্ঞান জন্মিয়াছিল, জয়স্থলবাসী কিঙ্কর সন্নিহিত হইবা মাত্র, তাহাকে দেখিয়া, হেমকূটবাসী চিরঞ্জীবেরও তেমনই স্বীয় পরিচারক বলিয়া বোধ জন্মিল ; সে যে তাঁহার সহচর কিঙ্কর নয়, তিনি তাহার কিছুমাত্র উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। তদনুসারে, তিনি কিঙ্করকে জিজ্ঞাসিলেন, কিহে, তুমি এত সত্বর ফিরিয়া আসিলে কেন। সে কহিল,

এত সত্বর ফিরিয়া আসিলে, কেমন; বরং এত বিলম্বে আসিলে কেন, বলুন। বেলা প্রায় দুই প্রহর হইল, আপনি এপর্য্যন্ত গৃহে না যাওয়াতে, কর্ত্রী ঠাকুরাণী অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। অনেক ক্ষণ আহারসামগ্রী প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে এবং ক্রমে শীতল হইয়া যাইতেছে; আহারসামগ্রী যত শীতল হইতেছে, কর্ত্রী ঠাকুরাণী ততই উষ্ণ হইতেছেন; আহারসামগ্রী শীতল হইতেছে, কারণ আপনি গৃহে যান নাই; আপনি গৃহে যান নাই, কারণ আপনকার ক্ষুধা নাই; আপনকার ক্ষুধা নাই, কারণ আপনি বিলক্ষণ জলযোগ করিয়াছেন; কিন্তু আপনকার অনুপস্থিতিজন্য আমরা অনাহারে মারা পড়িতেছি।

এই সমস্ত কথা শুনিয়া, হেমকূটবাসী চিরঞ্জীব ভাবিলেন, পরিহাসরসিক কিঙ্কর কৌতুক করিতেছে। তখন তিনি কিঞ্চিৎ বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কহিলেন, কিঙ্কর! আমি এখন তোমার পরিহাসরসের অভিলাষী নহি; তোমার হস্তে যে স্বর্ণমুদ্রা দিয়াছি, কাহার নিকট রাখিয়া আসিলে, বল। সে চকিত হইয়া কহিল, সে কি, আপনি স্বর্ণমুদ্রা আমার হস্তে কবে দিলেন; কেবল বুধবার দিন, চর্ম্মকারকে দিবার জন্য, চারি আনা দিয়াছিলেন, সেই দিনেই তাহাকে দিয়াছি, আমার নিকটে রাখি নাই; চর্ম্মকার কর্ত্রী ঠাকুরাণীর

ঘোড়ার সাজ মেরামত করিয়াছিল। শুনিয়া সাতিশয় কুপিত হইয়া, চিরঞ্জীব কহিলেন, কিঙ্কর! এ পরিহাসের সময় নয়; যদি ভাল চাও, স্বর্ণমুদ্রা কোথায়, বল। আমরা ঘটনাক্রমে এই নিতান্ত অপরিচিত অবান্ধব দেশে আসিয়াছি; কি সাহসে, ও কি বিবেচনায়, তত স্বর্ণমুদ্রা অপরের হস্তে দিলে। কিঙ্কর কহিল, মহাশয়! আপনি আহারে বসিয়া পরিহাস করিবেন, আমরা আহ্লাদিত চিত্তে শুনিব। এখন আপনি গৃহে চলুন; কর্ত্রী ঠাকুরাণী সত্বর আপনারে লইয়া যাইতে বলিয়া দিয়াছেন; বিলম্ব হইলে, অথবা আপনারে না লইয়া গেলে, আমার লাঞ্ছনার সীমা থাকিবেক না, হয় ত প্রহার পর্য্যন্ত হইয়া যাইবেক।

চিরঞ্জীব নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া কহিলেন, কিঙ্কর! তুমি অতি নির্ব্বোধ, আমায় যত ভাল লাগিতেছে না, ততই পরিহাস করিতেছ; বারংবার বারণ করিতেছি, তথাপি ক্ষান্ত হইতেছ না। দেখ, সময়ে সকলই ভাল লাগে; অসময়ে অমৃতও বিস্বাদ ও বিষতুল্য বোধ হয়। যাহা হউক, আমি তোমার হস্তে যে সমস্ত স্বর্ণমুদ্রা দিয়াছি, তাহা কোথায়, বল। কিঙ্কর কহিল, না মহাশয়! আপনি আমার হস্তে কখনই স্বর্ণমুদ্রা দেন নাই। তখন চিরঞ্জীব কহিলেন, কিঙ্কর! আজি তোমার কি হইয়াছে, বলিতে পারি না;

পাগলামীর চূড়ান্ত হইয়াছে, আর নয়, ক্ষান্ত হও; এক্ষণে বল, স্বর্ণমুদ্রা কোথায় রাখিয়া আসিলে। সে কহিল, কর্ত্রী ঠাকুরাণী অতি সত্বর আপনাকে বাটীতে লইয়া যাইতে বলিয়া দিয়াছেন। অতএব, বিনয় করিয়া বলিতেছি, অবিলম্বে গৃহে চলুন। তিনি ও তাঁহার ভগিনী আপনকার প্রতীক্ষা করিতেছেন; আপনকার জন্যে তাঁহারাও আহার করিতে পারিতেছেন না।

এই সকল কথা শুনিয়া, কোপে কম্পান্বিতকলেবর হইয়া, চিরঞ্জীব কহিলেন, অরে দুরাত্মন্! তুমি পুনঃ পুনঃ কর্ত্রী ঠাকুরাণীর নাম করিতেছ; তোমার কর্ত্রী ঠাকুরাণী কে, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। কিঙ্কর কহিল, কেন মহাশয়! আপনি কি জানেন না, আপনকার সহধর্ম্মিণীকে আমরা সকলেই কর্ত্রী ঠাকুরাণী বলিয়া থাকি; তিনি ভিন্ন আর কাকে কর্ত্রী ঠাকুরাণী বলিব। তিনিই আমায় আপনাকে গৃহে লইয়া যাইবার নিমিত্ত পাঠাইয়াছেন। অতএব চলুন, আর বিলম্ব করিবেন না; আহারের সময় অতীত হইয়া যাইতেছে। চিরঞ্জীব, আর সহ্য করিতে না পারিয়া, এই তোমার পাগলামীর ফলভোগ কর, এই বলিয়া তাহাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। কিঙ্কর হতবুদ্ধি হইয়া কহিল, মহাশয়! অকারণে প্রহার করেন কেন; আমি কি

অপরাধ করিয়াছি। আপনকার ইচ্ছা হয়, বাটীতে যাইবেন, ইচ্ছা না হয়, না যাইবেন; যাঁহার কথায় লইয়া যাইতে আসিয়াছিলাম, তাঁহার নিকটেই চলিলাম।

এই বলিয়া কিঙ্কর প্রস্থান করিলে, চিরঞ্জীব মনে মনে এই আন্দোলন করিতে লাগিলেন, বোধ হয়, কোন ধূর্ত্ত, কৌশল করিয়া, কিঙ্করের নিকট হইতে স্বর্ণমুদ্রাগুলি অপহরণ করিয়াছে, তাহাতেই ভয়ে উহার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে; নতুবা পূর্ব্বাপর এত প্রলাপবাক্য উচ্চারণ করিবেক কেন; প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি কখন এরূপ অসম্বদ্ধ কথা কহে না; হয়ত হতভাগ্য উন্মাদগ্রস্ত হইল। সকলে বলে, জয়স্থলে ঐন্দ্রজালিকবিদ্যা বিলক্ষণ প্রচলিত; এখানকার লোকে এরূপ প্রচ্ছন্ন বেশে চলে যে উহাদিগকে কোন মতে চিনিতে পারা যায় না; উহারা, দুর্ব্বিগাহ মায়াজাল বিস্তার করিয়া, বৈদেশিক লোকের ধনে প্রাণে উচ্ছেদসাধন করে। শুনিতে পাই, এখানকার কামিনীরা নিতান্ত মায়াবিনী; বৈদেশিক পুরুষদিগকে অনায়াসে মুগ্ধ করিয়া রাখে; এক বার মোহপাশে বদ্ধ হইলে, আর নিস্তার নাই। আমি এখানে আসিয়া ভাল করি নাই; শীঘ্র পলায়ন করাই বিধেয়। আর আমার নগরদর্শনের আমোদে কাজ নাই; পান্থনিবাসে যাই এবং যাহাতে অবিলম্বে এস্থান হইতে প্রস্থান করিতে

পারি, তাহার উদ্যোগ করি; এখানে আর এক মুহূর্ত্তও থাকা উচিত নহে।

চিরঞ্জীব, এই বলিয়া, নগরদর্শনকৌতুকে বিসর্জ্জন দিয়া, আকুল মনে সত্বর গমনে পান্থনিবাসোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কিঙ্করকে পতি অন্বেষণে প্রেরণ করিয়া, চন্দ্রপ্রভা স্বীয় সহোদরাকে সম্ভাষণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, বিলাসিনি! দেখ, প্রায় চারি দণ্ড হইল, কিঙ্করকে তাঁহার অনুসন্ধানে পাঠাইয়াছি; না এপর্য্যন্ত তিনিই আসিলেন, না কিঙ্করই ফিরিয়া আসিল; ইহার কারণ কি, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। বিলাসিনী কহিলেন, আমার বোধ হইতেছে, কোন স্থানে নিমন্ত্রণ হইয়াছিল, অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া, তথায় আহার করিয়াছেন। অতএব, আর তাঁহার প্রতীক্ষায় থাকিবার প্রয়োজন নাই; আমরা আহার করি, এস। বেলা অতিরিক্ত হইয়াছে, আর বিলম্ব করা উচিত নয়। আর, তাঁহার আসিতে বিলম্ব হইলে, তুমি এত বিষণ্ণ হও কেন এবং কি জন্যেই এত আক্ষেপ কর। পুরুষেরা সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রেচ্ছ; স্ত্রীজাতিকে তাঁহাদের অনুবর্ত্তিনী হইয়া চলিতে হয়। পুরুষজাতির রোষ বা অসন্তোষ ভয়ে স্ত্রীজাতিকে যত সঙ্কুচিত ও সাবধান

হইয়া সংসারধর্ম্ম করিতে হয়, পুরুষজাতিকে যদি সেরূপে চলিতে হইত, তাহা হইলে স্ত্রীজাতির সুখসৌভাগ্যের সীমা থাকিত না। স্ত্রীজাতি নিতান্ত পরাধীন, সুতরাং তাহাদিগকে অনেক সহ্য করিয়া কালহরণ করিতে হয়। তাহাদের অভিমান করা বৃথা।

শুনিয়া, সাতিশয় রোষবশ হইয়া, চন্দ্রপ্রভা কহিলেন, স্ত্রীজাতি অপেক্ষা পুরুষজাতির স্বাতন্ত্র্য অধিক হইবেক কেন, আমি তাহা বুঝিতে পারি না। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতিরই সমান স্বাতন্ত্র্য আছে; সে বিষয়ে ইতরবিশেষ হইবার কোন কারণ নাই। তিনি আপন ইচ্ছামতে চলিবেন, আমি আপন ইচ্ছামতে চলিতে পারিব না, কেন। বিলাসিনী কহিলেন, কারণ, তাঁহার ইচ্ছা তোমার ইচ্ছার বন্ধনশৃঙ্খলাস্বরূপ। চন্দ্রপ্রভা কহিলেন, গোগর্দ্দভব্যতিরিক্ত কে ওরূপ শৃঙ্খলাবন্ধন সহ্য করিবেক। বিলাসিনী কহিলেন, দিদি! তুমি না বুঝিয়া এরূপ উদ্ধত ভাবে কথা কহিতেছ। স্ত্রীজাতির অসদৃশ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন পরিণামে নিরতিশয় ক্লেশের কারণ হইয়া উঠে। জলে, স্থলে, নভোমণ্ডলে, যেখানে দৃষ্টিপাত কর, স্ত্রীজাতির স্বাতন্ত্র্য দেখিতে পাইবে না; কি জলচর, কি স্থলচর, কি নভশ্চর, জীবমাত্রেই এই নিয়ম অনুসরণ করিয়া চলিয়া থাকে।

এই সকল কথা শুনিয়া, চন্দ্রপ্রভা কিয়ৎ ক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর, সস্মিত বদনে পরিহাসবচনে কহিলেন, এই পরাধীনতার ভয়েই বুঝি তুমি বিবাহ করিতে চাওনা। বিলাসিনীও হাস্যমুখে উত্তর দিলেন, হাঁ, ও এক কারণ বটে; তদ্ব্যতিরিক্ত, বিবাহিত অবস্থায় অন্যবিধ নানা কষ্ট আছে। চন্দ্রপ্রভা কহিলেন, আমার বোধ হয়, তুমি, বিবাহিতা হইলে, পুরুষের আধিপত্য ও অত্যাচার অনায়াসে সহ্য করিতে পারিবে। বিলাসিনী কহিলেন, পুরুষের অভিপ্রায় বুঝিয়া চলা বিলক্ষণ রূপে অভ্যাস না করিয়া, আমি বিবাহ করিব না। চন্দ্রপ্রভা শুনিয়া হাস্যমুখে কহিলেন, ভগিনি! যত অভ্যাস কর না কেন, কখনই অবিরক্ত চিত্তে সংসারধর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে পারিবে না। পুরুষের পদে পদে অত্যাচার; কত সহ্য করিবে, বল। তুমি পুরুষের আচরণের বিষয় সবিশেষ জান না, এজন্য এরূপ কহিতেছ; যখন ঠেকিবে, তখন শিখিবে; এখন মুখে ওরূপ বলিলে কি হইবে। বিশেষতঃ, পরের বেলায় আমরা উপদেশ দিতে বিলক্ষণ পটু; আপনার বেলায় বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে; তখন বিবেচনাও থাকে না, সহিষ্ণুতাও থাকে না। তুমি এখন আমায় ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে বলিতেছ; কিন্তু যদি কখন বিবাহ কর, আমার মত অবস্থায় কত ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া চল, দেখিব।

উভয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে কিঙ্কর বিষণ্ণ বদনে তাঁহাদের সম্মুখবর্ত্তী হইল। চন্দ্রপ্রভা জিজ্ঞাসা করিলেন, কিঙ্কর! তুমি যে একাকী আসিলে; তোমার প্রভু কোথায়; তাঁহার দেখা পাইয়াছ কি না; কত ক্ষণে গৃহে আসিবেন, বলিলেন। কিঙ্কর কহিল, মা ঠাকুরাণি! আমার বলিতে শঙ্কা হইতেছে; কিন্তু না বলিলে নয়, এজন্য বলিতেছি; আমি তাঁহাকে যেরূপ দেখিলাম, তাহাতে আমার স্পষ্ট বোধ হইল, তাঁহার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে; তাঁহাতে উন্মাদের সম্পূর্ণ লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। আমি কহিলাম, কর্ত্রী ঠাকুরাণীর আদেশে, আমি আপনাকে ডাকিতে আসিয়াছি, ত্বরায় গৃহে চলুন, আহারের সময় অতীত হইতেছে। তিনি আমায় দেখিয়া, যৎপরোনাস্তি অসন্তোষপ্রদর্শন করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার স্বর্ণমুদ্রা কোথায় রাখিয়া আসিলে। পরে, আমি যত গৃহে আসিতে বলি, তিনি ততই বিরক্ত হইতে লাগিলেন এবং আমার স্বর্ণমুদ্রা কোথায়, বারংবার কেবল এই কথা বলিতে লাগিলেন। আমি কহিলাম, আপনি এপর্য্যন্ত গৃহে না যাওয়াতে, কর্ত্রী ঠাকুরাণী অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। তিনি সাতিশয় কুপিত হইয়া কহিলেন, তুই কর্ত্রী ঠাকুরাণী কোথায় পাইলি; আমি তোর কর্ত্রী ঠাকুরাণীকে চাই না; তোর

কর্ত্রী ঠাকুরাণী চুলায় যাউক ; আমার স্বর্ণমুদ্রা কোথায় রাখিলি, বল্।

এই কথা শুনিয়া, চকিত হইয়া, বিলাসিনী জিজ্ঞাসিলেন, কিঙ্কর ! এ কথা কে বলিল। কিঙ্কর কহিল, কেন, আমার প্রভু বলিলেন ; তিনি কহিলেন, আমার বাটী কোথায়, আমার স্ত্রী কোথায়, আমি কবে কাহাকে বিবাহ করিলাম, যে কথায় কথায় আমার স্ত্রীর উল্লেখ করিতেছিস্। অবশেষে, কি কারণে বলিতে পারি না, ক্রোধে অন্ধ হইয়া, আমাকে অত্যন্ত প্রহার করিলেন। এই বলিয়া, সে স্বীয় কর্ণমূলে মুষ্টিপ্রহারের চিহ্ন দেখাইতে লাগিল। চন্দ্রপ্রভা কহিলেন, তুমি পুনরায় যাও, এবং যেরূপে পার, অবিলম্বে তাঁহাকে গৃহে লইয়া আইস। সে কহিল, আমি পুনরায় যাইব এবং পুনরায় মার খাইয়া গৃহে আসিব। বলিতে কি, আমি আর মার খাইতে পারিব না ; আপনি আর কাহাকেও পাঠাইয়া দেন। শুনিয়া, সাতিশয় কুপিত হইয়া, চন্দ্রপ্রভা কহিলেন, যদি তুমি না যাও, আমি তোমায় বিলক্ষণ শিক্ষা দিব ; যদি ভাল চাও, এখনই চলিয়া যাও। কিঙ্কর কহিল, আপনি প্রহার করিয়া এখান হইতে তাড়াইবেন, তিনি প্রহার করিয়া সেখান হইতে তাড়াইবেন ; আমার কোন দিকেই নিস্তার নাই।

এই বলিয়া সে চলিয়া গেলে পর, চন্দ্রপ্রভা ঈর্ষ্যা-কষায়িত লোচনে সরোষ বচনে কহিতে লাগিলেন, বিলাসিনি! কেমন, তোমার ভগিনীপতির কথা শুনিলে; এত ক্ষণ আমায় কত বুঝাইতেছিলে, এখন কি বল। শুনিলেত, তাঁহার বাটী নাই, তাঁহার স্ত্রী নাই, তিনি বিবাহ করেন নাই। আমি কিঙ্করকে পাঠাইয়াছিলাম, অকারণে তাহাকে প্রহার করা আমার উপর অবজ্ঞাপ্রদর্শনমাত্র। আমি ইদানীং তাঁহার চক্ষের শূল হইয়াছি। আমরা এখানে তাঁহার প্রতীক্ষায় এত বেলা পর্য্যন্ত অনাহারে রহিয়াছি, তিনি অন্যত্র আমোদ আহ্লাদে কাল কাটাইতেছেন। তুমি যা বল, এখন তাঁর উপর আমার বিলক্ষণ সন্দেহ হয়। আমি তাঁহার নিকট কি অপরাধে অপরাধিনী হইয়াছি, বলিতে পারি না। আমি কিছু তত রূপহীন বা গুণহীন নই যে তিনি আমায় এত ঘৃণা করিতে পারেন। অথবা কার দোষ দিব, সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ।

ভগিনীর ভাবদর্শন করিয়া, বিলাসিনী কহিলেন, দিদি! ঈর্ষ্যা স্ত্রীলোকের অতি বিষম শত্রু; ঈর্ষ্যার বশবর্ত্তিনী হইলে, স্ত্রীজাতিকে যাবজ্জীবন দুঃখভাগিনী হইতে হয়; অতএব উহাকে অন্তঃকরণ হইতে একবারে অপসারিত কর। এই কথা শুনিয়া, যার পর নাই বিরক্ত হইয়া, চন্দ্রপ্রভা

কহিলেন, বিলাসিনি! ক্ষমা কর, আর তোমার আমায় বুঝাইতে হইবেক না; এত অত্যাচার সহ্য করা আমার কর্ম্ম নয়। আমি এত নিরভিমান হইতে পারিব না যে তাঁহার এরূপ আচরণ দেখিয়াও, আমার মনে অসুখ জন্মিবেক না। ভাল, বল দেখি; যদি আমার প্রতি পূর্ব্বের মত অনুরাগ থাকিত, তিনি কি এত ক্ষণ গৃহে আসিতেন না; না, অকারণে কিঙ্করকে প্রহার করিয়া বিদায় করিতেন। তুমিত জান, আজি কত দিন হইল, আমায় এক ছড়া হার গড়াইয়া দিবেন, বলিয়াছিলেন; সেই অবধি আর কখন তাঁহার মুখে হারের কথা শুনিয়াছ। বলিতে কি, এত হতাদর হইয়া বাঁচা অপেক্ষা মরা ভাল। যেরূপ হইয়াছে, এবং উত্তরোত্তর যেরূপ হইবেক, তাহাতে আমার অদৃষ্টে কত কষ্টভোগ আছে, বলিতে পারি না; যে কয় দিন বাঁচিব, অহোরাত্র রোদন করিয়া কাটাইতে হইবেক।

হেমকূটের চিরঞ্জীব, ব্যাকুল হৃদয়ে পান্থনিবাসে উপস্থিত হইয়া, তত্রত্য অধ্যক্ষকে কিঙ্করের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি কহিলেন, প্রায় চারি দণ্ড অতীত হইল, সে এখানে আসিয়াছে, এবং আপনি তাহার হস্তে যে স্বর্ণমুদ্রা দিয়াছিলেন, তাহা সিন্ধুকে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। পরে অনেক ক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া, বিলম্ব দেখিয়া, এইমাত্র আপনকার

অন্বেষণে গেল। এই কথা শুনিয়া, সংশয়ারূঢ় হইয়া, চিরঞ্জীব মনে মনে কহিতে লাগিলেন, অধ্যক্ষ যেরূপ কহিলেন, তাহাতে আমি স্বর্ণমুদ্রাসহিত কিঙ্করকে আপণ হইতে বিদায় করিলে পর, তাহার সহিত আমার আর সাক্ষাৎ বা কথোপকথন হওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু আমি তাহার সহিত কথোপকথন করিয়াছি, এবং অবশেষে প্রহার পর্য্যন্ত করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছি। অধ্যক্ষ বলিতেছেন, সে এইমাত্র পান্থ-নিবাস হইতে নির্গত হইয়াছে; এ কিরূপ হইল, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। মনোমধ্যে এই আন্দোলন করিতে-ছেন, এমন সময়ে হেমকূটের কিঙ্কর তাঁহার সন্নিহিত হইল।

তাহাকে দেখিতে পাইবামাত্র, চিরঞ্জীব জিজ্ঞাসা করি-লেন, কেমন কিঙ্কর! তোমার পরিহাসপ্রবৃত্তি নিবৃত্তি পাই-য়াছে, অথবা সেইরূপই রহিয়াছে। তুমি মার খাইতে বড় ভাল বাস; অতএব আমার ইচ্ছা, তুমি আর খানিক আমার সঙ্গে পরিহাস কর। কেমন, আজি আমি তোমার হস্তে স্বর্ণমুদ্রা দি নাই, তোমার কর্ত্রী ঠাকুরাণী তোমারে আমায় বাটী লইবার জন্য পাঠাইয়াছেন, জয়স্থলে আমার বাস। তোমার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে; নতুবা, পাগলের মত আমার জিজ্ঞাসার উত্তর দিতেনা। কিঙ্কর শুনিয়া চকিত হইয়া কহিল, সে কি মহাশয়! আমি কখন আপনকার নিকট

ও সকল কথা বলিলাম। চিরঞ্জীব কহিলেন, কিছু পূর্ব্বে, বোধ হয় এখনও আধঘন্টা হয় নাই। কিঙ্কর বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কহিল, আপনি স্বর্ণমুদ্রার থলী আমার হস্তে দিয়া, এখানে পাঠাইলে পর, কই আপনকার সঙ্গেত আর আমার দেখা হয় নাই। চিরঞ্জীব অত্যন্ত কুপিত হইয়া কহিলেন, দুরাত্মন্! আর আমার সঙ্গে দেখা হয় নাই, বটে; তুমি বারংবার বলিতে লাগিলে, আমি তোমার হস্তে স্বর্ণমুদ্রা দি নাই, কর্ত্রী-ঠাকুরানী আপনাকে লইয়া যাইতে পাঠাইয়াছেন, তিনি ও তাঁহার ভগিনী আপনকার অপেক্ষায় আহার করিতে পাইতেছেন না। পরিশেষে, সাতিশয় রোষাক্রান্ত হইয়া, আমি তোমায় প্রহার করিলাম।

এই সমস্ত কথা শুনিয়া, হতবুদ্ধি হইয়া, কিঙ্কর কিয়ৎ ক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল; অবশেষে, চিরঞ্জীব কৌতুক করি-তেছেন বিবেচনা করিয়া কহিল, মহাশয়! আপনকার যে পরিহাসে প্রবৃত্তি হইয়াছে, ইহাতে আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম; কিন্তু এসময়ে এরূপ পরিহাস করিতেছেন কেন, তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিতেছি না; অনুগ্রহ করিয়া তাহার কারণ বলিলে, আমার সন্দেহ দূর হয়। চিরঞ্জীব কহিলেন, আমি পরিহাস করিতেছি, না তুমি পরিহাস করিতেছ; আজি তোমার দুর্ম্মতি ঘটিয়াছে; তখন যৎপরোনাস্তি

বিরক্ত করিয়াছ, এখন আবার বলিতেছ, আমি পরিহাস করিতেছি। এই তোমার দুর্ম্মতির ফলভোগ কর। এই বলিয়া, তিনি তাহাকে ক্রোধভরে বিলক্ষণ প্রহার করিলেন।

এইরূপে প্রহার প্রাপ্ত হইয়া, কিঙ্কর কহিল, আমি কি অপরাধ করিয়াছি যে আপনি আমায় এত প্রহার করিলেন। চিরঞ্জীব কহিলেন, তোমার কোন অপরাধ নাই; আমারই সকল অপরাধ; ভৃত্যের সঙ্গে প্রভুর যেরূপ ব্যবহার করা উচিত, তাহা না করিয়া, আমি যে তোমার সঙ্গে কখন কখন সৌহৃদ্যভাবে কথোপকথন করি, এবং সময়ে সময়ে তোমার পরিহাস শুনিতে ভাল বাসি, তাহাতেই তোমার এত আস্পর্দ্ধা বাড়িয়াছে। তোমার সময় অসময় বিবেচনা নাই; যদি আমার নিকট পরিহাস করিবার ইচ্ছা থাকে, আমি কখন কি ভাবে থাকি, তাহা জান ও তদনুসারে চলিতে আরম্ভ কর; নতুবা প্রহারদ্বারা তোমার পরিহাসরোগের শান্তি করিব। কিঙ্কর কহিল, আপনি প্রভু, প্রহার করিলেন, করুন; আমি দাস, অনায়াসে সহ্য করিলাম; কিন্তু কি কারণে প্রহার করিলেন, তাহা না বলিলে, আজি আমি কিছুতেই আপনাকে ছাড়িব না। চিরঞ্জীব, এই সময়ে, দুটি ভদ্র স্ত্রীলোককে তাঁহার দিকে আসিতে দেখিয়া, কহিলেন, অরে নির্ব্বোধ!

স্থির হও, এখন আর ও সকল কথা কহিও না; দুটি স্ত্রী-লোক, বোধ হয়, আমার নিকটেই আসিতেছেন।

এ দিকে, জয়স্থলের কিঙ্কর সত্বর প্রত্যাগমন না করাতে, চন্দ্রপ্রভা, নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া, ভগিনীকে সমভি-ব্যাহারে লইয়া, স্বীয় পতি চিরঞ্জীবের অন্বেষণে নির্গত হইয়াছিলেন। ইতস্ততঃ অনেক অনুসন্ধান করিয়া, পরিশেষে পান্থনিবাসে উপস্থিত হইয়া, তিনি হেমকূটের চিরঞ্জীব ও কিঙ্করকে দেখিতে পাইলেন, এবং তাঁহাদিগকে জয়স্থলের চিরঞ্জীব ও কিঙ্কর স্থির করিয়া, নিকটবর্ত্তিনী হইলেন। হেম-কূটের চিরঞ্জীব, ইতিপূর্ব্বেই, স্বীয় ভৃত্য কিঙ্করের উপর অত্যন্ত কোপান্বিত হইয়াছিলেন; এক্ষণে বিলক্ষণ সচেষ্ট হইলেন, তথাপি একবারে উগ্রভাবের তিরোভাব হইল না। চন্দ্রপ্রভা, তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টিসঞ্চারণ করিয়া, অভি-মানভরে কহিতে লাগিলেন, নাথ! আমায় দেখিলেই তোমার ভাবান্তর উপস্থিত হয়; তোমার বদনে রোষ ও অসন্তোষ বিলক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। যাহাকে দেখিলে সুখোদয় হয়, তাহার নিকটে কিছু এ ভাব অবলম্বন কর না। আমি এখন আর সে চন্দ্রপ্রভা নই; তোমার পরি-ণীতা বনিতাও নই। পূর্ব্বে, আমি কথা কহিলে, তোমার কর্ণে অমৃতবর্ষণ হইত; আমি দৃষ্টিপাত করিলে, তোমার

নয়নযুগল প্রীতিরসে পরিপূর্ণ হইত; আমি স্পর্শ করিলে, তোমার সর্ব্বশরীর পুলকিত হইত; আমি হস্তে করিয়া না দিলে; অতি উপাদেয় আহারসামগ্রীও তোমার বিস্বাদ বোধ হইত। তখন আমা বই আর জানিতে না। আমি কিছুকাল নয়নের অন্তরাল হইলে, দশ দিক শূন্য দেখিতে। এখন সে সকল দিন গত হইয়াছে। কি কারণে এক্ষণে এই বিসদৃশ ভাবান্তর উপস্থিত হইল, বল। আমার নিতান্ত তোমাগত প্রাণ; তুমি বই সংসারে আমার আর কে আছে। তুমি এত নিদয় হইলে, আমি কেমন করিয়া প্রাণ ধারণ করিব। বিলাসিনীকে জিজ্ঞাসা কর, আমি ইদানীং কেমন মনের সুখে আছি। দুর্ভাবনায় শরীর শীর্ণ হইয়া যাইতেছে। আমি স্পষ্ট দেখিতেছি, আমার উপর তোমার আর সে অনুরাগ নাই। যার ভাগ্য ভাল, এখন সে তোমার অনুরাগভাজন হইয়াছে। আমি দেখিয়া শুনিয়া জীবন্মৃত হইয়া আছি। দেখ, আর নিদয় হইও না, আমায় মর্ম্মান্তিক যাতনা দিও না। বিবেচনা কর, কেবল আমিই যে যন্ত্রণা ভোগ করিব, এরূপ নহে; এ সকল কথা ব্যক্ত হইলে, তুমিও ভদ্রসমাজে হেয় হইবে।

চন্দ্রপ্রভার আক্ষেপ ও অভিযোগ শ্রবণ করিয়া, হেমকূট-বাসী চিরঞ্জীব হতবুদ্ধি হইলেন, এবং কি কারণে অপরি-

চিত ব্যক্তিকে পতি সম্ভাষণ, ও পতিকৃত অনুচিত আচরণের আরোপণ পূর্ব্বক ভৎসনা, করিতেছে, কিছুই নির্ণয় করিতে না পারিয়া, স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, কিছু বলা আবশ্যক, নিতান্ত মৌনাবলম্বন করিয়া থাকা বিধেয় নহে, এই বিবেচনা করিয়া, তিনি বিস্ময়াকুল লোচনে মৃদু বচনে কহিলেন, অয়ি বরবর্ণিনি! আমি বৈদেশিক ব্যক্তি, জয়স্থলে আমার বাস নয়; এই সর্ব্বপ্রথম এ স্থানে আসিয়াছি, তাহাও চারি পাঁচ দণ্ডের অধিক নহে। ইতি-পূর্ব্বে, আমি আর কখনও তোমায় দেখি নাই। তুমি আমায় লক্ষ্য করিয়া যে সকল কথা বলিলে, তাহার এক বর্ণও বুঝিতে পারিলাম না। বিলাসিনী শুনিয়া, আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া, কহিলেন, ও কি হে, তুমি যে আমায় একবারে অবাক করিয়া দিলে; হঠাৎ তোমার মনের ভাব এত বিপরীত হইল কেন। যা হউক ভাই! ইতিপূর্ব্বে আর কখনও দিদির উপর তোমার ত এ ভাব দেখি নাই। দিদির অপরাধ কি, আহারের সময় বহিয়া যায়, এজন্য কিঙ্করকে তোমার নিকটে পাঠাইয়াছিলেন।

এই কথা বলিবামাত্র, চিরঞ্জীব কহিলেন, কিঙ্করকে? কিঙ্করও চকিত হইয়া কহিল, কি আমাকে? তখন চন্দ্রপ্রভা কোপাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, হাঁ তোমাকে। তুমি উঁহার

নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিলে, তিনি প্রহার করিলেন এবং কহিলেন, আমার বাটী নাই, আমার স্ত্রী নাই। এখন আবার যেন কিছুই জান না, এইরূপ ভান করিতেছ। চিরঞ্জীব শুনিয়া, ঈষৎ কুপিত হইয়া, কিঙ্করকে জিজ্ঞাসিলেন, তুমি কি এই স্ত্রীলোকের সহিত কথোপকথন করিয়াছিলে? যদি করিয়া থাক, তাহার স্থূল বৃত্তান্ত কি, আমায় বল। সে কহিল, না মহাশয়! আমি উঁহার সঙ্গে কখন কথা কহিলাম; ইহার পূর্ব্বে আমি উঁহাকে কখনও দেখি নাই। চিরঞ্জীব কহিলেন, দুরাত্মন্! তুমি মিথ্যা বলিতেছ; উনি যে সকল কথা বলিতেছেন, তুমি আপণে গিয়া আমার নিকট অবিকল ঐ সকল কথা বলিয়াছিলে। সে কহিল, না মহাশয়! আমি কখনও বলি নাই। জন্মাবচ্ছিন্নে আমি উঁহার সহিত কথা কই নাই। চিরঞ্জীব কহিলেন, তোমার সঙ্গে যদি দেখা ও কথা না হইবে, উনি কেমন করিয়া আমাদের নাম জানিলেন।

হেমকূটবাসী চিরঞ্জীবের ও কিঙ্করের এই কথোপকথন শুনিয়া, চন্দ্রপ্রভা যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ হইলেন, এবং চিরঞ্জীবকে, স্বীয় পতি জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীব জ্ঞানে সম্ভাষণ করিয়া, আক্ষেপবচনে কহিতে লাগিলেন, নাথ! যদিই আমার উপর তোমার বিরাগ জন্মিয়া থাকে, চাকরের সঙ্গে ষড়্যন্ত্র করিয়

আমার এরূপে অপমান করা উচিত নহে। আমি কি অপরাধ করিয়াছি যে এরূপ ছল করিয়া আমার লাঞ্ছনা করিতেছ। তুমি কখনই আমায় পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। তুমি যা ভাবনা কেন, আমি তোমা বই আর জানি না; যাবৎ এ দেহে প্রাণ থাকিবেক, তাবৎ আমি তোমার বই আর কার নই। আমি জীবিত থাকিতে, তুমি কখনও অন্যের হইতে পারিবে না; তুমি দিবাকর, আমি কমলিনী; তুমি শশধর, আমি কুমুদিনী; তুমি জলধর, আমি সৌদামনী; তুমি পরিত্যাগ করিতে চাহিলেও, আমি তোমায় ছাড়িব না। অতএব, আর কেন, গৃহে চল; কেন অনর্থক লোক হাসাইবে, বল।

এই সকল কথা শুনিয়া, চিরঞ্জীব মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এ কি দায় উপস্থিত! কেহ কখন এমন বিপদে পড়ে না। এ ত পতিজ্ঞানে আমায় সম্ভাষণ করিতেছে। যেরূপ ভাবভঙ্গী দেখিতেছি, তাহাতে বৈদেশিক লোক পাইয়া পরিহাস করিতেছে, সেরূপও প্রতীতি হইতেছে না। আকার প্রকার দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হইতেছে, এ সম্ভ্রান্ত লোকের কন্যা, সামান্যা কামিনী নহে। আমি নিতান্ত অপরিচিত বৈদেশিক ব্যক্তি, আমাকে পতিজ্ঞানে সম্ভাষণ করে কেন। আমি কি নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখিতেছি; অথবা

ভূতাবেশবশতঃ আমার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে, তাহাতেই এরূপ দেখিতেছি ও শুনিতেছি। যাহা হউক, কোন অনির্ণীত হেতুবশতঃ আমার দর্শনশক্তি ও শ্রবণশক্তির সম্পূর্ণ বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে, তাহার কিছুমাত্র সংশয় নাই। এখন কি উপায়ে এ দায় হইতে নিষ্কৃতি পাই।

এই সময়ে বিলাসিনী কিঙ্করকে কহিলেন, তুমি বাটীতে গিয়া ভৃত্যাদিগকে সমস্ত প্রস্তুত করিতে বল, আমরা যাইবা-মাত্র আহার করিতে বসিব। তখন কিঙ্কর, চিরঞ্জীবের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, অস্থির লোচনে আকুল বচনে কহিতে লাগিল, মহাশয়! আপনি সবিশেষ না জানিয়া কোথায় আসিয়াছেন; এ বড় সহজ স্থান নহে; এখানকার সকলই মায়া, সকলই ইন্দ্রজাল; আমরা সহজে নিষ্কৃতি পাইব, বোধ হয় না। যে রঙ্গ দেখিতেছি, তাহাতে প্রাণ বাঁচাইয়া দেশে যাইব, আমার আর সে আশা নাই। এই মানবরূপিণী ঠাকুরাণীরা যেরূপ মায়াবিনী, তাহাতে ইঁহাদের হস্ত হইতে সহজে নিস্তার পাইব, মনে করিবেন না। কি অশুভক্ষণেই এ দেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন। যেরূপ দেখিতেছি, ইঁহাদের মতের অনুবর্ত্তী হইয়া না চলিলে, নিঃসংশয় প্রাণসংশয় ঘটিবেক। অতএব যাহা কর্ত্তব্য হয়, বিবেচনা করুন।

কিঙ্করের এই সকল কথা শুনিয়া, অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া,

বিলাসিনী কহিলেন, অহে কিঙ্কর! তোমায় পরিহাসের অনেক কৌশল এসে, তা আমরা বহুদিন অবধি জানি; আর তোমার সে বিষয়ে নৈপুণ্য দেখাইতে হইবেক না; আমরা বড় আপ্যায়িত হইয়াছি। এক্ষণে ক্ষান্ত হও, এবং যা বলি, তা শুন। শুনিয়া সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া, কিঙ্কর চিরঞ্জীবকে কহিল, মহাশয়! আমার বুদ্ধিলোপ হইয়াছে, এখন কি করিবেন, করুন। চিরঞ্জীব কহিলেন, কেবল তোমার নয়, আমিও দেখিয়া শুনিয়া, তোমার মত, হত-বুদ্ধি হইয়াছি। তখন চন্দ্রপ্রভা, চিরঞ্জীবের হস্তে ধরিয়া, আর কেন, গৃহে চল; চাকর মনিবে মন্ত্রণা করিয়া, আজ আমার যথেষ্ট লাঞ্ছনা করিলে; সময় অতীত হইয়া গিয়াছে, আর বিলম্বে কাজ নাই, আহার করিবে চল; এই বলিয়া, বলপূর্ব্বক তাঁহাকে গৃহে লইয়া চলিলেন। চিরঞ্জীব, অয়-স্কান্তে আকৃষ্ট লৌহের ন্যায়, নিতান্ত অনায়ত্ত হইয়া, আপত্তি বা অনিচ্ছা প্রদর্শন করিতে পারিলেন না। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, বাটীতে উপস্থিত হইয়া, চন্দ্রপ্রভা কিঙ্করকে কহিলেন, দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখ, যদি কেহ তোমার প্রভুর অনুসন্ধান করে, বলিবে, আজ তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে না; এবং যে কেন হউক না, কাহাকেও কোন কারণে বাটীতে প্রবেশ করিতে দিবে না। অনন্তর, চিরঞ্জীবকে

কহিলেন, নাথ! আজ আমি তোমায় আর বাড়ীর বাহির হইতে দিব না; তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে। চিরঞ্জীব, দেখিয়া শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, আজ আমার অদৃষ্টে এ কি ঘটিল। আমি কি পৃথিবীতে আছি, কি স্বর্গে আছি, কি নরকে আছি, কি নিদ্রিত আছি, কি জাগরিত আছি, কি উন্মত্ত হইয়াছি, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। এক্ষণে কি করি। অথবা ইহাদের অভিপ্রায়ের অনুবর্ত্তী হইয়া চলি, ভাগ্যে যাহা আছে, তাহাই ঘটিবেক। তাঁহাকে বাটীর অভ্যন্তরে যাইতে দেখিয়া, কিঙ্কর কহিল, মহাশয়! আমি কি দ্বারদেশে বসিয়া থাকিব। চন্দ্রপ্রভা কহিলেন, দেখিও, যেন কেহ বাটীতে প্রবেশ করিতে না পায়। ইহার অন্যথা হইলে, আমি তোমার যৎপরোনাস্তি শাস্তি করিব। এই বলিয়া, চিরঞ্জীবকে লইয়া, তিনি অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জয়স্থলবাসী কিঙ্কর, চন্দ্রপ্রভার আদেশানুসারে দ্বিতীয় বার স্বীয় প্রভুর অন্বেষণে নির্গত হইয়া, বসুপ্রিয় স্বর্ণকারের বিপণিতে তাঁহার দর্শন পাইল; এবং কহিল, মহাশয়! এখনও কি আপনকার ক্ষুধাবোধ হয় নাই? সত্বর বাটীতে চলুন; কর্ত্রী ঠাকুরাণী আপনকার জন্য অস্থির হইয়াছেন। আপনি প্রথমবার সাক্ষাৎকালে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, এবং অকারণে আমায় যে প্রহার করিয়াছেন, আমি সে সমস্ত তাঁহার নিকটে বলিয়াছি। শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া, জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীব কহিলেন, আজ কখন তোমার সঙ্গে দেখা হইল, এবং কখন বা তোমায় কি কথা বলিলাম, এবং কখনই বা তোমারে প্রহার করিলাম। সে যাহা হউক, গৃহিণীর নিকট কি কি কথা বলিয়াছ, বল। সে কহিল, কেন আপনি বলিলেন, আমি কোথায় যাইব, আমার বাটী নাই, আমি বিবাহ করি নাই, আমার স্ত্রী নাই। এই সকল কথা আমি তাঁহার নিকটে বলিলাম। তৎপরে,

তিনি পুনরায় আমায় আপনকার নিকটে পাঠাইলেন; বলিয়া দিলেন, যেরূপে পার, তাঁহাকে সত্বর বাটীতে লইয়া আইস।

শুনিয়া, সাতিশয় কুপিত হইয়া, চিরঞ্জীব কহিলেন, অরে পাপিষ্ঠ! তুমি কোথায় এমন মাতলামী শিখিয়াছ; কতকগুলি কল্পিত কথা শুনাইয়া অকারণে তাঁহার মনে কষ্ট দিয়াছ; তোমার এরূপ করিবার তাৎপর্য্য কি, বল। আমার সঙ্গে দেখা নাই, অথচ আমার নাম করিয়া তুমি তাঁহাকে এই সকল কথা শুনাইলে, কেন। কিঙ্কর কহিল, আমি তাঁহাকে একটিও অলীক কথা শুনাই নাই; আপনি সাক্ষাৎকালে যাহা বলিয়াছেন, ও যাহা করিয়াছেন, আমি তাহার অতিরিক্ত কিছুই বলি নাই। আপনি যখন যাহাতে সুবিধা বুঝেন, তাহাই বলেন ও তাহাই করেন। আপনি যে আমায় প্রহার করিয়াছেন, কর্ণমূলে এই তাহার চিহ্ন রহিয়াছে, দেখুন। প্রহার পর্য্যন্তও কি অপলাপ করিতে চাহেন। চিরঞ্জীব ক্রোধে অধীর হইয়া কহিলেন, তোমায় আর কি বলিব, তুমি বড় গর্দ্দভ। কিঙ্কর কহিল, তার সন্দেহ কি, গর্দ্দভ না হইলে, এত প্রহার সহ্য করিতে পারিব কেন। গর্দ্দভ, প্রহৃত হইলে, যেমন নিরুপায় হইয়া পদপ্রহার করে, অতঃপর আমিও সেই পথ অবলম্বন করিব; তাহা হইলে,

আপনি সতর্ক হইবেন, আর কথায় কথায় আমায় প্রহার করিতে চাহিবেন না।

চিরঞ্জীব, যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়া, তাহার কথার আর উত্তর না দিয়া, বসুপ্রিয় স্বর্ণকারকে বলিলেন, দেখ, গৃহপ্রতিগমনে বিলম্ব হইলে, আমার স্ত্রী অত্যন্ত আক্ষেপ ও বিরক্তি প্রকাশ করেন, এবং নানা সন্দেহ করিয়া আমার সহিত বিবাদ ও বাদানুবাদ করিয়া থাকেন। অতএব, তুমি আমার সঙ্গে চল; তাঁহার নিকটে বলিবে তুমি যে তাঁহার জন্য হার গড়িতেছ, তাহা এই সময়ে প্রস্তুত হইবার কথা ছিল; প্রস্তুত হইলেই হার লইয়া যাইব, এজন্য আমি তোমার বিপণিতে বসিয়াছিলাম। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়া উঠিল না; সায়ংকালে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইবেক এবং কল্য প্রাতে তুমি তাঁহার নিকটে লইয়া যাইবে। তাঁহাকে এই কথা বলিয়া, সন্নিহিত রত্নদত্ত শ্রেষ্ঠীকে কহিলেন, আপনিও চলুন, আজ সকলে একসঙ্গে আহার করিব; অনেক দিন আপনি আমার বাটীতে আহার করেন নাই। তাঁহারা সম্মত হইলেন। চিরঞ্জীব, উভয়কে সমভিব্যাহারে লইয়া, স্বীয় ভবনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে, বাটীর সন্নিকৃষ্ট হইয়া, চিরঞ্জীব দেখিলেন, দ্বার রুদ্ধ রহিয়াছে; তখন কিঙ্করকে কহিলেন, তুমি

অগ্রসর হইয়া, আমাদের পঁহুছিবার পূর্ব্বে, দ্বার খুলাইয়া রাখ। কিঙ্কর, সত্বর গমনে দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া, অপরাপর ভৃত্যদিগের নামগ্রহণপূর্ব্বক দ্বার খুলিয়া দিতে বলিল। চন্দ্রপ্রভার আদেশানুসারে, হেমকূটবাসী কিঙ্কর সে সময়ে দ্বারবানের কার্য্য সম্পাদন করিতেছিল, সে কহিল, তুমি কে, কি জন্য দ্বার খুলিতে বলিতেছ; গৃহস্বামিনী যেরূপ অনুমতি দিয়াছেন, তাহাতে আমি কদাচ দ্বার খুলিব না এবং প্রাণান্তেও কাহাকে বাটীতে প্রবেশ করিতে দিব না। অতএব, তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও, আর ইচ্ছা হয়, রাস্তায় বসিয়া রোদন কর। এইরূপ উদ্ধত বাক্য শ্রবণ করিয়া, জয়স্থলবাসী কিঙ্কর কহিল, তুই কে, কোথাকার লোক, তোর কেমন আচরণ; প্রভু পথে দাঁড়াইয়া রহিলেন, তুই দ্বার খুলিয়া দিবি না। হেমকূটবাসী কিঙ্কর কহিল, তোমার প্রভুকে বল, তিনি যেখান হইতে আসিয়াছেন সেই খানে ফিরিয়া যান। আমি কোন ক্রমে তাঁহাকে এ বাটীতে প্রবেশ করিতে দিব না।

কিঙ্করের কথায় দ্বার খুলিল না দেখিয়া, চিরঞ্জীব কহিলেন, কে ও বাটীর ভিতরে কথা কও হে, শীঘ্র দ্বার খুলিয়া দাও। হেমকূটবাসী কিঙ্কর কহিল, আমি কখন দ্বার খুলিয়া দিব, তাহা আমি আপনাকে পরে বলিব, আপনি কি জন্যে

দ্বার খুলিতে বলিতেছেন, আগে বলুন। চিরঞ্জীব কহিলেন, কিজন্যে? আহারের জন্যে; আজ এপর্য্যন্ত আমার আহার হয় নাই। কিঙ্কর কহিল, এখন এখানে আপনকার আহারের কোন সুযোগ নাই; ইচ্ছা হয়, পরে কোনও সময়ে আসিবেন। তখন চিরঞ্জীব কোপান্বিত হইয়া কহিলেন, তুমি কে হে, যে আমায় আমার বাটীতে প্রবেশ করিতে দিতেছ না। কিঙ্কর কহিল, আমি এই সময়ের জন্য দ্বাররক্ষার ভার পাইয়াছি, আমার নাম কিঙ্কর। এই কথা শুনিয়া, জয়স্থলবাসী কিঙ্কর কহিল, অরে দুরাত্মন্, তুই আমার নাম ও পদ উভয়ই অপহরণ করিয়াছিস্; যদি ভাল চাহিস্, শীঘ্র দ্বার খুলিয়া দে, প্রভু কত ক্ষণ পথে দাঁড়াইয়া থাকিবেন। হেমকূটবাসী কিঙ্কর তথাপি দ্বার খুলিয়া দিল না। তখন জয়স্থলবাসী কিঙ্কর স্বীয় প্রভুকে কহিল, মহাশয়! আজ বড় ভাল লক্ষণ দেখিতেছি না, সহজে দ্বার খুলিয়া দেয়, এরূপ বোধ হয় না; অতএব ধাক্কা মারিয়া দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলুন, আর কত ক্ষণ এমন করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবেন; বিশেষতঃ, আপনকার নিমন্ত্রিত এই দুই মহাশয়ের অতিশয় কষ্ট হইতেছে।

এই সময়ে চন্দ্রপ্রভা অভ্যন্তর হইতে কহিলেন, কিঙ্কর! ওরা সব কে, কি জন্যে দ্বারদেশে এত গোলযোগ করিতেছে।

হেমকূটবাসী কিঙ্কর কহিল, ঠাকুরাণি! গোলযোগের কথা কেন জিজ্ঞাসা করেন; আপনাদের এই নগরটি উচ্ছৃঙ্খল লোকে পরিপূর্ণ; এখানে গোলযোগের অপ্রতুল কি। চন্দ্রপ্রভার স্বর শুনিতে পাইয়া, জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীব কহিলেন, বলি, গিন্নি! আজকার এ কি কাণ্ড। এই কথা শুনিবামাত্র, চন্দ্রপ্রভা কোপে জ্বলিত হইয়া কহিলেন, তুই কোথাকার হতভাগা, দূর হয়ে যা, দরজার কাছে গোল করিস না; লক্ষ্মীছাড়ার আস্পর্দ্ধা দেখ না, রাস্তায় দাঁড়াইয়া আমায় গিন্নী বলিয়া সম্ভাষণ করিতেছে। জয়স্থলবাসী কিঙ্কর কহিল, মহাশয়! বড় লজ্জার বিষয়, এঁরা দুজন দাঁড়াইয়া রহিলেন, আমরা দরজা খুলাইতে পারিলাম না। অতএব, যাহাতে শীঘ্র খুলিয়া দেয়, তাহার কোন উপায় করুন। তখন চিরঞ্জীব কহিলেন, কিঙ্কর! আমি দেখিয়া শুনিয়া একবারে হতবুদ্ধি হইয়াছি, আজকার কাণ্ড কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তখন কিঙ্কর কহিল, তবে আর বিলম্বে কাজ নাই, দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলুন। চিরঞ্জীব কহিলেন, অতঃপর সেই পরামর্শই ভাল, দরজাভাঙ্গা বই আর উপায় দেখিতেছি না। যেখানে পাও, সত্বর দুই তিন খান কুঠার লইয়া আইস। কিঙ্কর যে আজ্ঞা বলিয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল।

এই সময়ে রত্নদত্ত কহিলেন, মহাশয়! ধৈর্য্য অবলম্বন করুন। কোন ক্রমেই দরজা ভাঙ্গা হইবেক না। যাহা দেখিলাম ও যাহা শুনিলাম, তাহাতে ক্রোধসংবরণ করা সহজ নয়। রক্তমাংসের শরীরে এত সহ্য হয় না। কিন্তু, সংসারী ব্যক্তিকে অনেক বিবেচনা করিয়া কাজ করিতে হয়। এক্ষণে আপনি ক্রোধভরে এক কর্ম্ম করিবেন, কিন্তু ক্রোধশান্তি হইলে, যার পর নাই অনুতাপগ্রস্ত হইবেন। অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া কোন কর্ম্ম করা পরামর্শসিদ্ধ নয়। যদি এই দিবা দ্বিপ্রহরের সময় আপনি দ্বারভঙ্গে প্রবৃত্ত হন, রাজপথবাহী সমস্ত লোক, সমবেত হইয়া, কত কুতর্ক উপস্থিত করিবেক। আপনকার কলঙ্ক রাখিবার স্থান থাকিবেক না। মানবজাতি নিরতিশয় কুৎসাপ্রিয়; লোকের কুৎসা করিবার নিমিত্ত, কত অমূলক গল্প কল্পনা করে, এবং কল্পিত গল্পের আকর্ষণী শক্তি সম্পাদনের নিমিত্ত, উহাতে যথেষ্ট অলঙ্কার যোজনা করিয়া দেয়। যদি কোন ব্যক্তির প্রশংসা করিবার সহস্র হেতু থাকে, অধিকাংশ লোকে ভুলিয়াও সে দিকে দৃষ্টিপাত করে না; কিন্তু কুৎসা করিবার অণুমাত্র সোপান পাইলে, মনের আমোদে সেই দিকে ধাবমান হয়। আপনি নিতান্ত অমায়িক; মনে ভাবেন, কখনও কাহারও অপকার করেন নাই, সাধ্যানুসারে লোকের হিতচেষ্টা করিয়া থাকেন;

সুতরাং কেহ আপনকার বিপক্ষ ও বিদ্বেষী নাই ; সকলেই আপনকার আত্মীয় ও হিতৈষী। কিন্তু সে আপনকার ভ্রান্তিমূলক সংস্কার। আপনি প্রাণপণে যাঁহাদের উপকার করিয়াছেন এবং যে সকল ব্যক্তিকে আত্মীয় বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই আপনকার বিষম বিদ্বেষী। ঐ সকল ব্যক্তি আপনকার যার পর নাই কুৎসা করিয়া বেড়ান। কতকগুলি নিরপেক্ষ লোক আপনকার যথার্থ গুণগ্রাহী আছেন ; তাঁহারা, আপনকার দয়া সৌজন্য প্রভৃতি সদ্‌গুণপরম্পরা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা করিয়া থাকেন। আপনি অতিসামান্য ব্যক্তি ছিলেন, এক্ষণে জয়স্থলে বিলক্ষণ মাননীয় ও প্রশংসনীয় হইয়াছেন। এজন্য, যে সকল লোক সচরাচর ভদ্র বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিরই অন্তঃকরণ ঈর্ষ্যারসে সাতিশয় কলুষিত হইয়া আছে। তাঁহারা আপনকার অনুষ্ঠিত সৎ কর্ম্মমাত্রেরই এক এক অভিসন্ধি বহিষ্কৃত করেন ; আপনি কোন কর্ম্ম ধর্ম্মবুদ্ধিতে করিয়া থাকেন, তাহা কোনমতেই প্রতিপন্ন হইতে দেন না। আমি অনেক বার অনেক স্থলে দেখিয়াছি, আপনকার অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্ম সমুদয়ের উল্লেখ করিয়া, কেহ আপনকার প্রশংসা করিলে, তাঁহাদের নিতান্ত অসহ্য হয় ; তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তত্তৎ কর্ম্মকে অসদ-

ভিসন্ধিপ্রযোজিত বা স্বার্থানুসন্ধানমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পায়; এবং অবশেষে, যাহা কখনও সম্ভব নয় এরূপ এক গল্প তুলিয়া, আপনকার নির্ম্মল চরিতে অতি কুৎসিত কলঙ্ক যোজনা করিয়া থাকেন। এমন স্থলে, কুৎসা করিবার এরূপ সোপান পাইলে, ঐ সকল মহাত্মা-দের আমোদের সীমা থাকিবেক না; তাঁহারা আপনারে একবারে নরকে নিক্ষিপ্ত করিবেন। আমরা আপনকার গৃহিণীকে বিলক্ষণ জানি। তিনি নির্ব্বোধ নহেন। তিনি যে, এ সময়ে, দ্বার রুদ্ধ করিয়া, আপনাকে বাটীতে প্রবেশ করিতে দিতেছেন না, অবশ্যই ইহার বিশিষ্ট হেতু আছে; আপনি এখন তাহা জানেন না; পরে সাক্ষাৎ হইলে, তিনি অবশ্যই আপনাকে বুঝাইয়া দিবেন। অতএব, আমার কথা শুনুন, আর এখানে দাঁড়াইয়া গোল করিবার প্রয়োজন নাই; চলুন, এ বেলা আমরা স্থানান্তরে গিয়া আহার করি। পরে, অপরাহ্নে আপনি একাকী আসিয়া, এই বিসদৃশ ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করিবেন।

রত্নদত্তের কথা শুনিয়া, চিরঞ্জীব কিয়ৎ ক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর কহিলেন, আপনি সৎপরামর্শের কথাই বলিয়াছেন; ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া, এখান হইতে চলিয়া যাওয়াই সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃকল্প বোধ হইতেছে।

যাহা বলিলেন, আমার স্ত্রী কোন ক্রমেই নির্ব্বোধ নহেন, বিলক্ষণ বুদ্ধিমতী ও সাধুশীলা। কিন্তু তাঁহার একটি বিষম দোষ আছে; আমার বাটীতে আসিতে বিলম্ব হইলে, তিনি নিতান্ত অস্থির ও উন্মত্তপ্রায় হন, এবং মনে নানা কুতর্ক উপস্থিত করিয়া, অকারণে আমার সঙ্গে কলহ করেন। আজ বিশেষতঃ কিঙ্কর তাঁহাকে অতিশয় রাগাইয়া দিয়াছে; তাহাতেই এই অনর্থ উপস্থিত হইয়াছে। অনন্তর, বসুপ্রিয়কে কহিলেন, বোধ করি, এত ক্ষণে হার প্রস্তুত হইয়াছে। তুমি অবিলম্বে বাটী প্রতিগমন কর। আমি অপরাজিতার আবাসে থাকিব, তুমি হার লইয়া তথায় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে; দেখিও যেন কোন মতে বিলম্ব না হয়। ঐ হার আমি তাঁহাকে দিব; তাহা হইলেই, আমার গৃহিণী বিলক্ষণ শিক্ষা পাইবেন, এবং আর কখনও আমার সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করিবেন না। বসুপ্রিয় কহিলেন, যত সত্বর পারি, হার লইয়া সাক্ষাৎ করিতেছি। এই বলিয়া, তিনি দ্রুত পদে প্রস্থান করিলে, চিরঞ্জীব ও রত্নদত্ত অভিপ্রেতস্থানোদ্দেশে গমন করিলেন।

এ দিকে, আহারের সময়, হেমকূটবাসী চিরঞ্জীব প্রায়ই মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন, চন্দ্রপ্রভা বা বিলাসিনীর সকল কথার উত্তর দিলেন না; এবং কোথায় আসিয়াছি,

কি করিতেছি, অবশেষেই বা কি বিপদে পড়িব, এই দুর্ভাবনায় অভিভূত হইয়া, ভালরূপে আহারও করিতে পারিলেন না। তাঁহার এই ভাবভঙ্গী দেখিয়া, চন্দ্রপ্রভা স্থির করিলেন, তিনি তাঁহার প্রতি একবারেই নির্ম্মম ও অনুরাগ-শূন্য হইয়াছেন। তদনুসারে, তিনি শিরে করাঘাত ও রোদন করিতে করিতে, গৃহান্তরে প্রবেশপূর্ব্বক, ভূতল-শায়িনী হইলেন। চিরঞ্জীব ব্যতিরিক্ত আর কেহ সেখানে নাই দেখিয়া, বিলাসিনী তাঁহাকে বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কহিলেন, দেখ ভাই! তুমি তাঁহার স্বামী নও, তিনি তোমার স্ত্রী নন, বারংবার যে এই কথা বলিতেছ, ইহার কারণ কি; কিসে তুমি এত বিরক্ত হইলে। আমি ত বহু দিন এ বাটীতে আছি, দিদির ত তেমন কোন অপরাধ দেখি নাই, যে তুমি এত বিরক্ত হইতে পার। এই তোমাদের প্রণয়ের সময়, যাহাতে উত্তরোত্তর প্রণয়ের বৃদ্ধি হয়, উভয়েরই প্রাণপণে সেই চেষ্টা করা উচিত। প্রণয়-বর্দ্ধনের কথা দূরে থাকুক, তুমি একবারে পরিণয়পর্য্যন্ত অপলাপ করিতেছ। যদি কেবল দিদির ঐশ্বর্য্যের অনু-রোধে উঁহার পাণিগ্রহণ করিয়া থাক, তাহা হইলে, সেই ঐশ্বর্য্যের অনুরোধেই দিদির প্রতি দয়া ও সৌজন্য প্রদর্শন করা উচিত। আজ তোমার যেরূপ আচরণ দেখিলাম,

তাহাতে দিদির প্রতি তোমার যে কিছুমাত্র দয়া বা মমতা আছে, এরূপ বোধ হয় না। তুমি আমার স্ত্রী নও, আমি তোমার পতি নই, আমি তোমার পাণিগ্রহণ করি নাই, বাটীর সকল লোকের সমক্ষে, দিদির মুখের উপর, এই সকল কথা বলা অত্যন্ত অন্যায়। স্বামীর মুখে এ সকল কথা শুনা অপেক্ষা স্ত্রীলোকের পক্ষে অধিকতর ক্লেশকর আর কিছুই নাই। বলিতে কি, আজ তুমি দিদির সঙ্গে নিতান্ত ইতরের ব্যবহার করিয়াছ। যদি মনেও অনুরাগ না থাকে, মৌখিক প্রণয় ও সৌজন্য দেখাইবার হানি কি; তাহা হইলেও দিদির মন অনেক তুষ্ট থাকে। যা উহক, ভাই! আজ তুমি বড় ঢলাঢলি করিয়াছ। স্ত্রীপুরুষে এরূপ ঢলাঢলি করা কেবল লোক হাসানমাত্র। তোমার আজকার আচরণ দেখিলে, তুমি যেন সে লোক নও, বোধ হয়। কি কারণে আজ এত বিরস বদনে রহিয়াছ, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। মুখ দেখিলে বোধ হয়, তোমার অন্তঃকরণ দুর্ভাবনায় অভিভূত হইয়া আছে। সে যাহা হউক, এখন আমার কথা শুন, ঘরের ভিতরে গিয়া দিদিকে সান্ত্বনা কর, এবং প্রিয়সম্ভাষণ দ্বারা তাঁহার মনের খেদ নিবারণের চেষ্টা পাও। আর ইহাও বলিবে, ইতিপূর্ব্বে যে সকল কথা বলিয়াছি, সে সমস্ত পরিহাসমাত্র, তোমার মনের ভাব

পরীক্ষা ভিন্ন তাহার আর কোন উদ্দেশ্য নাই। যদি দুটা মিষ্ট কথা কহিলে, তাঁহার অভিমান দূর হয় ও খেদ নিবারণ হয়, তাহাতে তোমার আপত্তি কি।

বিলাসিনীর বচনবিন্যাস শ্রবণ করিয়া, হেমকূটবাসী চিরঞ্জীব কহিলেন, অয়ি চারুশীলে! আমি দেখিয়া শুনিয়া এককালে হতজ্ঞান হইয়াছি; আমার বুদ্ধিস্ফূর্ত্তি বা বাক্য-নিঃসরণ হইতেছে না। আমার বাক্‌শক্তি ও বিবেচনা-শক্তি একবারে অন্তর্হিত হইয়াছে। তোমার কথার কি উত্তর দিব, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। তুমি, যে পথে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত, এত ক্ষণ আমায় উপদেশ দিলে, আমি সে পথের পথিক নহি; প্রাণান্তেও তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে পারিব না। তোমরা দেবী কি মানবী, আমি এ পর্য্যন্ত তাহা স্থির করিতে পারি নাই। যদি দেব-যোনিসম্ভবা হও, আমায় স্বতন্ত্র বুদ্ধি ও স্বতন্ত্র প্রবৃত্তি দাও; তাহা হইলে, তোমাদের অভিপ্রায়ের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে পারি; নতুবা, এখন আমার যেরূপ বুদ্ধি ও যেরূপ প্রবৃত্তি আছে, তদনুসারে স্পষ্ট বাক্যে নির্দ্দেশ করিতেছি, তোমার ভগিনী আমার পত্নী নহেন, আমি কখন উঁহার পাণিগ্রহণ করি নাই। তিনি অধীরা হইয়া অশ্রুবিসর্জন করিতেছেন, সত্য বটে; কিন্তু তাঁহার খেদাপনয়নের জন্য তুমি এত

ক্ষণ আমায় যে উপদেশ দিলে, আমি প্রাণান্তেও তদনুযায়ী কার্য্য করিতে পারিব না। তুমি আর আমায় ওরূপ উপদেশ দিও না। যেরূপ শুনিতেছি, তাহাতে তিনি বিবাহিতা কামিনী। আমি অবিবাহিত পুরুষ। জানিয়া শুনিয়া কি রূপে অপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইব। তুমি অদ্যাপি অবিবাহিতা আছ, যদি তোমার অভিপ্রায় থাকে, ব্যক্ত কর, আমি তোমায় সহধর্ম্মিণীভাবে পরিগ্রহ করিতে প্রস্তুত আছি। প্রতিজ্ঞা করিতেছি, পরস্পর পরিণয়শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলে, আমি প্রাণপণে তোমার সন্তোষ সম্পাদনে যত্ন করিব, এবং যাবজ্জীবন তোমার মতের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিব। প্রেয়সি! তোমার রূপলাবণ্যদর্শনে ও বচনমাধুরীশ্রবণে আমার মন এত মোহিত হইয়াছে, যে তোমার সম্মতি হইলে আমি এই দণ্ডে তোমায় বিবাহ করি। বিলাসিনী শুনিয়া, চকিত হইয়া, কহিলেন, আমি তোমার প্রেয়সী নই, দিদি তোমার প্রেয়সী, তাঁহারেই এই প্রিয়সম্ভাষণ করা উচিত। চিরঞ্জীব কহিলেন, যাহার প্রতি মনের অনুরাগ জন্মে সেই প্রেয়সী; তোমার প্রতি আমার মন অনুরক্ত হইয়াছে, অতএব তুমিই আমার প্রেয়সী; তোমার দিদির সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি; তিনি আমার প্রেয়সী নহেন। এই কথা শুনিয়া বিলাসিনী কহিলেন, বলিতে কি, ভাই!

তুমি যথার্থই পাগল হইয়াছ; নতুবা এমন কথা কেমন করিয়া মুখে আনিলে; ছি ছি! কি লজ্জার কথা, আর যেন কেহ ও কথা শুনে না। দিদি শুনিলে আত্মঘাতিনী হইবেন। আমি দিদিকে ডাকিয়া দিতেছি; অতঃপর তিনি আপনার মামলা আপনি করুন। তোমার যে ভাব দেখিতেছি, আমি আর একাকিনী তোমার নিকটে থাকিব না।

এই বলিয়া, বিলাসিনী সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। হেমকূটের চিরঞ্জীব, হতবুদ্ধি হইয়া, একাকী সেই স্থানে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

এই সময়ে, হেমকূটবাসী কিঙ্কর, ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া, চিরঞ্জীবের নিকটে উপস্থিত হইল, এবং আকুল বচনে কহিতে লাগিল, মহাশয়! আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি; রক্ষা করুন। চিরঞ্জীব কহিলেন, ব্যাপার কি বল। সে কহিল, এ বাটীর কর্ত্রীঠাকুরাণী যেরূপ, পরিচারিণীগুলিও অবিকল সেইরূপ চরিত্রের লোক; কর্ত্রীঠাকুরাণী যেমন আপনাকে পতি বলিয়া অধিকার করিতে চাহেন, পাকশালায় যে পরিচারিণী আছে, সে আমাকে সেইরূপ অধিকার করিতে চাহে। সে আমার নাম জানে, আমার শরীরের কোন স্থানে কি চিহ্ন আছে সমুদয় জানে। সে কিরূপে এ সমস্ত জানিতে পারিল, ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। সে সহসা আমার

নিকটে উপস্থিত হইল, এবং প্রণয়সম্ভাষণপূর্ব্বক কহিল, এখানে একাকী বসিয়া কি করিতেছ; পাকশালায় এস, আমোদ আহ্লাদ করিব। সে এই বলিয়া, আমার হস্তে ধরিয়া, টানাটানি করিতে লাগিল। তাহার আকার প্রকার দেখিয়া, আমার মনে এমন ভয় সঞ্চার হইল যে আমি কোন ক্রমেই তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম না। সে যেমন বিশ্রী, তেমনই স্থূলকায় ও দীর্ঘাকার। আমি আপনকার সঙ্গে অনেক দেশ বেড়াইয়াছি, কিন্তু কখন এমন ভয়ানক মূর্ত্তি দেখি নাই; আমার বোধ হয়, সে রাক্ষসী, মানুষী নয়। আমি যমালয়ে যাইতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু প্রাণান্তেও পাকশালায় প্রবিষ্ট হইতে পারিব না। অধিক কি বলিব, তাহার আকার প্রকার দেখিয়া, আমার শরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। আমি পাকশালায় যাইতে যত অসম্মত হইতে লাগিলাম, সে ততই উত্তরোত্তর অধিকতর উৎপীড়ন করিতে লাগিল। অবশেষে, পলাইয়া আপনকার নিকটে আসিয়াছি, যাহাতে আমি তাহার হস্ত হইতে নিস্তার পাই, তাহা করুন।

এই সমস্ত কথা শুনিয়া চিরঞ্জীব কহিলেন, কিঙ্কর! আমি কিরূপে তোমার নিস্তার করিব, বল; আমার নিস্তার কে করে, তার ঠিকানা নাই। এ দেশের সকলই অদ্ভুত কাণ্ড। পাকশালার পরিচারিণী কিরূপে তোমার নাম ও শরীরগত

চিহ্ন সকল জানিতে পারিল, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, সত্বর পলায়ন ব্যতিরেকে নিস্তারের পথ নাই। তুমি এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিও না, এখনই চলিয়া যাও, এবং অনুসন্ধান করিয়া জান, আজ কোন জাহাজ এখান হইতে স্থানান্তরে যাইতেছে কি না। তুমি এই সংবাদ লইয়া আপণে যাইবে, আমিও ইতিমধ্যে তথায় উপস্থিত হইতেছি। অথবা, বিলম্বের প্রয়োজন কি; এই সময়ে এখানে কেহ নাই; এক সঙ্গেই পলায়ন করা ভাল। এই বলিয়া, চিরঞ্জীব কিঙ্কর সমভিব্যাহারে সেই ভবন হইতে বহির্গত হইলেন, এবং তাহাকে অর্ণবপোতের অনুসন্ধানে প্রেরণ করিয়া, দ্রুত পদে আপণাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

বসুপ্রিয় স্বর্ণকার, জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীবের আদেশানুসারে, হার আনিতে গিয়াছিলেন। তিনি এই সময়ে হার লইয়া তাঁহার নিকটে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে হেমকূটবাসী চিরঞ্জীবকে দেখিতে পাইয়া, জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীব বোধ করিয়া কহিলেন, এই যে চিরঞ্জীব বাবুর সহিত পথেই সাক্ষাৎ হইল। তিনি কহিলেন, হাঁ আমার নাম চিরঞ্জীব বটে। বসুপ্রিয় কহিলেন, আপনকার নাম আমি বিলক্ষণ জানি, আপনারে আর সে পরিচয় দিতে হইবেক না; এ নগরে আবালবৃদ্ধবনিতা কে না আপনকার নাম জানে। আমি

হার আনিয়াছি, লউন। এই বলিয়া, সেই হার তিনি চিরঞ্জীবের হস্তে সমর্পণ করিলেন। চিরঞ্জীব জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি আমায় এ হার দিতেছেন কেন; আমি হার লইয়া কি করিব। বসুপ্রিয় কহিলেন, আপনকার যাহা ইচ্ছা হয়, করিবেন; আমি আপনকার জন্যে প্রস্তুত করিয়াছি। তিনি কহিলেন, কই, আমি ত তোমায় হার গড়িতে বলি নাই। বসুপ্রিয় কহিলেন, সে কি মহাশয়! এক বার নয়, দুই বার নয়, অন্ততঃ বিশ বার আপনি আমায় এই হার গড়িতে বলিয়াছেন। সে যাহা হউক, এক্ষণে আমি অত্যন্ত ব্যস্ত আছি, পরিহাস শুনিবার সময় নাই। আপনি হার লইয়া যান, আমি পরে সাক্ষাৎ করিব এবং হারের মূল্য লইয়া আসিব। তিনি কহিলেন, যদি নিতান্তই আমায় হার লইতে হয়, আপনি উহার মূল্য লউন; হয় ত, অতঃপর আর আপনি আমার দেখা পাইবেন না; সুতরাং, এখন না লইলে, পরে আর হারের মূল্য পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। বসুপ্রিয় কহিলেন, আমার সঙ্গে এত পরিহাস কেন।

এই বলিয়া, তিনি দ্রুত পদে প্রস্থান করিলেন। চিরঞ্জীব হার লইয়া ভাবিতে লাগিলেন, এ আবার এক অদ্ভুত কাণ্ড উপস্থিত হইল। এখানকার লোকের ভাব বুঝাই ভার। এ ব্যক্তির সহিত জন্মাবচ্ছিন্নে আমার দেখা শুনা

নাই, অথচ বহু মুল্যের হার আমার হস্তে দিয়া, চলিয়া গেল; মুল্য লইতে বলিলাম, তাহাও লইল না। এ কি ব্যাপার, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। অথবা, এখানকার সকলই অদ্ভুত ব্যাপার। যাহা হউক, এখানে আর এক মুহূর্ত্তও থাকা বিধেয় নহে। জাহাজ স্থির হইলেই প্রস্থান করিব। সত্বর আপণে যাই; বোধ করি, কিঙ্কর এত ক্ষণে সেখানে আসিয়াছে। এই বলিতে বলিতে, তিনি আপণাভি-মুখে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বসুপ্রিয় স্বর্ণকার এক বিদেশীয় বণিকের নিকট পাঁচ শত টাকা ধার লইয়াছিলেন। যে সময়ে পরিশোধ করিবার অঙ্গীকার ছিল, তাহা অতীত হইয়া যায়, তথাপি বণিক বসুপ্রিয়কে উৎপীড়ন করেন নাই। পরে, দূর দেশান্তরে যাইবার প্রয়োজন হওয়াতে, তিনি টাকার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে আরম্ভ করেন। অবশেষে, অনায়াসে টাকা পাওয়া দুর্ঘট বিবেচনা করিয়া, এক জন রাজপুরুষ সঙ্গে লইয়া, তিনি বসুপ্রিয়ের আলয়ে উপস্থিত হইলেন; এবং তাঁহাকে কহিলেন, আজ আমি এখান হইতে প্রস্থান করিব, সমুদায় আয়োজন হইয়াছে, জাহাজে আরোহণ করিলেই হয়; যে জাহাজে যাইব, উহা সন্ধ্যার প্রাক্কালে জয়স্থল হইতে চলিয়া যাইবে। আমি যে প্রয়োজনে যাইতেছি, তাহাতে সঙ্গে কিছু অধিক টাকা থাকা আবশ্যক। অতএব, আমার প্রাপ্য টাকা গুলি এখনই দিতে হইবেক; না দেন, আপনাকে এই রাজপুরুষের হস্তে সমর্পণ করিব। বসুপ্রিয় কহিলেন, টাকা দিতে আমার,

এক মুহূর্ত্তের জন্যেও, অনিচ্ছা বা আপত্তি নাই। আপনি আমার নিকট যে টাকা পাইবেন, ঠিক ঐ টাকাটি চিরঞ্জীব বাবুর নিকট আমার পাওয়ানা আছে। তাঁহাকে এক ছড়া হার গড়িয়া দিয়াছি, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলেই ঐ হারের মূল্য পাইব। অতএব, আপনি অনুগ্রহ করিয়া, তাঁহার বাটী পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে চলুন; সেখানে যাইবামাত্র আপনি টাকা পাইবেন। তিনি অগত্যা সম্মত হইলে, বসুপ্রিয় তাঁহাকে ও তাঁহার আনীত রাজপুরুষকে সমভিব্যাহারে করিয়া, চিরঞ্জীবের ভবনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীব অপরাজিতার আলয়ে আহার করিয়াছিলেন। তাঁহার হস্তে একটি অতি সুন্দর অঙ্গুরীয় ছিল; তিনি তদীয় অঙ্গুলি হইতে ঐ অঙ্গুরীয়টি খুলিয়া লইলেন, এবং বলিলেন, আমি এটি আর ফিরিয়া দিব না; ইহার পরিবর্ত্তে আপনারে এক ছড়া নূতন হার দিব। হারের বর্ণনা শুনিয়া, অপরাজিতা দেখিলেন, অঙ্গুরীয় অপেক্ষা হারের মূল্য অন্ততঃ দশগুণ অধিক। এজন্য, তিনি এই বিনিময়ে সম্মত হইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি হার কখন পাইব। চিরঞ্জীব কহিলেন, স্বর্ণকারের সহিত অবধারিত কথা আছে, হার লইয়া তিনি অবিলম্বে এই খানেই আসিবেন। আপনি চারি পাঁচ দণ্ডের মধ্যে হার

পাইবেন, সন্দেহ নাই। নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইয়া গেল, তথাপি স্বর্ণকার উপস্থিত হইলেন না। চিরঞ্জীব অতিশয় অপ্রতিভ হইলেন, এবং আমি স্বয়ং স্বর্ণকারের বাটীতে গিয়া হার আনিয়া দিতেছি, এই বলিয়া কিঙ্করকে সমভিব্যাহারে লইয়া প্রস্থান করিলেন।

কিয়ৎ দূর গমন করিয়া, চিরঞ্জীব কিঙ্করকে কহিলেন, দেখ! আজ গৃহিণী যে আমায় বাটীতে প্রবেশ করিতে দেন নাই, তাহার পুরস্কারস্বরূপ, হারের পরিবর্ত্তে, তাঁহাকে একগাছা মোটা দড়ী দিব; তিনি ও তাঁহার মন্ত্রিণীরা ঐরূপ হার পাইবারই উপযুক্ত পাত্র। তুমি সত্বর সংগ্রহ করিয়া ঐ দড়ী বাটীতে আমার হস্তে দিবে। দেখিও, যেন বিলম্ব হয় না। এই বলিয়া, রজ্জুক্রয়ের নিমিত্ত তাহার হস্তে একটি টাকা দিয়া, তিনি তাহাকে বিদায় করিতেছেন, এমন সময়ে স্বর্ণকার, বণিক ও রাজপুরুষ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। যথাকালে হার না পাওয়াতে, চিরঞ্জীব স্বর্ণকারের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া ছিলেন; এক্ষণে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া, ভৎসনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, আপনকার বাক্যনিষ্ঠাদর্শনে আজ আমি বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি; আপনাকে বারংবার বলিয়া দিলাম, এই সময় মধ্যে আমার নিকটে হার লইয়া যাইবেন; না আপনি গেলেন, না হার

পাঠাইলেন, কিছুই করিলেন না; এজন্য, আজ আমি অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়াছি; আপনকার কথায় যে বিশ্বাস করে, তাহার ভদ্রস্থতা নাই। আপনি অতি অন্যায় করিয়াছেন। আপনি না যাওয়াতে, আমি হারের জন্য আপনকার বাটী যাইতেছিলাম।

বসুপ্রিয়, হেমকূটবাসী চিরঞ্জীবকে জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীব জ্ঞান করিয়া, কিঞ্চিৎ কাল পূর্ব্বে তাঁহার হস্তে হার দিয়াছিলেন। সুতরাং প্রকৃত ব্যক্তিকে হার দিয়াছেন বলিয়া তাঁহার সংস্কার ছিল। সুতরাং তিনি কহিলেন, মহাশয়! এখন পরিহাস রাখুন; এই আপনকার হারের হিসাব প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছি, দৃষ্টি করুন। এই বলিয়া, সেই হিসাবের ফর্দ্দ তাঁহার হস্তে দিয়া, বসুপ্রিয় কহিলেন, সমুদয়ে আপনকার নিকট আমার পাওনা পাঁচশত পঞ্চাশ টাকা। আমি এই বণিকের পাঁচশত টাকা ধারি। ইনি অদ্যই এখান হইতে প্রস্থান করিবেন। অবিলম্বে জাহাজে চড়িবেন, কেবল এই টাকার জন্যে যাইতে পারিতেছেন না। অতএব, আপনি হারের হিসাবে আপাততঃ পাঁচ শত টাকা দিউন।

তখন চিরঞ্জীব কহিলেন, আমার সঙ্গে ত টাকা উপস্থিত নাই যে এখনই দিব। বিশেষতঃ, আমার কতকগুলি বরাত আছে, তাহা শেষ না করিয়াও বাটী যাইতে পারিতেছি না।

অতএব, তুমি এই মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া আমার বাটীতে যাও; আমার স্ত্রীর হস্তে হার দিয়া, আমার নাম করিয়া বলিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ টাকা দিবেন; আর, হয় ত আমিও ঐ সময়ে উপস্থিত হইতেছি। বসুপ্রিয় কহিলেন, হার আপনকার নিকটেই থাকুক, আপনিই তাঁহাকে দিবেন। চিরঞ্জীব কহিলেন, না, সে কথা ভাল নয়; হয় ত, আমি যথাসময়ে পঁহুছিতে পারিব না; অতএব, আপনিই হার লইয়া যান। তখন বসুপ্রিয় কহিলেন, হার কি আপনকার সঙ্গে আছে। চিরঞ্জীব কহিলেন, যদি আমার সঙ্গেই না থাকে, আপনকার সঙ্গে আছে, তাহার সন্দেহ নাই। হার লইয়া না গেলে, টাকা না পাইয়া ফিরিয়া আসিতে হইবেক। বসুপ্রিয় কহিলেন, মহাশয়! এ পরিহাসের সময় নয়, ইঁহার প্রস্থানের সময় বহিয়া যাইতেছে; আর বিলম্ব করা চলে না। অতএব আমার হস্তে হার দেন। চিরঞ্জীব কহিলেন, তুমি যে হারের বিষয়ে আমার নিকট অঙ্গীকার রক্ষা করিতে পার নাই, সেই দোষ ঢাকিবার জন্যে বুঝি এই ছল করিতেছ। আমি কোথায় তজ্জন্য তোমায় ভৎর্সনা করিব মনে করিয়াছি; না হইয়া তুমি, কলহপ্রিয়া কামিনীর ন্যায়, অগ্রেই তর্জ্জন গর্জ্জন আরম্ভ করিলে।

এই সময়ে, বণিক বসুপ্রিয়কে কহিলেন, সময় অতীত

হইয়া যাইতেছে, আর আমি কোন মতে বিলম্ব করিতে পারি না। তখন বসুপ্রিয় চিরঞ্জীবকে কহিলেন, মহাশয়! শুনিলেন ত, উনি অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছেন। চিরঞ্জীব কহিলেন, হার লইয়া আমার স্ত্রীর নিকটে গেলেই টাকা পাইবে। শুনিয়া, সাতিশয় বিরক্ত হইয়া, বসুপ্রিয় কহিলেন, মহাশয়! আপনি কেমন কথা কহিতেছেন; কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আমি আপনকার হস্তে হার দিয়াছি; আমার নিকটে আর কেমন করিয়া হার থাকিবেক। হয় আপনি হার পাঠাইয়া দেন, নয় একখানি পত্র লিখিয়া আমার হস্তে দেন। এই কথা শুনিয়া, কিঞ্চিৎ কুপিত হইয়া, চিরঞ্জীব কহিলেন, তোমার কৌতুক আর আমায় ভাল লাগিতেছে না; হার কেমন হইয়াছে, আমায় দেখাও।

উভয়ের এইরূপ বিবাদদর্শনে ও বাদানুবাদশ্রবণে, যার পর নাই বিরক্ত হইয়া, বণিক চিরঞ্জীবকে বলিলেন, আপনাদের বাক্চাতুরী আর আমার সহ্য হইতেছে না; আপনি টাকা দিবেন কি না, স্পষ্ট বলুন; যদি না দেন, আমি ইঁহাকে রাজপুরুষের হস্তে সমর্পণ করি। চিরঞ্জীব কহিলেন, আপনকার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি, যে আপনি এত রুক্ষভাবে আমার সহিত আলাপ করিতেছেন। তখন বসুপ্রিয় কহিলেন, আপনি হারের হিসাবে আমার টাকা ধারেন,

সেই সম্পর্কে উনি এরূপ আলাপ করিতেছেন; টাকা এই মুহূর্ত্তে দিবেন কি না বলুন। চিরঞ্জীব কহিলেন, আমি যত ক্ষণ হার না পাইতেছি, তোমার এক কপর্দ্দকও ধারি না। বসুপ্রিয় কহিলেন, কেন, আমি আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে আপনকার হস্তে হার দিয়াছি। চিরঞ্জীব কহিলেন, তুমি কখনই আমায় হার দাও নাই। এরূপ মিথ্যা অভিযোগ করা বড় অন্যায়। উহাতে আমার যথেষ্ট অনিষ্ট করা হইতেছে। বসুপ্রিয় কহিলেন, আপনি হারের অপলাপ করিয়া আমার অধিকতর অনিষ্ট করিতেছেন; চিরকালের জন্য আমার সম্ভ্রম যাইতেছে।

সত্বর টাকা পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, বণিক রাজপুরুষকে কহিলেন, আপনি ইঁহাকে অবরুদ্ধ করুন। রাজপুরুষ বসুপ্রিয়কে অবরুদ্ধ করিলে, তিনি চিরঞ্জীবকে কহিলেন, দেখুন, আপনকার দোষে চিরকালের জন্যে আমার মান সম্ভ্রম যায়; আপনি টাকা দিয়া আমায় মুক্ত করুন; নতুবা আমিও আপনাকে এই দণ্ডে অবরুদ্ধ করাইব। শুনিয়া, সাতিশয় কুপিত হইয়া, চিরঞ্জীব কহিলেন, অরে নির্ব্বোধ! আমি হার না পাইয়া টাকা দিব কেন। তোমার সাহস হয়, আমায় অবরুদ্ধ করাও। তখন বসুপ্রিয় রাজপুরুষের হস্তে অবরোধনের খরচা দিয়া কহিলেন,

দেখুন, ইনি আমার নিকট হইতে এক ছড়া বহুমূল্য হার লইয়া তাহার মূল্য দিতেছেন না; অতএব, আপনি ইঁহাকে অবরুদ্ধ করুন। সহোদরও যদি আমার সঙ্গে এরূপ অসদ্ব্যবহার করে, আমি তাহাকেও ক্ষমা করিতে পারি না। তদনুসারে, রাজপুরুষ চিরঞ্জীবকে অবরুদ্ধ করিলেন। চিরঞ্জীব কহিলেন, আমি যাবৎ টাকা জমা করিতে, বা জামীন দিতে, না পারিতেছি, তাবৎ আপনকার অবরোধে থাকিব। এই বলিয়া, তিনি বসুপ্রিয়কে কহিলেন, অরে দুরাত্মন্! তুমি যে অকারণে আমার অবমাননা করিলে, তোমায় তাহার সম্পূর্ণ ফল ভোগ করিতে হইবেক; বোধ করি, এই দুর্বৃত্ততার জন্যে তোমার সর্ব্বস্বান্ত হইবেক। বসুপ্রিয় কহিলেন, ভাল দেখা যাইবেক। জয়স্থল অরাজক দেশ নহে। বিচারালয়ে আপনকার সমস্ত গুণ এরূপে প্রকাশ করিব, যে আপনি আর লোকালয়ে মুখ দেখাইতে পারিবেন না। আপনি অধিরাজ বাহাদুরের প্রিয়পাত্র বলিয়া, এরূপ গর্ব্বিত কথা কহিতেছেন। কিন্তু, তিনি যেরূপ ন্যায়পরায়ণ, তাহাতে কখনই অন্যায় বিচার করিবেন না।

হেমকূটবাসী চিরঞ্জীব স্বীয় সহচর কিঙ্করকে জাহাজের অনুসন্ধানে পাঠাইয়াছিলেন। সমুদয় স্থির করিয়া, যার পর নাই আহ্লাদিত চিত্তে, সে স্বীয় প্রভুকে এই সংবাদ দিতে

যাইতেছিল, পথিমধ্যে জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীবকে দেখিতে পাইয়া, স্বপ্রভুজ্ঞানে তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া কহিতে লাগিল, মহাশয়! আর আমাদের ভাবনা নাই, মলয়পুরের এক জাহাজ পাওয়া গিয়াছে; তাহাতে আমাদের দুই জনের যাওয়ার সমুদয় বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছি। ঐ জাহাজ অবিলম্বে প্রস্থান করিবেক; অতএব, পান্থনিবাসে চলুন, দ্রব্য সামগ্রী সমুদয় লইয়া, এ পাপিষ্ঠ স্থান হইতে চলিয়া যাই। শুনিয়া চিরঞ্জীব কহিলেন, অরে নির্ব্বোধ! অরে পাগল! মলয়পুরের জাহাজের কথা কি বলিতেছ। সে কহিল, কেন মহাশয়! আপনি কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আমায় জাহাজের অনুসন্ধানে পাঠাইয়াছিলেন। চিরঞ্জীব কহিলেন, আমি তোমায় জাহাজের কথা বলি নাই, দড়ী কিনিতে পাঠাইয়াছিলাম, এবং দড়ীর প্রয়োজন কি তাহাও তোমায় বলিয়াছি। সে কহিল, না মহাশয়! আপনি দড়ী কিনিবার কথা কখন বলিলেন, জাহাজ দেখিতে পাঠাইয়াছিলেন। তখন চিরঞ্জীব যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়া কহিলেন, অরে পাপিষ্ঠ! এখন আমি তোমার সঙ্গে এ বিষয়ের বিচার ও মীমাংসা করিতে পারি না; যখন সচ্ছন্দ চিত্তে থাকিব, তখন করিব, এবং যাহাতে উত্তরকালে আমার কথা মন দিয়া শুন, তাহাও ভাল করিয়া শিখাইয়া দিব। এখন সত্বর তুমি

বাটী যাও, এই চাবিটী চন্দ্রপ্রভার হস্তে দিয়া বল, পাঁচশত টাকার জন্য আমি পথে অবরুদ্ধ হইয়াছি; আমার বাক্সের ভিতরে যে স্বর্ণমুদ্রার থলী আছে, তাহা তোমা দ্বারা অবিলম্বে পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে আমি অবরোধ হইতে মুক্ত হইব। আর দাঁড়াইও না, শীঘ্র চলিয়া যাও। এই বলিয়া, কিঙ্করকে বিদায় করিয়া, তিনি রাজপুরুষকে কহিলেন, অহে রাজপুরুষ! যত ক্ষণ টাকা না আসিতেছে, আমায় কারাগারে লইয়া চল। অনন্তর, তাঁহারা তিন জনে কারাগারাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। কিঙ্কর মনে মনে কহিতে লাগিল, আমায় চন্দ্রপ্রভার নিকটে যাইতে বলিলেন, অর্থাৎ যে বাটীতে আজ আমরা আহার করিয়াছিলাম, তথায় যাইতে হইবেক। পাকশালার পরিচারিণীর ভয়ে, সে বাটীতে প্রবেশ করিতে আমার সাহস হইতেছে না। কিন্তু প্রভু যে অবস্থায় যে জন্যে আমায় পাঠাইতেছেন, না গেলে কোন মতেই চলিতেছে না। এই বলিতে বলিতে, সে সেই বাটীর উদ্দেশে প্রস্থান করিল।

এদিকে, বিলাসিনী, হেমকূটবাসী চিরঞ্জীবের নিকট হইতে পলাইয়া, চন্দ্রপ্রভার নিকটে উপস্থিত হইলেন, এবং চিরঞ্জীবের সহিত যেরূপ কথোপকথন হইয়াছিল, তাহার সবিশেষ সমস্ত শুনাইলেন। চন্দ্রপ্রভা শুনিয়া কিয়ৎ ক্ষণ মৌনাবলম্বন

করিয়া রহিলেন; অনন্তর জিজ্ঞাসিলেন, বিলাসিনি! তিনি যে তোমার উপর অনুরাগপ্রকাশ, পরিশেষে পরিণয়প্রস্তাব ও প্রলোভনবাক্যপ্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা কি বাস্তবিক বলিয়া তোমার বোধ হইল; আমার অনুভব হয়, তিনি পরিহাস করিয়াছেন। বিলাসিনী কহিলেন, না দিদি! পরিহাস নয়; আমার উপর তাঁহার যে বিলক্ষণ অনুরাগ জন্মিয়াছে, সে বিষয়ে আমার অণুমাত্র সংশয় নাই; অন্তঃকরণে প্রগাঢ় অনুরাগ সঞ্চার না হইলে, পুরুষদিগের সেরূপ ভাবভঙ্গী ও সেরূপ কথাপ্রণালী হয় না। আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস না হইলে, কখনই তোমার নিকট এ কথার উল্লেখ করিতাম না। শুনিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, চন্দ্রপ্রভা জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাল, তিনি কি কি কথা বলিলেন। বিলাসিনী কহিলেন, তিনি বলিলেন, তোমার সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই, তাঁহার উপর তোমার কোন অধিকার নাই, তিনি তোমার পাণিগ্রহণ করেন নাই, তোমার উপর তাঁহার কিছুমাত্র অনুরাগ নাই, তিনি বৈদেশিক ব্যক্তি, জয়স্থলে তাঁহার বাস নয়; আমার উপর স্পষ্ট বাক্যে অনুরাগপ্রকাশ ও স্পষ্টতর বাক্যে পরিণয়প্রস্তাব করিলেন; অবশেষে, তাঁহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া, ভয় পাইয়া, আমি পলাইয়া আসিলাম।

সমুদয় শ্রবণ করিয়া, চন্দ্রপ্রভা বিষণ্ণ বদনে কহিলেন, বিলাসিনি! তোমার মুখে যাহা শুনিলাম, তাহাতে এ জন্মে আর তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিতে হয় না। তিনি যে এরূপ অধম প্রকৃতির লোক, তাহা আমি একবারও মনে ভাবি নাই। কিন্তু আমার মন কেমন বলিতে পারি না। যদিও তিনি একবারেই নির্দ্দয় ও মমতাশূন্য হইয়াছেন, এবং পদে পদে আমার প্রতি অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেছেন, আমি তাঁহার প্রতি সেরূপ হইতে বা সেরূপ ব্যবহার করিতে পারিতেছি না; আমার মন এখনও পূর্ব্ববৎ অনুরক্ত রহিয়াছে; আমার অনুরাগ অণুমাত্রও বিচলিত হইতেছে না। এই বলিয়া, চন্দ্রপ্রভা খেদ করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং বিলাসিনী প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে হেমকূটের কিঙ্কর তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী হইল। তাহাকে দেখিয়া, জয়স্থলের কিঙ্কর বোধ করিয়া, বিলাসিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, কিঙ্কর! তুমি হাঁপাইতেছ কেন। সে কহিল, ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিয়াছি, তাহাতেই হাঁপাইতেছি। বিলাসিনী কহিলেন, তোমার প্রভু কোথায়, তিনি ভাল আছেন ত। তোমার ভাব দেখিয়া আমাদের ভয় হইতেছে; কেমন কোন অনিষ্টঘটনা হয় নাই ত। সে

কহিল, তিনি রাজপুরুষের হস্তে সমর্পিত হইয়াছেন; সে তাঁহারে অবরুদ্ধ করিয়া কারাগারে লইয়া যাইতেছে। শুনিয়া, যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইয়া, চন্দ্রপ্রভা কহিলেন, কিঙ্কর! কাহার অভিযোগে তিনি অবরুদ্ধ হইলেন। সে কহিল, আমি তাহার কিছুই জানি না; আমায় এক কর্ম্মে পাঠাইয়াছিলেন; কর্ম্ম শেষ করিয়া তাঁহার সন্নিহিত হইবামাত্র, তিনি আমার হস্তে এই চাবিটি দিয়া আপনকার নিকটে আসিতে কহিলেন; বলিয়া দিলেন, তাঁহার বাক্সের মধ্যে একটি স্বর্ণমুদ্রার থলী আছে, আপনি চাবি খুলিয়া তাহা বাহির করিয়া আমার হস্তে দেন; ঐ টাকা দিলে, তিনি অবরোধ হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন। শুনিবামাত্র, বিলাসিনী, চিরঞ্জীবের বাক্স হইতে স্বর্ণমুদ্রার থলী আনিয়া, কিঙ্করের হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং কহিলেন, অবিলম্বে তোমার প্রভুকে বাটীতে লইয়া আসিবে। সে স্বর্ণমুদ্রা লইয়া দ্রুত পদে প্রস্থান করিল; তাঁহারা দুই ভগিনীতে, দুর্ভাবনায় অভিভূত হইয়া, বিষম অসুখে কালহরণ করিতে লাগিলেন।

হেমকূটের চিরঞ্জীব, কিঙ্করকে জাহাজের অনুসন্ধানে প্রেরণ করিয়া, বহু ক্ষণ পর্য্যন্ত উৎসুক চিত্তে তাহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিলেন; এবং সমধিকবিলম্বদর্শনে

নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, কিঙ্করকে সত্বর সংবাদ আনিতে বলিয়াছিলাম, সে এখনও আসিল না কেন। যে জন্যে পাঠাইয়াছি, তাহারই কোন অনুসন্ধান করিতে পারে নাই, অথবা পথিমধ্যে কোন উৎপাতে পড়িয়াছে; নতুবা, যে বিষয়ের জন্য গিয়াছে তাহাতে উপেক্ষা করিয়া, বিষয়ান্তরে আসক্ত হইবেক, এরূপ বোধ হয় না; কারণ, জয়স্থল হইতে পলাইবার নিমিত্ত সে আমা অপেক্ষাও ব্যস্ত হইয়াছে। অতএব, পুনরায় কোন উপদ্রব ঘটিয়াছে, সন্দেহ নাই। এ নগরের যে রঙ্গ দেখিতেছি, তাহাতে উপ-দ্রবঘটনার অপ্রতুল নাই। রাজপথে নির্গত হইলে, সকল লোকেই আমার নামগ্রহণপূর্ব্বক সম্বোধন ও সংবর্দ্ধনা করে; অনেকেই চিরপরিচিত সুহৃদের ন্যায় প্রিয় সম্ভাষণ করে; কেহ কেহ এরূপ ভাব প্রকাশ করে, যেন আমি নিজ অর্থ দ্বারা তাহাদের বহুতর সাহায্য করিয়াছি, অথবা আমার সাহায্যে তাহারা বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছে; কেহ কেহ আমায় টাকা দিতে উদ্যত হয়; কেহ কেহ আহারের নিমন্ত্রণ করে; কেহ কেহ পরিবারের কুশল জিজ্ঞাসা করে; কেহ কেহ কহে, আপনি যে দ্রব্যের জন্য আদেশ করিয়াছিলেন তাহা সংগৃহীত হইয়াছে, আমার দোকানে গিয়া দেখিবেন, না বাটীতে পাঠাইয়া দিব;

পান্থনিবাসে আসিবার সময় এক দরজী, পীড়াপীড়ি করিয়া, দোকানে লইয়া গেল এবং আপনকার চাপকানের জন্য এই গরদের থান আনিয়াছি বলিয়া, আমার গায়ের মাপ লইয়া ছাড়িয়া দিল; আবার এক স্বর্ণকার, আমার হস্তে বহুমূল্যের হার দিয়া, মূল্য না লইয়া চলিয়া গেল। কেহই আমায় বৈদেশিক বিবেচনা করে না। আমি যেন জন্মস্থলের এক জন গণনীয় ব্যক্তি। যাহা হউক, ইহা সহজ ব্যাপার নহে। আর মধ্যাহ্ন কালে দুই স্ত্রীলোক যে কাণ্ড করিল, তাহা অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব্ব। এ স্থানে মাদৃশ বৈদেশিক ব্যক্তির কোন ক্রমেই ভদ্রস্থতা নাই। এখানকার ব্যাপার বুঝিয়া উঠা ভার। যদি আজ সন্ধ্যার মধ্যে প্রস্থান করিতে পারি, তাহা হইলেই মঙ্গল। কিন্তু, কিঙ্কর কিজন্য এত বিলম্ব করিতেছে। আর তাহার প্রতীক্ষায় থাকিলে চলে না; অন্বেষণ করিতে হইল।

এই বলিয়া, পান্থনিবাস হইতে নির্গত হইয়া, চিরঞ্জীব রাজপথে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এমন সময়ে, কিঙ্কর সত্বর গমনে তাঁহার সন্নিহিত হইল, এবং কহিল, যে স্বর্ণমুদ্রা আনিবার জন্য আমায় পাঠাইয়াছিলেন, তাহা এই। ইহা বলিয়া, সে স্বর্ণমুদ্রার থলী তাঁহার হস্তে দিল; এবং জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি রূপে সেই ভীষণমূর্ত্তি রাজপুরুষের হস্ত হইতে

নিস্তার পাইলেন; সে যে বড় টাকা না পাইয়া ছাড়িয়া দিল। তিনি স্বর্ণমুদ্রাদর্শনে ও কিঙ্করের কথাশ্রবণে বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, কিঙ্কর এ স্বর্ণমুদ্রা কোথায় পাইলে এবং কি জন্যেই বা আমার হস্তে দিলে, বল; আমি ত তোমায় স্বর্ণমুদ্রা আনিবার জন্য পাঠাই নাই। কিঙ্কর কহিল, সে কি মহাশয়! রাজপুরুষ আপনারে কারাগারে লইয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে আপনি, আমায় দেখিতে পাইয়া, আমার হস্তে একটি চাবি দিয়া কহিলেন, আমার বাক্সের মধ্যে পাঁচ শত টাকার স্বর্ণমুদ্রা আছে; চন্দ্রপ্রভার হস্তে এই চাবি দিলে, তিনি তাহা বহিষ্কৃত করিয়া তোমার হস্তে দিবেন; তুমি ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া আমার নিকটে আনিবে। তদনুসারে, আমি এই স্বর্ণমুদ্রা আনিয়াছি। আপনকার বোধ হয় স্মরণ আছে, আমরা মধ্যাহ্নকালে যে স্ত্রীলোকের বাটীতে আহার করিয়াছিলাম, তাঁহার নাম চন্দ্রপ্রভা। তিনি ও তাঁহার ভগিনী, অবরোধের কথা শুনিয়া, অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছেন, এবং সত্বর আপনারে লইয়া যাইতে বলিয়াছেন। এক্ষণে আপনকার যেরূপ অভিরুচি। আমি কিন্তু প্রাণান্তেও আর সে বাটীতে প্রবেশ করিতে পারিব না! আপনি বিপদে পড়িয়াছিলেন, কেবল এই অনুরোধে স্বর্ণমুদ্রা আনিতে গিয়াছিলাম। সে যাহা

হউক, আপনি যে সহজে রাজপুরুষের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন, ইহাতে আমি পরম আহ্লাদিত হইলাম। আর, তদপেক্ষা অধিক আহ্লাদের বিষয় এই যে, সেই উপলক্ষে পাঁচ শত টাকার স্বর্ণমুদ্রা অনায়াসে হস্তগত হইল।

এই সমস্ত কথা শুনিয়া, পরিহাসরসিক কিঙ্কর কৌতুক করিতেছে ইহা ভাবিয়া, চিরঞ্জীব কহিলেন, অরে পাপিষ্ঠ! আমি তোমায় যে জন্যে পাঠাইয়াছিলাম, তাহার কোন কথা না বলিয়া, পাগলামী করিতেছ। এখান হইতে অবিলম্বে পলায়ন করাই শ্রেয়ঃ, এই পরামর্শ স্থির করিয়া, তোমায় জাহাজের অন্বেষণে পাঠাইয়াছিলাম। অতএব বল, আজ কোন জাহাজ জয়স্থল হইতে প্রস্থান করিবেক কি না, এবং তাহাতে আমাদের যাওয়া ঘটিবেক কি না। কিঙ্কর কহিল, সে কি মহাশয়! আমি এক ঘণ্টা পূর্ব্বে আপনাকে সে বিষয়ের সংবাদ দিয়াছিলাম; তখন আপনি অবরোধের হঙ্গামে পড়িয়াছিলেন; সে জন্যেই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, আপনি সে কথায় মনোযোগ করিলেন না, বরং আমার উপর বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। নতুবা, এত ক্ষণ আমরা দ্রব্যসামগ্রী লইয়া জাহাজে উঠিতে পারিতাম। কিঙ্করের কথা শুনিয়া, চিরঞ্জীব মনে মনে কহিতে লাগিলেন, হতভাগ্য বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহাতেই পাগলের মত এত অসম্বদ্ধ

কথা বলিতেছে; অথবা উহারই বা অপরাধ কি, আমিও ত স্থানমাহাত্ম্যে অবিকল ঐরূপ হইয়াছি; উভয়েরই তুল্যরূপ বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। তিনি মনে মনে এই সমস্ত আন্দোলন করিতেছেন, এমন সময়ে কিঙ্কর, একটি স্ত্রীলোককে আসিতে দেখিয়া, চকিত হইয়া, ব্যাকুল বচনে কহিল, মহাশয়! সাবধান হউন, ঐ দেখুন, আবার কে এক ঠাকুরানী আসিতেছেন। উনি যাহাতে ভুলাইয়া, আহারের লোভ দেখাইয়া, আমাদিগকে লইয়া যাইতে না পারেন, তাহা করিবেন। পূর্ব্ব বারে যেমন, পতিসম্ভাষণ করিয়া, হাত ধরিয়া, এক জন আপন বাটীতে লইয়া গেল, আপনি, একটিও কথা না কহিয়া, চোরের মত চলিয়া গেলেন, এ বার যেন সেরূপ না হয়।

জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীব, স্বীয় ভবনে প্রবেশ করিতে না পাইয়া, মধ্যাহ্নকালে অপরাজিতানাম্নী যে কামিনীর বাটীতে আহার করিয়াছিলেন, তাঁহার অঙ্গুলি হইতে একটি মনোহর অঙ্গুরীয় উন্মোচন করিয়া লয়েন, এবং সেই অঙ্গুরীয়ের বিনিময়ে, তাঁহাকে বসুপ্রিয়নির্ম্মিত মহামূল্য হার দিবার অঙ্গীকার করেন। হার যথাকালে উপস্থিত না হওয়াতে লজ্জিত হইয়া, তিনি স্বয়ং স্বর্ণকারের বিপণি হইতে হার আনয়ন করিতে যান। অপরাজিতা, তাঁহার সমধিক বিলম্ব

দেখিয়া, তদীয় অন্বেষণে নির্গত হইয়া, কিয়ৎ ক্ষণ পরেই হেমকূটবাসী চিরঞ্জীবকে দেখিতে পাইলেন, এবং জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীববোধে তাঁহার সন্নিহিত হইয়া কহিলেন, মহাশয়! আপনি স্বর্ণকারের দেখা পাইয়াছেন, বোধ হইতেছে; আমারে যে হার দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন, আপনকার গলায় এ কি সেই হার। এ বেলায় আপনারে আমার বাটীতে আহার করিতে হইবেক; আমি আপনাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছি। এ আবার কোথাকার আপদ উপস্থিত হইল এই ভাবিয়া, চিরঞ্জীব রোষকষায়িত লোচনে পরুষ বচনে কহিলেন, অরে মায়াবিনি! তুমি দূর হও; তোমায় সতর্ক করিয়া দিতেছি, আমায় কোন প্রকার প্রলোভন প্রদর্শন করিও না। কিঙ্কর, সাতিশয় ব্যাকুল হইয়া, স্বীয় প্রভুকে সম্বোধন করিয়া কহিল, মহাশয়! সাবধান হইবেন, যেন এই রাক্ষসীর মায়ায় ভুলিয়া, উহার বাটীতে আহার করিতে না যান।

উভয়ের ভাবদর্শনে ও বাক্যশ্রবণে, অপরাজিতা, বিস্মিত না হইয়া, সস্মিত বদনে কহিলেন, মহাশয়! আপনি যেমন পরিহাসপ্রিয়, আপনকার ভৃত্যটি বরং তদপেক্ষা অধিক। আমার সঙ্গে এত পরিহাস কেন। এক্ষণে আমার বাটীতে যাইবেন কি না বলুন; আমি আহারের সমুদয় আয়োজন

করিয়াছি। এই কথা শুনিয়া, কিঙ্কর কহিল, মহাশয়! আমি পুনরায় সাবধান করিতেছি, আপনি কদাচ এই পিশাচীর মায়ায় ভুলিবেন না। তখন চিরঞ্জীব ক্রোধে অন্ধ হইয়া কহিলেন, অরে পাপীয়সি! তুমি এই দণ্ডে এখান হইতে চলিয়া যাও। তোমার সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক যে তুমি আমায় আহার করিতে ডাকিতেছ। যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে এখানকার স্ত্রীলোক মাত্রেই ডাকিনী। আমি তোমায় স্পষ্ট বাক্যে বলিতেছি, যদি ভাল চাও, অবিলম্বে আমার নিকট হইতে চলিয়া যাও।

জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীবের সহিত এই স্ত্রীলোকের বিলক্ষণ সৌহৃদ্য ছিল, তিনি যে তাঁহার প্রতি এবংবিধ বিরূপ আচরণ করিবেন, ইহা স্বপ্নের অগোচর। চিরঞ্জীববাবুর নিকট এরূপে অপমানিত হইলাম, এই ভাবিয়া, তিনি সাতিশয় রোষ ও অসন্তোষ প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিলেন, এত কাল আপনাকে ভদ্র বলিয়া বোধ ছিল; কিন্তু আপনি যেমন ভদ্র, আজ তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় পাইলাম। সে যাহা হউক, মধ্যাহ্নে, আহারের সময়, আমার অঙ্গুলি হইতে যে অঙ্গুরীয় খুলিয়া লইয়াছেন, হয় তাহা ফিরিয়া দেন, নয় উহার বিনিময়ে যে হার দিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহা দেন; দুয়ের এক পাইলেই আমি চলিয়া যাই; তৎপরে আর আমি এ

জন্মে আপনকার সহিত আলাপ করিব না, এবং প্রাণান্ত ও সর্ব্বস্বান্ত হইলেও কোন সংস্রব রাখিব না। এই সকল কথা শুনিয়া কিঙ্কর কহিল, অন্য অন্য ডাইন, ছাড়িবার সময়, ঝাঁটা, কুলো, শিল, নোড়া বা ছেঁড়া জুতা পাইলেই সন্তুষ্ট হইয়া যায়, এ দিব্যাঙ্গনা ডাইনটির অধিক লোভ দেখিতেছি, ইনি হয় হার, নয় আঙ্গটি, দুয়ের একটি না পাইলে যাইবেন না। মহাশয়! সাবধান, কিছুই দিবেন না, দিলেই অনর্থপাত হইবেক। অপরাজিতা, কিঙ্করের কথার উত্তর না দিয়া, চিরঞ্জীবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাশয়! হয় হার, নয় আঙ্গটি দেন। বোধ করি, আমায় ঠকান আপনকার অভিপ্রেত নহে। চিরঞ্জীব উত্তরোত্তর অধিকতর কোপাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, অরে ডাকিনি! দূর হও। এই বলিয়া কিঙ্করকে সঙ্গে লইয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

চিরঞ্জীবের এইরূপ আচরণ দেখিয়া, হতবুদ্ধি হইয়া, অপরাজিতা কিয়ৎ ক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন; অনন্তর কহিতে লাগিলেন, চিরঞ্জীববাবু নিঃসন্দেহ উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছেন, নতুবা উঁহার আচরণ এরূপ বিসদৃশ হইবেক কেন। চিরকাল আমরা সকলে উঁহাকে সুবোধ, সুশীল, দয়ালু ও অমায়িক লোক বলিয়া জানি; কেহ কখন কোন কারণে উঁহারে ক্রোধের বশীভূত হইতে দেখি নাই। আজ তাহার সম্পূর্ণ

বিপরীত দেখিতেছি। উন্মাদ ব্যতিরেকে এরূপ লোকের এরূপ ভাবান্তর কোন ক্রমে সম্ভবে না। ইনি, বিনিময়ে হার দিবার অঙ্গীকার করিয়া, অঙ্গুরীয় লইয়াছেন; এখন, আমায় কিছুই দিতে চাহেন না। ইনি সহজ অবস্থায় এরূপ করিবার লোক নহেন। মধ্যাহ্নকালে, আমার আলয়ে আহার করিবার সময় বলিয়াছিলেন, ইঁহার স্ত্রী ইঁহাকে বাটীতে প্রবেশ করিতে দেন নাই। তখন এ কথার ভাব বুঝিতে পারি নাই। এখন স্পষ্ট বোধ হইতেছে, ইনি উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছেন বলিয়াই, তিনি দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে, আমি কি করি; অথবা ইঁহার স্ত্রীর নিকটে গিয়া বলি, আপনকার স্বামী, উন্মাদগ্রস্ত হইয়া, মধ্যাহ্নকালে আমার বাটীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এবং বলপূর্ব্বক আমার অঙ্গুরীয় লইয়া পলায়ন করিয়াছেন। ইহা শুনিলে, তিনি অবশ্যই আমার অঙ্গুরীয় প্রতিপ্রাপ্তির কোন উপায় করিবেন। আমি অকারণে একশত টাকা মূল্যের বস্তু হারাইতে পারি না। এই স্থির করিয়া, তিনি চিরঞ্জীবের আলয়াভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীব মনে করিয়াছিলেন, কিঙ্কর সত্বর স্বর্ণমুদ্রা আনয়ন করিবেক। কিন্তু বহু ক্ষণ পর্য্যন্ত সে না আসাতে, তিনি অবরোধকারী রাজপুরুষকে কহিলেন,

তুমি অকারণে আমায় কষ্ট দিতেছ ; যে টাকার জন্য আমি অবরুদ্ধ হইয়াছি, বাটী যাইবামাত্র তাহা দিতে পারি। অতএব, তুমি আমার সঙ্গে চল। আর, আমি যে কারাগার হইতে বহির্গত হইলে, পথে তোমার হাত ছাড়াইয়া পলাইব, কোন ক্রমে সে আশঙ্কা করিও না। আমি নিতান্ত সামান্য লোকও নই, এবং তোমার অথবা কোন রাজপুরুষের নিতান্ত অপরিচিতও নই। কিঙ্কর টাকা না লইয়া আসিবার দুই কারণ আমার বোধগম্য হইতেছে ; প্রথম এই যে, আমি যে জয়স্থলে কোন কারণে অবরুদ্ধ হইব, আমার স্ত্রী তাহা সহজে বিশ্বাস করিবেন না ; সুতরাং কিঙ্করের কথা শুনিয়া উপহাস করিয়াছেন। দ্বিতীয় এই যে, কি কারণে বলিতে পারি না, তিনি আজ সম্পূর্ণ বিকলচিত্ত হইয়া আছেন ; হয় ত, তজ্জন্য কিঙ্করের কথিত বিষয়ে মনোযোগ দেন নাই। রাজপুরুষ সম্মত হইলেন। চিরঞ্জীব, তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া, স্বীয়ভবনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

কিয়দ্দূর গমন করিয়া, কিঞ্চিৎ অন্তরে কিঙ্করকে দেখিতে পাইয়া, চিরঞ্জীব রাজপুরুষকে কহিলেন, ঐ আমার লোক আসিতেছে। ও টাকা সংগ্রহ করিয়া আসিয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব, আর তোমায় আমার বাটী পর্য্যন্ত যাইতে হইবেক না। অল্প ক্ষণের মধ্যেই কিঙ্কর সম্মুখবর্ত্তী

হইবামাত্র, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন, কিঙ্কর! যে জন্যে পাঠাইয়াছিলাম, তাহা সংগ্রহ হইয়াছে কি না। সে কহিল, হাঁ মহাশয়! তাহা সংগ্রহ না করিয়া, আমি আপনকার নিকটে আসি নাই। এই বলিয়া, সে ক্রীত রজ্জু তাঁহাকে দেখাইল। চিরঞ্জীব কহিলেন, বলি, টাকা কোথায়। সে কহিল, আর টাকা আমি কোথায় পাইব; আমার নিকটে যাহা ছিল, তাহা দিয়া এই দড়ী কিনিয়া আনিয়াছি। তিনি কহিলেন, এক গাছা দড়ী কিনিতে কি পাঁচশত টাকা লাগিল। এখন পাগলামী ছাড়; বল, আমি যে জন্যে তাড়াতাড়ি বাড়ীতে পাঠাইলাম, তাহার কি হইল। সে কহিল, আপনি আমায় দড়ী কিনিয়া বাড়ী যাইতে বলিয়াছিলেন; দড়ী কিনিয়াছি, এবং তাড়াতাড়ি বাড়ী যাইতেছি। চিরঞ্জীব, সাতিশয় কুপিত হইয়া, কিঙ্করকে প্রহার করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সমভিব্যাহারী রাজপুরুষ চিরঞ্জীবকে কহিলেন, মহাশয়! এত অধৈর্য্য হইবেন না; সহিষ্ণুতা যে কত বড় গুণ, তা কি আপনি জানেন না। এই কথা শুনিয়া কিঙ্কর কহিল, উঁহারে সহিষ্ণু হইতে উপদেশ দিবার প্রয়োজন কি। যে কষ্ট ভোগ করে, তাহারই সহিষ্ণুতা গুণ থাকা ভাল; আমি প্রহারের কষ্ট ভোগ করিতেছি; আমায় বরং আপনি ঐ উপদেশ দেন। তখন রাজপুরুষ রোষ প্রদর্শন করিয়া

কহিলেন, অরে পাপিষ্ঠ! যদি ভাল চাও, মুখ বন্ধ কর। কিঙ্কর কহিল, আমায় মুখ বন্ধ করিতে বলা অপেক্ষা, উঁহাকে হাত বন্ধ করিতে বলিলে ভাল হয়।

এই সকল কথা শুনিয়া, যার পর নাই ক্রোধান্বিত হইয়া, চিরঞ্জীব কহিলেন, অরে অচেতন নরাধম! আর আমায় বিরক্ত করিও না। সে কহিল, আমি অচেতন হইলে, আমার পক্ষে বড় ভাল হইত; যদি অচেতন হইতাম, আপনি প্রহার করিলে, কষ্ট অনুভব করিতাম না। তিনি কহিলেন, তুমি অন্য সকল বিষয়ে অচেতন, কেবল প্রহার বিষয়ে নহে; সে বিষয়ে তোমায় ও গর্দ্দভে বিভেদ নাই। সে কহিল, আমি যে গর্দ্দভ, তার সন্দেহ নাই; গর্দ্দভ না হইলে, আমার কান লম্বা হইবেক কেন। এই বলিয়া, রাজপুরুষকে সম্ভাষণ করিয়া, কিঙ্কর কহিল, মহাশয়! জন্মাবধি প্রাণপণে ইঁহার পরিচর্য্যা করিতেছি, কিন্তু কখন প্রহার ভিন্ন অন্য পুরস্কার পাই নাই। শীতবোধ হইলে, প্রহার করিয়া গরম করিয়া দেন; গরম বোধ হইলে, প্রহার করিয়া শীতল করিয়া দেন; নিদ্রাবেশ হইলে, প্রহার করিয়া জাগরিত করেন; বসিয়া থাকিলে, প্রহার করিয়া উঠান; কোন কার্য্যে পাঠাইতে হইলে, প্রহার করিয়া বাটী হইতে বহির্গত করেন; কার্য্য সমাধা করিয়া বাটীতে আসিলে, প্রহার দ্বারা আমার সংবর্দ্ধনা করেন;

কথায় কথায় কান ধরিয়া টানেন, তাহাতেই আমার কান এত লম্বা হইয়াছে। বলিতে কি, মহাশয়! কেহ কখন এমন গুণের মনিব ও এমন সুখের চাকরী পায় নাই; আমি ইঁহার আশ্রয়ে পরম সুখে কাল কাটাইতেছি।

এই সময়ে চিরঞ্জীব দেখিতে পাইলেন, তাঁহার স্ত্রী কতকগুলি লোক সঙ্গে লইয়া আসিতেছেন। তখন তিনি কিঙ্করকে কহিলেন, অরে বানর! আর তোমার পাগলামী করিতে হইবেক না। এখন এখান হইতে চলিয়া যাও; আমার গৃহিণী আসিতেছেন। কিঙ্কর, তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া, উচ্চৈঃ স্বরে কহিতে লাগিল, মা ঠাকুরানি! শীঘ্র আসুন; বাবু আজ আপনাকে বিলক্ষণ পুরস্কার দিবেন; হারের পরিবর্তে আপনি এক অতি রমণীয় উপহার পাইবেন। এই বলিয়া, হস্তস্থিত রজ্জু উত্তোলন করিয়া, সে তাঁহাকে দেখাইতে লাগিল। চিরঞ্জীব, ক্রোধে অন্ধ হইয়া, তাহাকে অত্যন্ত প্রহার করিতে লাগিলেন।

অপরাজিতার মুখে চিরঞ্জীবের উন্মাদের কথা শুনিয়া, যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইয়া, চন্দ্রপ্রভা বিদ্যাধরনামক এক ব্যক্তিকে ডাকাইয়া আনেন। গুরুমহাশয়ের কর্ম্ম বিদ্যাধরের নিয়মিত ব্যবসায় ছিল। কিন্তু অবসরকালে সে চিকিৎসা করিয়া বেড়াইত। ভূতে পাইলে, কিংবা ডাইনে

খাইলে, সে অনায়াসে প্রতিকার করিতে পারে বলিয়া, লোকে বিশ্বাস করিত। বিদ্যাধর সেই পল্লীর স্ত্রীলোকের ও ইতর লোকের নিকট বড় মান্য ও আদরণীয় ছিল। অতি প্রধান বিজ্ঞ বৈদ্য চিকিৎসা করিলেও, বিদ্যাধর না দেখিলে, তাহাদের মনের সন্তোষ হইত না। ফলতঃ, ঐ সকল লোকের নিকট বিদ্যাধরের প্রতিপত্তির সীমা ছিল না। সে উপস্থিত হইলে, চন্দ্রপ্রভা, স্বামীর পীড়ার বৃত্তান্ত কহিয়া, তাহার হস্তে ধরিয়া বলেন, তুমি সত্বর তাঁহাকে সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ করিয়া দাও, তোমায় বিলক্ষণ পুরস্কার দিব। সে কহে, আপনি কোন ভাবনা করিবেন না। আমি অনেক বিদ্যা জানি; আমার পিতা মাতা, না বুঝিয়া, আমায় বিদ্যাধর নাম দেন নাই। সে যাহা হউক, অবিলম্বে তাঁহাকে বাটীতে আনা আবশ্যক। চলুন, আমি সঙ্গে যাইতেছি। কিন্তু, উন্মত্ত ব্যক্তিকে আনা সহজ ব্যাপার নহে; অতএব লোক সঙ্গে লওয়া আবশ্যক। চন্দ্রপ্রভা, পাঁচ সাত জন লোক সংগ্রহ করিয়া, বিদ্যাধর, বিলাসিনী ও অপরাজিতাকে সঙ্গে লইয়া, চিরঞ্জীবের অন্বেষণে নির্গত হইয়াছিলেন।

যে সময়ে চিরঞ্জীব, ক্রোধে অধীর হইয়া, কিঙ্করকে প্রহার ও তিরস্কার করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে চন্দ্রপ্রভা তাঁহার সমীপবর্ত্তিনী হইলেন। অপরাজিতা তাঁহাকে

সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেখ, তোমার স্বামী উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছেন কি না। চন্দ্রপ্রভা কহিলেন, উঁহার ব্যবহার ও আকার প্রকার দেখিয়া, আমার আর সন্দেহ বোধ হইতেছে না। এই বলিয়া, তিনি বিদ্যাধরকে কহিলেন, দেখ, তুমি অনেক মন্ত্র, অনেক ঔষধ ও চিকিৎসার অনেক কৌশল জান; এক্ষণে সত্বর উঁহারে প্রকৃতিস্থ কর; তুমি যে পুরস্কার চাহিবে, আমি তাহাই দিয়া তোমায় সন্তুষ্ট করিব। বিলাসিনী সাতিশয় দুঃখিত ও বিষণ্ন হইয়া কহিলেন, হায়! কোথা হইতে এমন সর্ব্বনাশিয়া রোগ আসিয়া জুটিল; উঁহার সে আকার নাই, সে মুখশ্রী নাই; উঁহার কখন এরূপ বিকট মূর্ত্তি দেখি নাই; উঁহার দিকে তাকাইতে ভয় হইতেছে। বিদ্যাধর চিরঞ্জীবকে কহিল, বাবু! তোমার হাতটা দাওত, নাড়ীর গতি কিরূপ দেখিব। চিরঞ্জীব যৎপরোনাস্তি কুপিত হইয়া কহিলেন, এই আমার হাত, তুমি কানটি বাড়াইয়া দাও ত। তখন বিদ্যাধর স্থির করিল, চিরঞ্জীবের শরীরে ভূতাবেশবশতঃ প্রকৃতির এরূপ বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। তদনুসারে সে, কতিপয় মন্ত্র পাঠ করিয়া, তাঁহার দেহগত ভূতকে সম্বোধিয়া কহিতে লাগিল, অরে দুরাত্মন্ পিশাচ! আমি তোরে আদেশ করিতেছি, তুই অবিলম্বে উঁহার কলেবর হইতে নির্গত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান কর্। চির-

জীব শুনিয়া নিরতিশয় ক্রোধভরে কহিলেন, অরে নির্বোধ! অরে পাপিষ্ঠ! অরে অর্থপিশাচ! চুপ কর্, আমি পাগল হই নাই। শুনিয়া, যার পর নাই দুঃখিত হইয়া, চন্দ্রপ্রভা বাষ্পাকুল লোচনে অতি দীন বচনে কহিলেন, পূর্ব্বে ত তুমি এরূপ ছিলে না; আমার নিতান্ত পোড়া কপাল বলিয়া, আজ অকস্মাৎ এই বিষম রোগ, কোথা হইতে আসিয়া, তোমার শরীরে প্রবেশ করিয়াছে। চন্দ্রপ্রভার বাক্যশ্রবণে, চিরঞ্জীবের কোপানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি তাঁহাকে যথোচিত ভর্ৎসনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, অরে পাপীয়সি! এই নরাধম, বুঝি, আজ কাল তোর অন্তরঙ্গ হইয়াছে। এই দুরাত্মার সঙ্গে আহার বিহারের আমোদে মত্ত হইয়াই, বুঝি, দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলি, এবং আমায় বাটীতে প্রবেশ করিতে দিস নাই। শুনিয়া, চন্দ্রপ্রভা চকিত হইয়া কহিলেন, ও কেমন কথা বলিতেছ, তোমার আসিতে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল বটে, কিন্তু সকলে এক সঙ্গে আহার করিয়াছি। তুমি আহারের পর বরাবর বাটীতে ছিলে; কিঞ্চিৎ কাল পূর্ব্বে, কাহাকেও কিছু না বলিয়া, চলিয়া আসিয়াছ। এখন কি কারণে আমায় ভর্ৎসনা করিতেছ ও এরূপ কুৎসিত কথা বলিতেছ, বুঝিতে পারিতেছি না।

এই কথা শুনিয়া, চিরঞ্জীব কিঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

কেমন হে, তুমি কি বল, আজ আমি কি মধ্যাহ্নকালে বাটীতে আহার করিয়াছি। সে কহিল, না মহাশয়! আজ আপনি বাটীতে আহার করেন নাই। চিরঞ্জীব জিজ্ঞাসিলেন, আজ বাটীর দ্বার রুদ্ধ ছিল কি না, এবং আমাকে বাটীতে প্রবেশ করিতে দেয় নাই কি না। সে কহিল, আজ্ঞা, হাঁ, বাটীর দ্বার রুদ্ধ করা ছিল, এবং আপনাকে প্রবেশ করিতে দেয় নাই। চিরঞ্জীব জিজ্ঞাসিলেন, আচ্ছা, উনি নিজে অভ্যন্তর হইতে আমাকে গালাগালি দিয়াছেন কি না। সে কহিল, আজ্ঞা, হাঁ, উনি অত্যন্ত কটু বাক্য বলিয়াছিলেন। চিরঞ্জীব জিজ্ঞাসিলেন, তৎপরে আমি, অবমানিত বোধ করিয়া, ক্রোধভরে সেখান হইতে চলিয়া যাই কি না। সে কহিল, আজ্ঞা, হাঁ, তার পর আপনি ক্রোধভরে সেখান হইতে চলিয়া যান।

এই প্রশ্নোত্তরপরম্পরা শ্রবণ করিয়া, চন্দ্রপ্রভা আক্ষেপ-বচনে কিঙ্করকে কহিলেন, তুমি বিলক্ষণ প্রভুভক্ত, প্রভুর যথার্থ হিতচেষ্টা করিতেছ; যাহাতে উঁহার মনের শান্তি হয়, তাহার চেষ্টা না করিয়া, কেবল রাগবৃদ্ধি করিয়া দিতেছ। বিদ্যাধর কহিলেন, আপনি উহারে অন্যায় তিরস্কার করিতেছেন; ও অবিবেচনার কর্ম্ম করিতেছে না। ও ব্যক্তি উঁহার রীতি ও প্রকৃতি বিলক্ষণ জানে। এরূপ অবস্থায়

চিত্তের অনুবর্ত্তন করিলে, যত শীঘ্র উপকার দর্শে, অন্য কোন উপায়ে সেরূপ হয় না। চিরঞ্জীব চন্দ্রপ্রভার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, তুই স্বর্ণকারের সহিত যোগ দিয়া আমায় কয়েদ করাইয়াছিস। শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া চন্দ্রপ্রভা কহিলেন, সে কি নাথ! এমন কথা বলিও না; কিঙ্কর আসিয়া অবরোধের উল্লেখ করিবামাত্র, আমি উহার দ্বারা টাকা পাঠাইয়া দিয়াছি। কিঙ্কর চকিত হইয়া কহিল, আমা দ্বারা টাকা পাঠাইয়াছেন? আপনকার যাহা ইচ্ছা হইতেছে, তাহাই বলিতেছেন। এই বলিয়া সে চিরঞ্জীবকে কহিল, না মহাশয়! আমার হস্তে এক পয়সাও দেন নাই; আপনি উঁহার কথায় বিশ্বাস করিবেন না। তখন চিরঞ্জীব জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি স্বর্ণমুদ্রা আনিবার জন্য উঁহার নিকটে যাও নাই? চন্দ্রপ্রভা কহিলেন, ও আমার নিকটে গিয়াছিল; বিলাসিনী সেই দণ্ডে উহার হস্তে স্বর্ণমুদ্রার থলী দিয়াছে। বিলাসিনীও কহিলেন, আমি স্বয়ং উহার হস্তে স্বর্ণমুদ্রার থলী দিয়াছি। তখন কিঙ্কর কহিল, পরমেশ্বর ও যিনি দড়ী বিক্রয় করেন, ইঁহারা দুজনে জানেন, আপনি দড়ী কেনা বই আজ আমায় আর কোন কর্ম্মে পাঠান নাই।

এই সমস্ত কথোপকথন শ্রবণ করিয়া, বিদ্যাধর চন্দ্রপ্রভাকে

কহিলেন, দেখুন, প্রভু ও ভৃত্য উভয়েই ভূতাবিষ্ট হইয়াছেন, আমি উভয়ের চেহারা দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি। বন্ধন করিয়া অন্ধকারগৃহে রুদ্ধ করিয়া না রাখিলে, প্রতিকার হইবেক না। চন্দ্রপ্রভা সম্মতি প্রদান করিলেন। শুনিয়া, কোপে কম্পমান হইয়া, চিরঞ্জীব কহিলেন, অরে মায়াবিনি! অরে দুশ্চারিণি! তুই এত দিন আমায় এরূপ মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলি, যে তোরে নিতান্ত পতিপ্রাণা কামিনী স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম; এখন দেখিতেছি, তুই অতি ভয়ঙ্কর কালভুজঙ্গী; অসদভিপ্রায়সাধনের নিমিত্ত, এই সকল দুরাচারদিগের সহিত মন্ত্রণা করিয়া, আমার প্রাণবধের চেষ্টা দেখিতেছিস, এবং উন্মাদ প্রচার করিয়া, বন্ধনপূর্ব্বক অন্ধকারময় গৃহে রাখিবি, এই মনস্থ করিয়া আসিয়াছিস। আমি তোর দুরভিসন্ধির সমুচিত প্রতিফল দিতেছি। এই বলিয়া তিনি, কোপজ্বলিত লোচনে, উদ্ধত গমনে চন্দ্রপ্রভার দিকে ধাবমান হইলেন। চন্দ্রপ্রভা, নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া, সন্নিহিত লোকদিগকে কহিলেন, তোমরা দাঁড়াইয়া কি দেখিতেছ, শীঘ্র উঁহারে বন্ধন কর, আমার নিকটে আসিতে দিও না। তখন চিরঞ্জীব কহিলেন, যেরূপ দেখিতেছি, তোমরা নিতান্তই আমার প্রাণবধের সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছ।

অনন্তর, চন্দ্রপ্রভার আদেশানুসারে, তৎসমভিব্যাহারী লোকেরা বন্ধন করিতে উদ্যত হইলে, চিরঞ্জীব, নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া, রাজপুরুষকে কহিলেন, দেখ, আমি এক্ষণে তোমার অবরোধে আছি; এ অবস্থায় আমায় কিরূপে ছাড়িয়া দিবে; ছাড়িয়া দিলে তুমি সম্পূর্ণ অপরাধী হইবে। তখন রাজপুরুষ চন্দ্রপ্রভাকে কহিলেন, আপনি উঁহাকে আমার নিকট হইতে লইয়া যাইতে পারিবেন না, উনি অবরোধে আছেন। এই কথা শুনিয়া, চন্দ্রপ্রভা কহিলেন, অহে রাজপুরুষ! তুমি সমস্তই স্বচক্ষে দেখিতেছ, ও স্বকর্ণে শুনিতেছ, তথাপি কি বিবেচনায় উঁহারে ছাড়িয়া দিতে চাহিতেছ না। উঁহার এই দুরবস্থা দেখিয়া, বোধ করি, তোমার আমোদ হইতেছে। রাজপুরুষ কহিলেন, আপনি অন্যায় অনুযোগ করিতেছেন; উঁহাকে ছাড়িয়া দিলে, আমি পাঁচ শত টাকার দায়ে পড়িব। চন্দ্রপ্রভা কহিলেন, তুমি উঁহারে লইয়া যাইতে দাও; আমি ধর্ম্মপ্রমাণ অঙ্গীকার করিতেছি, উঁহার ঋণ পরিশোধ না করিয়া, তোমার নিকট হইতে যাইব না। তুমি আমায় উঁহার উত্তমর্ণের নিকটে লইয়া চল। কি জন্যে ঋণ হইল, তাঁহার মুখে শুনিয়া, তৎক্ষণাৎ টাকা দিব। পরে বিদ্যাধরকে কহিলেন, তুমি উঁহারে সাবধানে বাটীতে লইয়া যাও,

আমি এই রাজপুরুষের সঙ্গে চলিলাম। বিলাসিনি! তুমি আমার সঙ্গে এস। বিদ্যাধর! আর তোমরা দাঁড়াইয়া কেন, বিলম্ব করিও না, চলিয়া যাও। সাবধান, যেন কোন রূপে বন্ধন খুলিয়া পলাইতে না পারেন। অনন্তর, বিদ্যাধর দৃঢ়বদ্ধ চিরঞ্জীব ও কিঙ্করকে লইয়া প্রস্থান করিলেন।

তাঁহারা দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে, চন্দ্রপ্রভা রাজপুরুষকে জিজ্ঞাসা করিলেন, উনি কোন ব্যক্তির অভিযোগে অবরুদ্ধ হইয়াছেন, বল। তিনি কহিলেন, বসুপ্রিয় স্বর্ণকারের; আপনি কি তাঁহাকে জানেন। চন্দ্রপ্রভা কহিলেন, হাঁ, আমি তাঁহাকে জানি; তিনি কি জন্যে কত টাকা পাইবেন, জান। রাজপুরুষ কহিলেন, স্বর্ণকার এক ছড়া হার গড়িয়া আপনকার স্বামীকে দিয়াছেন, তাহার মূল্য পান নাই; হারের মূল্য পাঁচশত টাকা। তখন চন্দ্রপ্রভা কহিলেন, আমার জন্যে হার গড়িতে দিয়াছেন, শুনিয়াছিলাম; কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমি হার দেখি নাই। অপরাজিতা কহিলেন, আজ আমার বাটীতে আহার করিতে গিয়া, উনি আমার অঙ্গুলি হইতে বলপূর্ব্বক অঙ্গুরীয় লইয়া পলায়ন করিলে পর, কিঞ্চিৎ কাল বিলম্বে পথে আমার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল; তখন উঁহার কণ্ঠদেশে এক ছড়া নূতন গড়া হার দেখিয়াছি। চন্দ্রপ্রভা কহিলেন,

যাহা বলিতেছ, অসম্ভব নয়; কিন্তু আমি কখনও সে হার দেখি নাই। যাহা হউক, অহে রাজপুরুষ! সত্বর আমায় স্বর্ণকারের নিকটে লইয়া চল; তাঁহার নিকট সবিশেষ না শুনিলে, প্রকৃত কথা জানিতে পারিব না।

এ দিকে, হেমকূটবাসী চিরঞ্জীব, ভৎর্সনা ও ভয়প্রদর্শন-পূর্ব্বক অপরাজিতাকে দূর করিয়া দিয়া, কিঙ্কর সমভি-ব্যাহারে যে রাজপথে গমন করিতেছিলেন, চন্দ্রপ্রভা প্রভৃতিও সেই পথ দিয়া গমন করিতেছিলেন। বিলাসিনী, দূর হইতে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইয়া, অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া, চন্দ্রপ্রভাকে কহিলেন, দিদি! কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্ব-নাশ! ঐ দেখ, তিনি ও কিঙ্কর উভয়েই বন্ধন খুলিয়া পলা-ইয়া আসিয়াছেন। এখন কি উপায় হয়। চন্দ্রপ্রভা দেখিয়া, যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইয়া, রাজপথবাহী লোকদিগকে ও রাজপুরুষকে কহিতে লাগিলেন, যেরূপে পার, তোমরা উঁহারে বন্ধন করিয়া আমার নিকটে দাও। এই উপলক্ষে বিলক্ষণ গোলযোগ উপস্থিত হইল। তখন চিরঞ্জীব দেখিলেন, যে মায়াবিনী মধ্যাহ্নকালে ধরিয়া বাটীতে লইয়া গিয়াছিল, সেই এক্ষণে তাঁহার ভগিনী ও এক রাজপুরুষ সঙ্গে করিয়া আসিতেছে। ইহাতেই তিনি ও তাঁহার সহচর কিঙ্কর বিলক্ষণ ভয় পাইয়াছিলেন; পরে, তাঁহারা, বন্ধন করিয়া

লইয়া যাইবার পরামর্শ করিতেছেন জানিতে পারিয়া, তরবারি নিষ্কাশনপূর্ব্বক প্রহারাভিপ্রায়ে তাঁহাদের দিকে ধাবমান হইলেন। তদ্দর্শনে সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া, চন্দ্রপ্রভা ও তাঁহার ভগিনীকে সম্ভাষণ করিয়া, রাজপুরুষ কহিলেন, একে উঁহাদের উন্মাদ অবস্থা, তাহাতে আবার হস্তে তরবারি; এ সময়ে বন্ধনের চেষ্টা পাইলে, নিঃসন্দেহ কতকগুলি প্রাণহানি হইবেক। আমি এ পরামর্শে নাই, তোমাদের যে বিবেচনা হয় কর; আমি চলিলাম, আর এখানে থাকিব না; আমার বোধে, তোমাদেরও পলায়ন করা ভাল। এই বলিয়া রাজপুরুষ চলিয়া গেলে, চন্দ্রপ্রভা ও বিলাসিনী অধিক লোক সংগ্রহের নিমিত্ত, প্রস্থান করিলেন।

সকলকে ব্যাকুল ভাবে পলায়ন করিতে দেখিয়া, চিরঞ্জীব স্বীয় সহচরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, কিঙ্কর! এখানকার ডাকিনীরা তরবারি দেখিলে ভয় পায়। ভাগ্যে আমাদের সঙ্গে তরবারি ছিল, নতুবা পুনরায় আমাদিগকে ধরিয়া লইয়া যাইত এবং অবশেষে কি করিত, বলিতে পারি না। কিঙ্কর কহিল, মহাশয়! যিনি মধ্যাহ্নকালে আপনকার স্ত্রী হইবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়াছিলেন, দেখিলাম, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষায় অধিক ভয় পাইয়াছেন, এবং সর্ব্বাগ্রে পলায়ন করিয়াছেন। তরবারি ডাইন ছাড়াইবার এত বড়

ঔষধ, তাহা আমি এত দিন জানিতাম না। চিরঞ্জীব কহিলেন, দেখ, কিঙ্কর! যত শীঘ্র জাহাজে উঠিতে পারি, ততই মঙ্গল; এখানকার যেরূপ কাণ্ড, তাহাতে কখন কি উপস্থিত হয়, বলা যায় না। অতএব চল, পান্থনিবাসে গিয়া, দ্রব্যসামগ্রী লইয়া, সন্ধ্যার মধ্যেই জাহাজে উঠিব। কিঙ্কর কহিল, আপনি এত ব্যস্ত হইতেছেন কেন; আজকার রাত্রি এখানে থাকুন। উহারা কখনই আমাদের অনিষ্ট করিবেক না। আমরা প্রথমে উহাদিগকে যত ভয়ঙ্কর ভাবিয়াছিলাম, উহারা সেরূপ নহে। দেখুন, কেমন মিষ্ট কথা কয়; বাটীতে লইয়া গিয়া, কেমন উত্তম আহার করায়; কখন দেখা শুনা নাই, তথাপি পতিসম্ভাষণ করিয়া প্রণয় করিতে চায়; আবার, প্রয়োজন জানাইলে, অকাতরে স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করে। ইহাতেও যদি আমরা উহাদিগকে অভদ্র বলি, লোকে আমাদিগকে কৃতঘ্ন বলিবে। আমি ত আপনকার সঙ্গে অনেক দেশ বেড়াইয়াছি, কোথাও এরূপ সৌজন্য ও এরূপ বদান্যতা দেখি নাই। বলিতে কি, মহাশয়! আমি, উহাদের ব্যবহার দেখিয়া, এত মোহিত হইয়াছি যে, যদি পাকশালার হস্তিনী আমার স্ত্রী হইতে না চাহিত, তাহা হইলে আমি, নিঃসন্দেহ, আহ্লাদিত চিত্তে এই রাজ্যে বাস করিতাম, এবং উহাদের ন্যায় ডাকিনী হইয়া যাইতাম। চিরঞ্জীব শুনিয়া ঈষৎ হাস্য

করিয়া কহিলেন, অরে নির্ব্বোধ! অধিক আর কি বলিব, যদি এই রাজ্যের অধিরাজপদ পাই, তথাপি আমি কোন ক্রমে এখানে রাত্রিবাস করিব না। অতএব চল, আর বিলম্বে কাজ নাই; সন্ধ্যার মধ্যেই অর্ণবপোতে আরোহণ করিতে হইবেক। এই বলিয়া, উভয়ে পান্থনিবাসাভিমুখে চলিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রাজপুরুষ, জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীবকে লইয়া, তদীয় আলয়াভিমুখে গমন করিলে পর, উত্তমর্ণ বণিক অধমর্ণ বসুপ্রিয়কে জিজ্ঞাসিলেন, তোমার টাকা দিয়া পাইতে এত কষ্ট হইবেক, তাহা আমি এক বারও মনে করি নাই! হয় ত, এই টাকার গোলে আজ আমার যাওয়া হইল না; যাওয়া না হইলে, বিলক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত ও অপদস্থ হইব। এখন বোধ হইতেছে, সে সময়ে তোমার উপকার করিয়া ভাল করি নাই। বসুপ্রিয় সাতিশয় লজ্জিত হইয়া কহিলেন, মহাশয়! আর আমায় লজ্জা দিবেন না, আমি আপনকার আবশ্যক সময়ে টাকা দিতে না পারিয়া মরিয়া রহিয়াছি। চিরঞ্জীববাবু যে আমার সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করিবেন, ইহা স্বপ্নের অগোচর। উনি যে হার লইয়া পাই নাই বলিবেন, এবং টাকা দিতে আপত্তি করিবেন, এক মুহূর্ত্তের জন্যেও মনে করি নাই। আর, আপনি এ সন্দেহ করিবেন না যে আমি উঁহাকে হার দি নাই, কেবল আপনকার সঙ্গে ছল

করিতেছি। আমি ধর্ম্মপ্রমাণ কহিতেছি, চারি দণ্ড পূর্ব্বে আমি নিজে উঁহার হস্তে হার দিয়াছি। উনি সেই সময়ে মূল্য দিতে চাহিয়াছিলেন; আমার কুবুদ্ধি, আমি বলিলাম, এখন আমি কার্য্যান্তরে যাইতেছি, পরে সাক্ষাৎ করিব ও মূল্য লইব। উনি কিন্তু সে সময়ে বলিয়াছিলেন, এখন না লও, পরে আর পাইবার সম্ভাবনা থাকিবেক না। উনি তৎকালে কি অভিপ্রায়ে এ কথা বলিয়াছিলেন, জানি না; কিন্তু কার্য্যগতিকে উঁহার কথাই ঠিক হইতেছে।

বসুপ্রিয়ের এই সকল কথা শুনিয়া বণিক জিজ্ঞাসা করিলেন, বলি, চিরঞ্জীববাবু লোক কেমন। বসুপ্রিয় কহিলেন, উনি জয়স্থলে অদ্বিতীয় ব্যক্তি। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই উঁহাকে জানে এবং সকলেই উঁহাকে ভাল বাসে। উনি সকল সমাজে সমান আদরণীয় ও সর্ব্বপ্রকারে প্রশংসনীয় মনুষ্য। ঐশ্বর্য্য ও আধিপত্য বিষয়ে এ রাজ্যে উঁহার তুল্য ব্যক্তি নাই। কখনও কোনও বিষয়ে উঁহার কথা অন্যথা হয় না। পরোপকারার্থে অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া থাকেন। উনি যে আজ আমার সঙ্গে ঈদৃশ বিসদৃশ ব্যবহার করিলেন, শুনিলে কেহ বিশ্বাস করিবেক না। শুনিয়া বণিক কহিলেন, তবে আমরা আর এখানে বসিয়া থাকি কেন; চল, তাঁহার বাটীতে যাই; তাহা

হইলে শীঘ্র টাকা পাইব এবং হয় ত আজই যাইতে পারিব। অনন্তর, বসুপ্রিয় ও বণিক উভয়ে চিরঞ্জীবের ভবনাভিমুখে গমন করিলেন।

এই সময়ে, হেমকূটবাসী চিরঞ্জীব ও কিঙ্কর পান্থ-নিবাসে প্রতিগমন করিতেছিলেন। বণিক দূর হইতে দেখিতে পাইয়া বসুপ্রিয়কে কহিলেন, আমার বোধ হয়, চিরঞ্জীববাবু আসিতেছেন। বসুপ্রিয় কহিলেন, হাঁ তিনিই বটেন; আর, আমার নির্ম্মিত হারও উঁহার কণ্ঠে রহিয়াছে, দেখিতেছি; অথচ, আপনকার সমক্ষে উনি স্পষ্ট বাক্যে বারংবার, হার পাই নাই, বলিলেন, এবং আমার সঙ্গে কত বিবাদ ও বাদানুবাদ করিলেন। এই বলিয়া, তাঁহার নিকটে গিয়া, বসুপ্রিয় কহিলেন, চিরঞ্জীববাবু! আমি আজ আপনকার আচরণ দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়াছি। আপনি কেবল আমায় কষ্ট দিতেছেন ও অপদস্থ করিতেছেন এরূপ নহে, আপনকারও বিলক্ষণ অপযশ হইতেছে। এখন, হার পরিয়া রাজপথে সুস্পষ্ট বেড়াইতেছেন; কিন্তু তখন অনায়াসে শপথপূর্ব্বক হারপ্রাপ্তির অপলাপ করিলেন। অপনকার এই ব্যবহারে এই এক ভদ্রলোকের কত কার্য্য-ক্ষতি হইল, তাহা বলিবার নয়। উনি স্থানান্তরে যাইবার সমুদয় স্থির করিয়াছিলেন; এত ক্ষণ কোন কালে চলিয়া

যাইতেন; কেবল আমাদের বিবাদের জন্যে যাইতে পারিলেন না। তখন অনায়াসে অপলাপ করিয়াছেন, এখনও কি অপলাপ করিবেন।

বসুপ্রিয়ের এই কথা শুনিয়া চিরঞ্জীব কহিলেন, আমি তোমার নিকট হইতে এই হার পাইয়াছি বটে, কিন্তু এক বারও তাহা অস্বীকার করি নাই। তুমি সহসা আমার উপর এরূপ দোষারোপ করিতেছ কেন। তখন বণিক কহিলেন, হাঁ, আপনি অস্বীকার করিয়াছেন, এবং হার পাই নাই বলিয়া, বারংবার শপথ পর্য্যন্ত করিয়াছেন। চিরঞ্জীব কহিলেন, আমি শপথ ও অস্বীকার করিয়াছি, তাহা কে শুনিয়াছে। বণিক কহিলেন, আমি নিজে স্বকর্ণে তোমার শপথ ও অস্বীকারবাক্য শুনিয়াছি। ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়, যে তোমার মত পাপিষ্ঠ নরাধমেরা ভদ্রসমাজে প্রবেশ করিতে পায়। শুনিয়া, কোপে কম্পিত-কলেবর হইয়া, চিরঞ্জীব কহিলেন, তুই বেটা বড় পাজি ও বড় ছোট লোক, অকারণে আমায় কটু বলিতেছিস্। আমি ভদ্র কি অভদ্র, তাহা এখনই তোরে শিখাইতেছি। মর বেটা পাজি, যত বড় মুখ, তত বড় কথা। এই বলিয়া, তিনি তরবারি নিষ্কাশিত করিলেন, এবং বণিকও, তরবারি নিষ্কাশিত করিয়া, দ্বন্দ্বযুদ্ধে উদ্যত হইলেন।

এই সময়ে চন্দ্রপ্রভা, কতকগুলি লোক সঙ্গে করিয়া, সহসা সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং বণিককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দোহাই ধর্ম্মের, উঁহারে প্রহার করিবেন না; উনি উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছেন; এ অবস্থায়, কোন কারণে উঁহার উপর রাগ করা উচিত নয়। আপনাকে বিনয় করিয়া বলিতেছি, দয়া করিয়া ক্ষান্ত হউন। এই বলিয়া, তিনি সঙ্গের লোকদিগকে কহিলেন, তোমরা কেহ, কৌশল করিয়া, উঁহার হস্ত হইতে তরবারি ছাড়াইয়া লও, এবং প্রভু ও ভৃত্য উভয়কে বন্ধন করিয়া আমার আলয়ে লইয়া চল। চন্দ্রপ্রভাকে সহসা সমাগত দেখিয়া ও তদীয় আদেশবাক্য শুনিয়া, কিঙ্কর চিরঞ্জীবকে কহিল, মহাশয়! আবার সেই মায়াবিনী ঠাকুরাণী আসিয়াছেন; আর এখানে দাঁড়াইবেন না, পলায়ন করুন; নতুবা আর নিস্তার নাই। এই বলিয়া, সে চারি দিকে দৃষ্টি সঞ্চারণ করিয়া কহিল, মহাশয়! আসুন, এই দেবালয়ে আশ্রয় লই; তাহা হইলে, আমাদের উপর কেহ আর অত্যাচার করিতে পারিবেক না। তৎক্ষণাৎ উভয়ে পার্শ্ববর্ত্তী দেবালয়ে প্রবিষ্ট হইলেন। চন্দ্রপ্রভা, বিলাসিনী ও তাঁহাদের সমভিব্যাহারের লোক সকল দেবালয়ের দ্বারদেশে উপনীত হইলেন; এবং এই গোলযোগ উপস্থিত দেখিয়া, রাজপথবাহী লোক সকলও তথায় সমবেত হইতে লাগিল।

ঐ দেবালয়ের কার্য্যপর্য্যবেক্ষণের সমস্ত ভার এক বর্ষীয়সী তপস্বিনীর হস্তে ন্যস্ত ছিল। ইনি যার পর নাই সুশীলা ও নিরতিশয় দয়াশীলা ছিলেন এবং সুচারুরূপে দেবালয়ের কার্য্য সম্পাদন করিতেন; এজন্য তিনি জরস্থলবাসী যাবতীয় লোকের বিলক্ষণ ভক্তিভাজন ও নিরতিশয় শ্রদ্ধাস্পদ ছিলেন। অভ্যন্তর হইতে বিষম গোলযোগ শ্রবণ করিয়া, কারণ জানিবার নিমিত্ত, তিনি দেবালয় হইতে বহির্গত হইলেন এবং সমবেত লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি জন্য তোমরা এখানে গোলযোগ করিতেছ। চন্দ্রপ্রভা কহিলেন, আমার উন্মাদগ্রস্ত স্বামী পলাইয়া দেবালয়ে প্রবেশ করিয়াছেন; অতএব, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ও আমার লোকদিগকে ভিতরে যাইতে দেন; তাহা হইলে, আমরা তাঁহারে বন্ধন করিয়া বাটী লইয়া যাই এবং চিকিৎসা করাই। তপস্বিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, কত দিন তিনি এই দুর্দ্দান্ত রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। চন্দ্রপ্রভা কহিলেন, পাঁচ সাত দিন হইতে তাঁহাকে সর্ব্বদাই বিরক্ত, অন্যমনস্ক ও দুর্ভাবনায় অভিভূত দেখিতাম; কিন্তু, আজ আড়াই প্রহরের সময় অবধি, এক বারে বাহ্যজ্ঞানশূন্যপ্রায় হইয়াছেন। এই বলিয়া, তিনি সঙ্গের লোকদিগকে বলিলেন, তোমরা ভিতরে গিয়া, তাঁহাকে ও কিঙ্করকে বন্ধন করিয়া, সাবধানে লইয়া

আইস। তপস্বিনী কহিলেন, বৎসে! তোমার একটি লোকও দেবালয়ে প্রবেশ করিতে পারিবেক না। তখন চন্দ্রপ্রভা কহিলেন, তবে আপনকার লোকদিগকে আদেশ করুন, তাহারাই বন্ধন করিয়া তাঁহাকে আমার নিকটে আনিয়া দিউক। তপস্বিনী কহিলেন, তাহাও হইবেক না; তিনি যখন এই দেবালয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তখন, যত ক্ষণ বা যত দিন ইচ্ছা হয়, তিনি সচ্ছন্দে এখানে থাকিবেন; সে সময়ে তোমার বা অন্য কোন ব্যক্তির তাঁহার উপর কোন অধিকার থাকিবেক না। আমি উঁহার চিকিৎসা ও শুশ্রূষার সমস্ত ভার লইতেছি; উনি সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ হইলে আপন আলয়ে যাইবেন; এ অবস্থায়, আমি কোন ক্রমে উঁহাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিতে পারি না।

এই সকল কথা শুনিয়া, কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া, চন্দ্রপ্রভা কহিলেন, আপনি অন্যায় কহিতেছেন, আমি যেমন প্রাণপণে উঁহার চিকিৎসা করাইব ও পরিচর্য্যা করিব, অন্যের সেরূপ করা সম্ভব নহে; অতএব, আপনি উঁহাকে আমার হস্তে সমর্পণ করুন। তখন তপস্বিনী কহিলেন, বৎসে! এত উতলা হইতেছ কেন, ধৈর্য্য অবলম্বন কর। আমি অনেক প্রকার মন্ত্র, ঔষধ ও চিকিৎসা জানি, এবং এ পর্য্যন্ত শত শত লোকের শারীরিক ও মানসিক রোগের

শান্তি করিয়াছি। আমি যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে অনধিক কালের মধ্যেই, তোমার স্বামীকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারিব। তখন তিনি স্বেচ্ছাক্রমে আপন ভবনে প্রতিগমন করিবেন। আমাদের তপস্যা ও ধর্ম্মচর্য্যার যেরূপ নিয়ম এবং দেবালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহসম্বন্ধে যে নিয়মাবলী প্রচলিত আছে, তদনুসারে, যখন তোমার স্বামী এখানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার অনিচ্ছায় বলপূর্ব্বক আমি উঁহাকে দেবালয় হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারি না। অতএব, বৎসে! প্রস্থান কর; যাবৎ উনি আরোগ্যলাভ না করিতেছেন, আমার নিকটেই থাকুন; উঁহার চিকিৎসা বা শুশ্রূষা বিষয়ে কোন মতে ত্রুটি হইবেক না, সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকিবে। চন্দ্রপ্রভা কহিলেন, আমার স্বামীকে ছাড়িয়া, আমি কখনই এখান হইতে যাইব না। আমার অনিচ্ছা ও অসম্মতিতে, আমার স্বামীকে এখানে রুদ্ধ করিয়া রাখা কোন অংশেই আপনকার উচিত কর্ম্ম নহে। আপনি, সকল বিষয়ের সবিশেষ পর্য্যালোচনা না করিয়াই, আমায় এখান হইতে চলিয়া যাইতে বলিতেছেন। শুনিয়া, কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া, তপস্বিনী কহিলেন, বৎসে! তুমি অনর্থক আগ্রহ প্রকাশ করিতেছ; আমি তোমার সঙ্গে এ বিষয়ে বৃথা বাদানুবাদ করিব না। আমি এক কথায় বলিতেছি, তোমার স্বামী

সুস্থ না হইলে, তুমি তাঁহাকে এখান হইতে লইয়া যাইতে পারিবে না; এক্ষণে আপন আলয়ে প্রতিগমন কর।

এই বলিয়া, তপস্বিনী দেবালয়ে প্রবেশ করিলেন। তদীয় আদেশ অনুসারে, দেবালয়ের দ্বার রুদ্ধ হইল; সুতরাং আর কাহারও তথায় প্রবেশ করিবার পথ রহিল না। চন্দ্রপ্রভার এইরূপ অবমাননা দর্শনে, বিলাসিনী অতিশয় রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হইলেন, এবং তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, দিদি! আর এখানে দাঁড়াইয়া ভাবিলে ও বৃথা কালহরণ করিলে, কি ফল হইবে বল; চল, আমরা অধিরাজ বাহাদুরের নিকটে গিয়া, এই অহঙ্কারিণী তপস্বিনীর অন্যায়াচরণবিষয়ে অভিযোগ করি; তিনি অবশ্যই যথার্থ বিচার করিবেন। চন্দ্রপ্রভা কহিলেন, বিলাসিনি! তুমি বিলক্ষণ বুদ্ধির কথা বলিয়াছ; এস, আমরা তাঁহার নিকটে যাই। তিনি যত ক্ষণ না, স্বয়ং এখানে আসিয়া, আমার স্বামীকে বলপূর্ব্বক দেবালয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া, আমার হস্তে দিতে সম্মত হন, তাবৎ আমি কোন ক্রমে তাঁহাকে ছাড়িব না; তাঁহার চরণে পড়িয়া থাকিব এবং অবিশ্রামে অশ্রুবিসর্জ্জন করিব। এই কথা শুনিয়া বণিক কহিলেন, আপনারা কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করিলে, এই খানেই অধিরাজের সহিত সাক্ষাৎ হইবেক। সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে, তিনি এই পথ

দিয়া বধ্যভূমিতে যাইবেন, ইহা আমি অবধারিত জানি। বেলা অবসান হইয়াছে; সায়ংকাল আগতপ্রায়; তাঁহার আসিবার আর বিলম্ব নাই। বসুপ্রিয় জিজ্ঞাসিলেন, তিনি কি জন্যে এ সময়ে বধ্যভূমিতে যাইবেন। বণিক কহিলেন, আপনি কি শুনেন নাই, হেমকূটের এক বৃদ্ধ বণিক জয়স্থলের অধিকারে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এই অপরাধে তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে; তাঁহার শিরশ্ছেদনকালে স্বয়ং অধিরাজ বাহাদুরকে বধ্যভূমিতে উপস্থিত থাকিতে হইবেক। বিলাসিনী চন্দ্রপ্রভাকে কহিলেন, অধিরাজ বাহাদুর দেবালয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলেই, তুমি তাঁহার চরণে ধরিয়া বিচার প্রার্থনা করিবে, কোন মতে ভীত বা সঙ্কুচিত হইবে না।

কিয়ৎ ক্ষণ পরেই, অধিরাজ বিজয়বল্লভ, রাজপুরুষগণ ও বধ্যবেশধারী সোমদত্তপ্রভৃতি সমভিব্যাহারে, দেবালয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দেখিবামাত্র, চন্দ্রপ্রভা তাঁহার সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া, অঞ্জলিবন্ধপূর্ব্বক বিনীত বচনে কহিলেন, মহারাজ! এই দেবালয়ের কর্ত্রী তপস্বিনী আমার উপর যার পর নাই অত্যাচার করিয়াছেন, আপনারে অনুগ্রহ করিয়া বিচার করিতে হইবেক। শুনিয়া বিজয়বল্লভ কহিলেন, তিনি অতি সুশীলা ধর্ম্মশীলা প্রবীণা নারী, কোন ক্রমে

অন্যায়াচরণ করিবার লোক নহেন; তুমি কি কারণে তাঁহার নামে অত্যাচারের অভিযোগ করিতেছ, বুঝিতে পারিলাম না। তখন চন্দ্রপ্রভা কহিলেন, মহারাজ! আমি মিথ্যা অভিযোগ করিতেছি না; কিঞ্চিৎ মনোযোগ দিয়া আমার নিবেদন শুনিতে হইবেক। আপনি যে ব্যক্তির সহিত আমার বিবাহ দিয়াছেন, তিনি ও তাঁহার পরিচারক কিঙ্কর উভয়ে অতিবিষম উন্মাদরোগে আক্রান্ত হইয়াছেন, এবং রাজপথে এবং লোকের বাটীতে অনেক প্রকার অত্যাচার করিতেছেন, এই সংবাদ পাইয়া, এক বার অনেক যত্নে বন্ধনপূর্ব্বক তাঁহাকে ও কিঙ্করকে বাটীতে পাঠাইয়া দিয়া, তৎকৃতক্ষতিপূরণের নিমিত্ত স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিতেছিলাম। ইতিমধ্যে দেখিতে পাইলাম, তিনি ও কিঙ্কর, বন্ধনচ্ছেদনপূর্ব্বক, বাটী হইতে পলাইয়া আসিয়াছেন। আমি, পুনরায় বন্ধন করিয়া, তাঁহাদিগকে বাটীতে লইয়া যাইবার চেষ্টা পাইলাম; দেখিলাম, উভয়েই এক বারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য; আমাদিগকে দেখিবামাত্র, উভয়েই তরবারি হস্তে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। তৎকালে আমার সঙ্গে অধিক লোক ছিল না; এজন্য, আমি তৎক্ষণাৎ বাটী গিয়া, লোক সংগ্রহপূর্ব্বক, তাঁহাকে ও কিঙ্করকে লইয়া যাইতে আসিয়াছিলাম। এ বার আমাদিগকে দেখিয়া, ভয় পাইয়া,

এই দেবালয়ে প্রবেশ করিয়াছেন। আমরাও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রবিষ্ট হইতেছিলাম ; এমন সময়ে, এখানকার কর্ত্রী তপস্বিনী, দ্বার রুদ্ধ করিয়া, আমাদিগকে প্রবেশ করিতে দিলেন না। অনেক বিনয় করিয়া বলিলাম ; কিন্তু তিনি কোন ক্রমেই আমায় উঁহাকে লইয়া যাইতে দিবেন না। আমি, উঁহাকে এ অবস্থায় এখানে রাখিয়া, কেমন করিয়া বাটীতে নিশ্চিন্ত থাকিব। অতএব, মহারাজ! যাহাতে আমি অবিলম্বে উঁহাকে বাটীতে লইয়া যাইতে পারি, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহার উপায় করিয়া না দিলে, আমি আপনাকে যাইতে দিব না।

এই বলিয়া, চন্দ্রপ্রভা অধিরাজের চরণে নিপতিত হইয়া রহিলেন, এবং অবিশ্রান্ত অশ্রুবিমোচন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে অধিরাজের অন্তঃকরণে দয়ার উদ্রেক হইল। তখন, তিনি পার্শ্ববর্ত্তী রাজপুরুষকে কহিলেন, তুমি দেবালয়ের কর্ত্রীকে আমার নমস্কার জানাইয়া, এক বার ক্ষণকালের জন্য, আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বল। অনন্তর, চন্দ্রপ্রভার হস্তে ধরিয়া, ভূতল হইতে উঠাইলেন এবং কহিলেন, বৎসে! শোক সংবরণ কর, আমি অঙ্গীকার করিতেছি, এ বিষয়ের মীমাংসা না করিয়া, এখান হইতে যাইব না।

এই সময়ে, বাটী হইতে এক ভৃত্য আসিয়া অতি আকুল

বচনে চন্দ্রপ্রভাকে কহিতে লাগিল, মা ঠাকুরাণি! যদি প্রাণ বাঁচাইতে চান, অবিলম্বে কোন স্থানে লুকাইয়া থাকুন; কর্ত্তা মহাশয় ও কিঙ্কর উভয়ে বন্ধন চ্ছেদন করিয়াছেন এবং দাসদাসীদিগকে প্রহার করিয়া, বিদ্যাধর মহাশয়কে দৃঢ়রূপে বন্ধনপূর্ব্বক, তাঁহার দাড়ীতে আগুন লাগাইয়া দিয়াছেন; পরে, আগুন নিবাইবার জন্য, ময়লা জল আনিয়া তাঁহার মুখে ঢালিয়া দিতেছেন। বিদ্যাধর মহাশয়ের উপর প্রভুর যেরূপ রাগ দেখিলাম, তাহাতে, হয় ত, তাঁহার প্রাণবধ করিবেন। এক্ষণে, যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন, এবং আপনি সাবধান হউন। শুনিয়া চন্দ্রপ্রভা কহিলেন, অরে নির্ব্বোধ! তুই মিথ্যা বলিতেছিস; তোর প্রভু ও কিঙ্কর উভয়ে অনেক ক্ষণ এই দেবালয়ে প্রবেশ করিয়াছেন। ভৃত্য কহিল, মা ঠাকুরাণি! আমি একটিও মিথ্যা বলিতেছি না। তিনি বন্ধনচ্ছেদনপূর্ব্বক দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিবামাত্র, আমি, ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া, আপনকার নিকটে আসিয়াছি। এই কথা বলিতে বলিতে, চিরঞ্জীবের চীৎকার শুনিতে পাইয়া, সে কহিল, মা ঠাকুরাণি, আমি তাঁহার চীৎকার শুনিতেছি, বোধ হয় এই খানেই আসিতেছেন; আপনি সাবধান হউন। তিনি বারংবার বলিয়াছেন, আপনাকে পাইলে, নাক কান কাটিয়া হতশ্রী করিয়া দিবেন। আপনি অবিলম্বে

পলায়ন করুন, কোন ক্রমে এখানে থাকিবেন না। চন্দ্রপ্রভা, ভয়ে অভিভূত হইয়া, ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চারণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে অধিরাজ বাহাদুর কহিলেন, বৎসে! ভয় নাই, আমার নিকটে আসিয়া দাঁড়াও। এই বলিয়া, তিনি রক্ষকদিগকে বলিলেন, কাহাকেও ইঁহার নিকটে আসিতে দিও না।

চিরঞ্জীবকে দূর হইতে দেখিতে পাইয়া, চন্দ্রপ্রভা অধিরাজ বাহাদুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! কি আশ্চর্য্য দেখুন। প্রথমতঃ, আমি উঁহারে দৃঢ়রূপে বন্ধন করাইয়া বাটীতে পাঠাই; কিঞ্চিৎ পরেই, উঁহারে রাজপথে দেখিতে পাই; তত অল্প সময়ের মধ্যে, বন্ধনচ্ছেদনপূর্ব্বক রাজপথে উপস্থিত হওয়া কোন মতেই সম্ভব নহে। তৎপরে, পলাইয়া দেবালয়ে এইমাত্র প্রবেশ করিয়াছেন। দেবালয়ে প্রবেশনির্গমের এক বই পথ নাই; আমরা সকলে দ্বারদেশে সমবেত হইয়া আছি; ইতিমধ্যে, কেমন করিয়া, দেবালয় হইতে বহির্গত হইলেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। বলিতে কি, মহারাজ! উঁহার আজকার কার্য্য সকল মনুষ্যের বুদ্ধি ও বিবেচনার অতীত। এই সময়ে, জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীব, উন্মত্তের ন্যায়, বিশৃঙ্খল বেশে অধিরাজের সম্মুখদেশে উপস্থিত হইলেন, এবং কহিতে লাগিলেন, দোহাই মহারাজের! দোহাই মহারাজের! আজ আমার উপর ঘোরতর অত্যাচার হই-

য়াছে; আমি জন্মাবধি কখনও এরূপ অপদস্থ ও অপমানিত হই নাই, এবং কখনও এরূপ লাঞ্ছনা ও এরূপ যাতনা ভোগ করি নাই। আমার স্ত্রী চন্দ্রপ্রভা, নিতান্ত সাধুশীলার ন্যায়, আপনকার নিকটে দাঁড়াইয়া আছেন; কিন্তু আমি উঁহার তুল্য দুশ্চারিণী নারী আর দেখি নাই। কতকগুলি ইতরের সংসর্গে কালযাপন আরম্ভ করিয়াছেন; এবং তাহাদের কুমন্ত্রণায় আজ যে যন্ত্রণা দিয়াছেন এবং যে দুরবস্থা করিয়াছেন, তাহা বর্ণন করিবার নয়। আপনারে নিরপেক্ষ হইয়া যথার্থ বিচার করিতে হইবেক; নতুবা আমি আত্মঘাতী হইব।

চিরঞ্জীবের অভিযোগ শ্রবণ করিয়া, অধিরাজ কহিলেন, তোমার উপর কি অত্যাচার হইয়াছে বল; যদি প্রমাণ হয়, অবশ্য তাহার প্রতিকার করিব। চিরঞ্জীব কহিলেন, মহারাজ! আজ মধ্যাহ্নকালে, আহারের সময়, দ্বার রুদ্ধ করিয়া, আমায় বাটীতে প্রবেশ করিতে দেন নাই, এবং সেই সময়ে কতিপয় লম্পটের সহিত আমোদ আহ্লাদ করিয়াছেন। শুনিয়া অধিরাজ কহিলেন, এ কথা যদি যথার্থ হয়, তাহা হইলে স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহা অপেক্ষা গুরুতর অপরাধ আর কিছুই হইতে পারে না। কেমন, চন্দ্রপ্রভা, এ বিষয়ে তোমার কিছু বলিবার আছে। চন্দ্রপ্রভা কহি-

লেন, মহারাজ! উনি অমূলক কথা বলিতেছেন; আজ মধ্যাহ্নকালে উনি আমি ও আমার ভগিনী বিলাসিনী তিন জনে একত্র আহার করিয়াছি; এ কথা যদি অন্যথা হয়, আমার যেন নরকেও স্থান না হয়। বিলাসিনী কহিলেন, হাঁ মহারাজ! আমরা তিন জনে এক সঙ্গে আহার করিয়াছি; দিদি আপনকার নিকট একটিও অলীক কথা বলেন নাই। উভয়ের কথা শুনিয়া, বসুপ্রিয় স্বর্ণকার বলিলেন, মহারাজ! আমি ইঁহাদের তুল্য মিথ্যাবাদিনী কামিনী ভূমণ্ডলে দেখি নাই; উভয়েই সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিতেছেন। চিরঞ্জীববাবু আজ উন্মাদগ্রস্তই হউন, আর যাই হউন, উনি যে অভিযোগ কারতেছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। আপনি এই দুরাচারিণীদের বাক্যে বিশ্বাস করিবেন না।

অনন্তর, চিরঞ্জীব আত্মদুরবস্থাবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারাজ! আজ আমি মত্ত বা উন্মত্ত কিছুই হই নাই; কিন্তু আমার উপর যেরূপ অত্যাচার হইয়াছে, তাহাতে জ্ঞানী লোকেরাও উন্মত্ত হইতে পারেন। প্রথমতঃ, আহারের সময়, দ্বার রুদ্ধ করিয়া, আমায় বাটীতে প্রবেশ করিতে দেয় নাই; তৎকালে বসুপ্রিয় স্বর্ণকার ও রত্নদত্ত বণিক আমার সঙ্গে ছিলেন। আমি ক্রোধভরে দ্বারভঙ্গে উদ্যত হইয়াছিলাম; রত্নদত্ত অনেক

বুঝাইয়া আমায় নিবারণ করিলেন। পরে আমি, বসুপ্রিয়কে সত্বর আমার নিকট হার লইয়া যাইতে বলিয়া, রত্নদত্ত সমভিব্যাহারে অপরাজিতার বাটীতে আহারাদি করিলাম। বসুপ্রিয়ের আসিতে অনেক বিলম্ব হওয়াতে, আমি উঁহার অন্বেষণে নির্গত হইলাম। পথিমধ্যে উঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তৎকালে ঐ বণিকটি উঁহার সঙ্গে ছিলেন। বসুপ্রিয় কহিলেন, কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আমি তোমায় হার দিয়াছি, টাকা দাও। কিন্তু, জগদীশ্বর সাক্ষী, আমি এ পর্য্যন্ত হার দেখি নাই। উনি তৎক্ষণাৎ রাজপুরুষ দ্বারা আমায় অবরুদ্ধ করাইলেন। পরে নিরুপায় হইয়া, আমার পরিচারক কিঙ্করকে টাকা আনিবার জন্য বাটীতে পাঠাইলাম। সে যে গেল, সেই গেল, আর ফিরিয়া আসিল না। আমি অনেক বিনয়ে, রাজপুরুষকে সম্মত করিয়া, সঙ্গে লইয়া বাটী যাইতেছিলাম; এমন সময়ে, আমার স্ত্রী ও তাঁহার ভগিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। দেখিলাম, উঁহাদের সঙ্গে কতকগুলি ইতর লোক রহিয়াছে। আমাদের পল্লীতে বিদ্যাধর নামে এক বেটা গুরুমহাশয় আছে, তাহাকেও সঙ্গে আনিয়াছেন। সে লোকের নিকট চিকিৎসক বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। মহারাজ! বলিতে কি, আমি তাহার মত হতভাগ্য দুশ্চরিত্র নরাধম ভূমণ্ডলে দেখি নাই। সেই দুরাত্মা আজ কাল

আমার স্ত্রীর প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাসভাজন হইয়াছে। সে আমায় দেখিয়া বলিল, আমি উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছি। অনন্তর, তাহার উপদেশ অনুসারে, আমাকে ও কিঙ্করকে বন্ধন করিয়া বাটীতে লইয়া গেল, এবং এক অন্ধকারময় দুর্গন্ধপরিপূর্ণ গৃহে বন্ধনাবস্থায় রাখিয়া দিল। আমরা, অনেক কষ্টে দন্ত দ্বারা রজ্জুচ্ছেদনপূর্ব্বক, পলাইয়া আপনকার সমীপে উপস্থিত হইয়াছি; প্রার্থনা এই, যথার্থ বিচার করিয়া, অপরাধীর যথোচিত দণ্ড বিধান করেন। আমি আপনকার সমক্ষে যাহা নির্দ্দেশ করিলাম, যদি ইহার একটি কথাও মিথ্যা হয়, আমার প্রাণদণ্ড করিবেন।

এই বলিয়া, চিরঞ্জীব বিরত হইবামাত্র, বসুপ্রিয় কহিলেন, মহারাজ! উনি আহারের সময় বাটীতে প্রবেশ করিতে পান নাই, এবং বাটীতে আহার করেন নাই, আমি এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত আছি; কারণ, তৎকালে আমি উঁহার সঙ্গে ছিলাম। অধিরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি উঁহারে হার দিয়াছ কি না, বল। বসুপ্রিয় কহিলেন, হাঁ মহারাজ! আমি স্বয়ং উঁহার হস্তে হার দিয়াছি। উনি কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে যখন পলাইয়া দেবালয়ে প্রবেশ করেন, উঁহার গলায় সেই হার ছিল, ইঁহারা সকলে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। বণিক কহিলেন, মহারাজ! আপনে যখন উঁহার সঙ্গে প্রথম দেখা হয়, তখন

একবারে হারপ্রাপ্তি অস্বীকার করেন; তৎপরে, দ্বিতীয় বার সাক্ষাৎকারকালে, স্বর্ণকারের নিকট হার পাইয়াছি বলিয়া স্পষ্ট বাক্যে স্বীকার করেন। আমি উঁহার স্বীকার ও অস্বীকার উভয়ই স্বকর্ণে শুনিয়াছি। তৎপরে কথায় কথায় বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে, উভয়েই তরবারি লইয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধে উদ্যত হইয়াছিলাম; এমন সময়ে, উনি পলাইয়া দেবালয়ে প্রবেশ করিলেন, এবং এক্ষণে দেবালয় হইতে বহির্গত হইয়া, আপনকার সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু, মহারাজ! কেমন করিয়া, দেবালয় হইতে বহির্গত হইলেন, কোন মতেই আমার বুদ্ধিগম্য হইতেছে না। চিরঞ্জীব কহিলেন, মহারাজ! এ জন্মে আমি এ দেবালয়ে প্রবেশ করি নাই; এই বণিকের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হই নাই; এবং বসুপ্রিয় আমারে হার দেন নাই। উঁহারা আমার নামে তিনটি মিথ্যা অভিযোগ করিতেছেন।

এই সমস্ত অভিযোগ ও প্রত্যভিযোগ শ্রবণ করিয়া, অধিরাজ কহিলেন, এরূপ দুরূহ বিষয় কখনও আমার সম্মুখে উপস্থিত হয় নাই। আমার বোধ হয়, তোমাদের সকলেরই দৃষ্টিক্ষয় ও বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। তোমরা সকলেই বলিতেছ, চিরঞ্জীব এইমাত্র দেবালয়ে প্রবেশ করিয়াছে; যদি দেবালয়ে প্রবেশ করিত, এখনও দেবালয়েই থাকিত। তোমরা কহি-

তেছ, চিরঞ্জীব উন্মত্ত হইয়াছে; যদি উন্মত্ত হইত, তাহা হইলে এরূপ বুদ্ধি ও বিবেচনা সহকারে এত ক্ষণ আমার সমক্ষে অভিযোগ ও প্রত্যভিযোগ করিতে পারিত না। তোমরা দুই ভগিনীতে বলিতেছ, চিরঞ্জীব বাটীতে আহার করিয়াছে; কিন্তু বসুপ্রিয় তৎকালে তাহার সঙ্গে ছিল, সে বলিতেছে চিরঞ্জীব বাটীতে আহার করে নাই। এই বলিয়া, তিনি কিঙ্করকে জিজ্ঞাসিলেন, কি রে, তুই, কি জানিস, বল। সে কহিল, মহারাজ! কর্ত্তা আজ মধ্যাহ্নকালে অপরাজিতার বাটীতে আহার করিয়াছেন। অপরাজিতা কহিলেন, হাঁ মহারাজ! আজ চিরঞ্জীববাবু আমার বাটীতে আহার করিয়াছিলেন; ঐ সময়ে, আমার অঙ্গুলি হইতে একটি অঙ্গুরীয় খুলিয়া লইয়াছেন। চিরঞ্জীব কহিলেন, হাঁ মহারাজ! আমি এই অঙ্গুরীয়টি উঁহার অঙ্গুলি হইতে খুলিয়া লইয়াছি, যথার্থ বটে। অধিরাজ অপরাজিতাকে জিজ্ঞাসিলেন, কেমন, তুমি কি চিরঞ্জীবকে দেবালয়ে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছ। অপরাজিতা কহিলেন, আজ্ঞা হাঁ, মহারাজ! আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

এইরূপ পরস্পরবিরুদ্ধ উক্তিপ্রত্যুক্তি শ্রবণ করিয়া, হতবুদ্ধি হইয়া, অধিরাজ বাহাদুর কহিলেন, আমি এমন অদ্ভুত কাণ্ড কখনও দেখি নাই ও শুনি নাই। আমার স্পষ্ট

বোধ হইতেছে, তোমরা সকলেই উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছ। অনন্তর, তিনি এক রাজপুরুষকে কহিলেন, তুমি অবিলম্বে দেবালয়ের কর্ত্রীকে এখানে আসিতে বল; দেখা যাউক, তিনিই বা কিরূপ বলেন। রাজপুরুষ, যে আজ্ঞা মহারাজ! বলিয়া, দেবালয়ে প্রবেশ করিলেন!

চিরঞ্জীব অধিরাজের সম্মুখবর্ত্তী হইবামাত্র, সোমদত্ত তাঁহাকে অবলোকন করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, যদি শোকে ও দুরবস্থায় পড়িয়া, আমার নিতান্তই বুদ্ধিভ্রংশ ও দর্শনশক্তির ব্যতিক্রম না ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে, এ ব্যক্তি আমার পুত্র চিরঞ্জীব ও অপর ব্যক্তি তাহার পরিচারক কিঙ্কর, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। তিনি, তাহাকে পুত্র বলিয়া সম্ভাষণ করিবার নিমিত্ত, নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়াছিলেন, কেবল অভিযোগ ও প্রত্যভিযোগের গোলযোগে অবকাশ পান নাই; এক্ষণে অধিরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! যদি অনুমতি হয়, কিছু নিবেদন করিতে ইচ্ছা করি। অধিরাজ কহিলেন, যাহা ইচ্ছা হয়, সচ্ছন্দে বল, কোন বিষয়ে কিছুমাত্র সঙ্কোচ করিও না। সোমদত্ত কহিলেন, মহারাজ! এত ক্ষণের পর, এই জনতার মধ্যে, আমি একটি আত্মীয়কে দেখিতে পাইয়াছি; বোধ করি, তিনি টাকা দিয়া আমার প্রাণরক্ষা করিতে পারেন। অধিরাজ কহিলেন,

সোমদত্ত! যদি কোনও রূপে তোমার প্রাণরক্ষা হয়, আমি কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হই, বলিতে পারি না। অতএব, তুমি তোমার আত্মীয়কে জিজ্ঞাসা কর, তিনি তোমার উপকারার্থে এই মুহূর্ত্তে পাঁচ সহস্র টাকা দিতে প্রস্তুত আছেন কি না। তখন সোমদত্ত চিরঞ্জীবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন গো, তোমার নাম চিরঞ্জীব ও তোমার পরিচারকের নাম কিঙ্কর বটে। বধ্যবেশধারী অপরিচিত বৈদেশিক ব্যক্তি অকস্মাৎ এরূপ প্রশ্ন করিলেন কেন, ইহার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া, চিরঞ্জীব একদৃষ্টিতে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন সোমদত্ত কহিলেন, তুমি নিতান্ত অপরিচিতের ন্যায় আমায় নিরীক্ষণ করিতেছ কেন, তুমি ত আমায় বিলক্ষণ জান। চিরঞ্জীব কহিলেন, না মহাশয়! আমি ইহার পূর্ব্বে আর কখনও আপনাকে দেখি নাই। সোমদত্ত কহিলেন, তোমার সঙ্গে শেষ দেখার পর, অহোরাত্র দুঃসহ শোকে ও দুর্নিবার দুর্ভাবনায় অভিভূত থাকাতে, আমার আকারের এত পরিবর্ত্ত ঘটিয়াছে যে তোমার আমায় চিনিতে পারা সম্ভব নহে; কিন্তু তুমি কি আমার স্বর চিনিতে পারিতেছ না। চিরঞ্জীব কহিলেন, না মহাশয়! আমি আর কখনও আপনকার স্বর শুনি নাই। তখন সোমদত্ত কিঙ্করকে জিজ্ঞাসিলেন, কেমন

কিঙ্কর! তুমিও কি আমায় চিনিতে পারিতেছ না। কিঙ্কর কহিল, যদি আমার কথায় বিশ্বাস করেন, তবে বলি, আমি আপনারে চিনিতে পারিতেছি না। অনন্তর, সোমদত্ত চিরঞ্জীবকে কহিলেন, আমার নিশ্চিত বোধ হইতেছে, তুমি আমায় চিনিতে পারিয়াছ। চিরঞ্জীব কহিলেন, আমারও নিশ্চিত বোধ হইতেছে, আমি আপনারে চিনি না; চিনিলে অস্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। আর, যখন আমি বারংবার কহিতেছি, আমি আপনারে চিনি না, তখন আমার কথায় অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ দেখিতেছি না।

চিরঞ্জীবের কথা শুনিয়া, সোমদত্ত বিষণ্ণ ও বিস্ময়াপন্ন হইয়া, কহিতে লাগিলেন, এই সাত বৎসরে আমার স্বরের ও অবয়বের এত বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে যে একমাত্র পুত্র চিরঞ্জীবও আমায় চিনিতে পারিল না। যদিও আমি জরাজীর্ণ এবং শোকে শীর্ণকায় হইয়াছি, এবং আমার বুদ্ধিশক্তি, দর্শনশক্তি ও শ্রবণশক্তি প্রায় লোপাপন্ন হইয়াছে; তথাপি, তোমার স্বর শ্রবণে ও অবয়ব দর্শনে আমার স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিতেছে, তুমি আমার পুত্র। বলিতে কি, এ বিষয়ে আমার অণুমাত্র সংশয় হইতেছে না। শুনিয়া, কিঞ্চিৎ বিরক্তি প্রকাশ করিয়া, চিরঞ্জীব কহিলেন, মহাশয়! জ্ঞান হওয়া অবধি আমি

আমার পিতাকে দেখি নাই। সোমদত্ত কহিলেন, বৎস! সাত বৎসর হইল, তুমি হেমকূট হইতে প্রস্থান করিয়াছ। এত অল্প সময়ে তুমি সমস্ত বিস্মৃত হইয়াছ, ইহাতে আমি আশ্চর্য্য জ্ঞান করিতেছি। অথবা, আমার অবস্থা বৈগুণ্যদর্শনে, এত লোকের সাক্ষাতে, আমায় পিতা বলিয়া অঙ্গীকার করিতে তোমার লজ্জাবোধ হইতেছে। চিরঞ্জীব কহিলেন, মহাশয়! আমি জন্মাবচ্ছিন্নে কখনও হেমকূটনগরে যাই নাই; অধিরাজ বাহাদুর এবং এই নগরের যে সকল লোক আমায় জানেন, সকলেই এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন; আমি আপনকার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করিতেছি না। তখন অধিরাজ বাহাদুর কহিলেন, সোমদত্ত! চিরঞ্জীব বিংশতি বৎসর আমার নিকটে রহিয়াছে; এই বিংশতি বৎসরের মধ্যে, ও যে কখনও হেমকূট নগরে যায় নাই, আমি তাহার সাক্ষী। আমি স্পষ্ট বুঝিতেছি, শোকে, ও দুর্ভাবনায়, ও প্রাণদণ্ডভয়ে তোমার একবারে বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে, তাহাতেই তুমি এই সমস্ত অসম্বদ্ধ কথা বলিতেছ। সোমদত্ত নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া নিরস্ত হইলেন, এবং দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক অধোবদনে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

এই সময়ে; দেবালয়ের কর্ত্রী, হেমকূটবাসী চিরঞ্জীব ও কিঙ্করকে সমভিব্যাহারে করিয়া, অধিরাজের সম্মুখবর্ত্তিনী

হইলেন, এবং বহুমানপুরঃসর সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! এই দুই বৈদেশিক ব্যক্তির উপর যথেষ্ট অত্যাচার হইয়াছে, আপনাকে তাহার বিচার করিতে হইবেক। ভাগ্যক্রমে, ইঁহারা দেবালয়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন; নতুবা, ইঁহাদের প্রাণহানি পর্য্যন্ত ঘটিতে পারিত।

এক কালে দুই চিরঞ্জীব ও দুই কিঙ্কর অবলোকনমাত্র, সমবেত ব্যক্তিসমূহ, বিস্ময়রসে নিমগ্ন হইয়া, অবিচলিত নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। চন্দ্রপ্রভা, দুই স্বামী উপস্থিত দেখিয়া, হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন। হেমকূটবাসী চিরঞ্জীব সোমদত্তকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলেন, এবং তদীয় দুরবস্থাদর্শনে সজল নয়নে জিজ্ঞাসিলেন, পিতঃ! আমি সাত বৎসরমাত্র আপনকার সহিত বিয়োজিত হইয়াছি; এই স্বল্প সময়ের মধ্যে, আপনকার আকৃতির এত বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে যে সহসা চিনিতে পারা যায় না। সে যাহা হউক, আপনকার শরীরে বধ্যবেশ লক্ষিত হইতেছে কেন। হেমকূটবাসী কিঙ্করও, তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া, ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম করিল এবং অশ্রুপূর্ণ নয়নে জিজ্ঞাসিল, মহাশয়! কে আপনারে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে, বলুন। দেবালয়ের কর্ত্রীও, কিয়ৎ ক্ষণ অনিমিষ নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া, সোমদত্তকে চিনিতে পারিয়াছিলেন;

এক্ষণে কিঙ্করের কথা শুনিয়া, বাষ্পাকুল লোচনে শোকাকুল বচনে কহিলেন, যে বন্ধন করুক, আমি উঁহার বন্ধন মোচন করিতেছি। অনন্তর, তিনি সোমদত্তকে জিজ্ঞাসিলেন, কেমন মহাশয়! আপনকার স্মরণ হয়, আপনি লাবণ্যময়ী-নাম্নী এক মহিলার পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন; ঐ দুর্ভগার গর্ভে আপনকার সর্ব্বাংশে একাকৃতি দুই যমজ কুমার জন্ম-গ্রহণ করে। আমি সেই হতভাগা লাবণ্যময়ী, অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছি। এ জন্মে আর যে আপনকার দর্শন পাইব, এক মুহূর্ত্তের জন্যেও, আমার সে আশা ছিল না। যদি পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ থাকে—

এই বলিতে বলিতে, লাবণ্যময়ীর কণ্ঠরোধ হইল; চক্ষের জলে বক্ষস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

সহসা চিরঞ্জীবের মুখদর্শন ও তদীয় অমৃতময় সম্ভাষণ-বাক্য শ্রবণ করিয়া, সোমদত্তের হৃদয়কন্দর অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-রসে উচ্ছলিত হইয়াছিল; এক্ষণে আবার লাবণ্যময়ীর উদ্দেশ পাইয়া, যেন অমৃতসাগরে অবগাহন করিলেন এবং বাষ্পাকুল লোচনে গদ্গদ বচনে কহিলেন, প্রিয়ে! আমি যেরূপ হতভাগ্য, তাহাতে পুনরায় তোমার ও চিরঞ্জীবের মুখাবলোকন করিব, কোন রূপে সম্ভব নহে। তোমাদিগকে প্রত্যক্ষ করিতেছি বটে, কিন্তু তুমি যে বাস্তবিক লাবণ্যময়ী, আর ও যে বাস্তবিক

চিরঞ্জীব, এ পর্য্যন্ত আমার বিশ্বাস হইতেছে না। বলিতে কি, আমি এই সমস্ত স্বপ্নদর্শন বোধ করিতেছি। যাহা হউক, যদি তুমি যথার্থই লাবণ্যময়ী হও, আমায় বল; যে পুত্রটির সহিত এক গুণবৃক্ষে বদ্ধ হইয়া সমুদ্রে ভাসিয়াছিলে, সে কোথায় গেল, সে কি অদ্যাপি জীবিত আছে। এই কথা শ্রবণমাত্র, লাবণ্যময়ীর নয়নযুগল হইতে প্রবল বেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। কিয়ৎ ক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার বাক্যনিঃসরণ হইল না। পরে, কিঞ্চিৎ অংশে শোকাবেগ সংবরণ করিয়া, তিনি নিরতিশয় করুণ স্বরে কহিলেন, নাথ! তোমার কথা শুনিয়া, আমার চিরপ্রসুপ্ত শোকসাগর উথলিয়া উঠিল। তোমার জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। আমরা তীরে উত্তীর্ণ হইলে পর, কর্ণপুরের লোকেরা চিরঞ্জীব ও কিঙ্করকে লইয়া পলায়ন করিল। আমি তোমার ও তনয়দিগের শোকে, একান্ত বিকলচিত্ত হইয়া, অহোরাত্র হাহাকার করিয়া, পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কিয়ৎ কাল অতীত হইলে, কিঞ্চিৎ অংশে শোকসংবরণ করিয়া, তোমাদের অন্বেষণে নির্গত হইলাম। কত কষ্টে কত দেশ পর্য্যটন করিলাম, কিন্তু কোনও স্থানে কোনও সন্ধান পাইলাম না। পরিশেষে, তোমাদের পুনর্দর্শন বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরাশ্বাস হইয়া, স্থির করিলাম, আর

আমার প্রাণধারণের কোন প্রয়োজন নাই। এত ক্লেশে অসার দেহভার বহন করা নিরবচ্ছিন্ন বিড়ম্বনামাত্র। অতএব আত্মঘাতিনী হই, তাহা হইলে এককালে সকল ক্লেশের অবসান হয়। পরে, আত্মঘাতিনী হওয়া সর্ব্বাংশে অনুচিত বিবেচনা করিয়া, জীবনের অবশিষ্ট ভাগ তপস্যা ও দেবকার্য্যে নিয়োজিত করাই সৎপরামর্শ বলিয়া অবধারিত করিলাম। অবশেষে, জয়স্থলে আসিয়া, এই দেবালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, তপস্বিনীভাবে কালহরণ করিতেছি। জ্যেষ্ঠ চিরঞ্জীব ও তাহার সহচর কিঙ্কর অদ্যাপি জীবিত আছে কি না, আর যদিই জীবিত থাকে, কোথায় আছে, কিছুই বলিতে পারি না। অনন্তর, লাবণ্যময়ী ও সোমদত্ত উভয়ে নিস্পন্দ নয়নে পরস্পর মুখনিরীক্ষণ ও প্রভূত বাষ্পবারি বিমোচন করিতে লাগিলেন।

দুই চিরঞ্জীব ও দুই কিঙ্কর সমবেত দেখিয়া, অধিরাজ বাহাদুরও, কিছুই নির্ণয় করিতে না পারিয়া, সন্দিহান চিত্তে কত কল্পনা করিতেছিলেন, এক্ষণে লাবণ্যময়ী ও সোমদত্তের আলাপ শ্রবণে, সর্ব্বথা ছিন্নসংশয় হইয়া, সহাস্য বদনে কহিলেন, সোমদত্ত! তুমি প্রাতঃকালে যে আত্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছিলে, তাহার অনেক অংশে আমার বিলক্ষণ সংশয় ছিল; কিন্তু এক্ষণে, তোমাদের স্ত্রীপুরুষের কথোপকথন

শুনিয়া, সকল অংশে সম্পূর্ণরূপে সংশয় নিরাকরণ হইল। লাবণ্যময়ীর উপাখ্যান দ্বারা তোমার বর্ণিত বৃত্তান্তের সম্পূর্ণ সমর্থন হইতেছে। এখন আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, দুই চিরঞ্জীব তোমাদের যমজ সন্তান; দুই কিঙ্কর তোমাদের ক্রীতদাস। আমাদের চিরঞ্জীব শৈশবকালে তোমাদের সহিত বিয়োজিত হইয়াছিলেন, এজন্য তোমায় চিনিতে পারেন নাই। যাহা হউক, মনুষ্যের ভাগ্যের কথা কিছুই বলিতে পারা যায় না। তুমি যাহাদের অদর্শনে এত কাল জীবন্মৃত হইয়া ছিলে, এক কালে সেই সকলগুলির সহিত তোমার অসম্ভাবিত সমাগম হইল। তুমি এত দিন আপনাকে অতি হতভাগ্য জ্ঞান করিতে; কিন্তু এক্ষণে দৃষ্ট হইতেছে, তোমার তুল্য সৌভাগ্যশালী পুরুষ অতি বিরল। শেষ দশায়, তোমার অদৃষ্টে যে এরূপ সুখ ও এরূপ সৌভাগ্য ঘটিবেক, ইহা স্বপ্নের অগোচর।

সোমদত্তকে এইরূপ কহিয়া, হেমকূটবাসী চিরঞ্জীবকে জয়স্থলবাসী জ্ঞান করিয়া, অধিরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন চিরঞ্জীব! তুমি প্রথম কর্ণপুর হইতে আসিয়াছিলে। তিনি কহিলেন, না মহারাজ! আমি নই; আমি হেমকূট হইতে আসিয়াছি। এই কথা শুনিয়া, অধিরাজ সস্মিত বদনে কহিলেন, হাঁ, বুঝিলাম, তুমি আমাদের চিরঞ্জীব নও; তুমি

এই দিকে স্বতন্ত্র দাঁড়াও; তোমাদের কে কোন ব্যক্তি, চিনা ভার। তখন জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীব কহিলেন, মহারাজ! আমি কর্ণপুর হইতে আসিয়াছিলাম; আপনকার পিতৃব্য বিখ্যাত বীর বিজয়বর্ম্মা আমায় সঙ্গে আনিয়াছিলেন। জয়স্থলবাসী কিঙ্কর কহিল, আমি উঁহার সঙ্গে আসি। বিজয়বল্লভ কহিলেন, তোমরা দুজনে এক সঙ্গে এক দিকে দাঁড়াও।

এই সময়ে, চন্দ্রপ্রভা চিরঞ্জীবদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, তোমাদের দুজনের মধ্যে কে আজ আমার সঙ্গে মধ্যাহ্নকালে আহার করিয়াছিলে। হেমকূটবাসী চিরঞ্জীব কহিলেন, আমি। চন্দ্রপ্রভা কহিলেন, তুমি কি আমার স্বামী নও। তিনি কহিলেন, না, আমি তোমার স্বামী নই; কিন্তু তুমি, স্বামী জ্ঞান করিয়া, আমায় বলপূর্ব্বক বাটীতে লইয়া গিয়াছিলে, এবং সেই সংস্কারে আমায় অনেক অনুযোগ করিয়াছিলে। তোমার এই ভগিনীও আমায় ভগিনীপতিজ্ঞানে পূর্ব্বাপর সম্ভাষণ করিয়াছিলেন। আমি কিন্তু আদ্যোপান্ত কহিয়াছিলাম, জয়স্থলে আমার বাস নয়, আমি তোমার পতি নই, আমি এ পর্য্যন্ত বিবাহ করি নাই। তোমরা তৎকালে আমার সে সকল কথায় বিশ্বাস কর নাই। আমিই তোমার পতি, তোমার উপর বিরক্ত হইয়া ঐরূপ কহিতেছি, তোমরা

উভয়েই পূর্ব্বাপর সেই জ্ঞান করিয়াছিলে। এই বলিয়া, তিনি বিলাসিনীকে সম্ভাষণ করিয়া সস্মিত বদনে কহিলেন, আমি তৎকালে পরিণয়প্রস্তাব করাতে, তুমি বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলে, এবং বহুবিধ আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলে; এক্ষণে, বোধ হয়, তোমার আর সে সকল আপত্তি হইতে পারে না। বিলাসিনী শুনিয়া, লজ্জায় নম্রমুখী হইয়া রহিলেন, চিরঞ্জীবের জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে পারিলেন না। কিন্তু, তাঁহার আকারপ্রকারদর্শনে সন্নিহিত ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিলেন, উপস্থিত পরিণয়প্রস্তাবে তাঁহার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। এই পরিণয়প্রসঙ্গ শ্রবণে নিরতিশয় পরিতোষ প্রদর্শন করিয়া, বিজয়বল্লভ প্রীতিপ্রফুল্ল লোচনে কহিলেন, শুভকার্য্যে বিলম্বে প্রয়োজন নাই; চিরঞ্জীব! কল্য বিলাসিনী তোমার সহধর্ম্মিণী হইবেন।

অনন্তর, বসুপ্রিয় স্বর্ণকার হেমকূটবাসী চিরঞ্জীবকে জিজ্ঞাসিলেন, আমি আপনাকে যে হার দিয়াছিলাম, আপনার গলায় এ সেই হার কি না। তিনি কহিলেন, এ সেই হার বটে; আমি একবারও তাহা অস্বীকার করি নাই। তখন জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীব স্বর্ণকারকে কহিলেন, তুমি কিন্তু এই হারের জন্যে আমায় অবরুদ্ধ করিয়াছিলে। বসুপ্রিয় লজ্জিত হইয়া কহিলেন, হাঁ মহাশয়! আমি আপনারে

রাজপুরুষের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলাম। কিন্তু, পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া দেখিলে, আপনি আমায় অপরাধী করিতে পারেন না। চন্দ্রপ্রভা স্বীয় পতিকে জিজ্ঞাসিলেন, তোমার অবরোধের সংবাদ পাইয়া, কিঙ্করদ্বারা যে স্বর্ণমুদ্রা পাঠাইয়াছিলাম, তুমি কি তাহা পাও নাই। জয়স্থলবাসী কিঙ্কর কহিল, কই আপনি আমাদ্বারা স্বর্ণমুদ্রা পাঠান নাই। তখন হেমকূটবাসী চিরঞ্জীব কহিলেন, আমি কিঙ্করকে জাহাজের অনুসন্ধানে পাঠাইয়া, পান্থনিবাসে বসিয়া, উৎসুক চিত্তে তাহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছি, এমন সময়ে সে আসিয়া, তোমার প্রেরিত বলিয়া, আমার হস্তে এই স্বর্ণমুদ্রার থলী দেয়; আমি, কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, আপনার নিকটে রাখিয়াছিলাম।

এইরূপে সংশয়াপনোদনকার্য্য সমাপিত হইলে, জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীব কহিলেন, মহারাজ! আমি যেরূপ শুনিয়াছি, তাহাতে সায়ংকালের মধ্যে দণ্ডের টাকা দিলেও, আমার পিতা প্রাণদণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন, আপনি দয়া করিয়া এই আদেশ প্রদান করিয়াছেন; অনুমতি হইলে, ঐ দণ্ডের টাকা আনাইয়া দি। বিজয়বল্লভ কহিলেন, চিরঞ্জীব! তোমাদের এই অসম্ভাবিত সমাগম দর্শনে আমি যে অনির্ব্বচনীয় প্রীতিলাভ করিয়াছি, তাহাতে আমার

সমৃদ্ধসাম্রাজ্যপ্রাপ্তি অপেক্ষাও অধিক লাভ বোধ হইয়াছে; অতএব, তোমার পিতা দণ্ড প্রদান ব্যতিরেকেই প্রাণদান পাইলেন। এই বলিয়া তিনি, সন্নিহিত রাজপুরুষদিগকে সোমদত্তের বন্ধনমোচন ও বধ্যবেশের অপসারণ করিতে আদেশ দিলেন।

এই রূপে সকল বিষয়ের সমাধান হইলে, লাবণ্যময়ী, গলবস্ত্র ও কৃতাঞ্জলি হইয়া, বিজয়বল্লভের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন এবং অতি বিনীত বচনে নিবেদন করিলেন, মহারাজ! আমার কিছু প্রার্থনীয় আছে, কৃপা করিয়া তাহার পরিপূরণ করিতে হইবেক। আমি এত কাল মনে করিতাম, আমার মত হতভাগা নারী আর নাই; কিন্তু আজ দেখিতেছি, আমার মত ভাগ্যবতী অতি অল্প আছে। চিরবিরহের পর, এই অতর্কিত পতিপুত্রসমাগমদ্বারা আমি যে আজ কি হইয়াছি, বলিতে পারিতেছি না; আমার কলেবরে আনন্দপ্রবাহের সমাবেশ হইতেছে না। মহারাজ! আজ আমার কি উৎসবের দিন, তাহা আপনি অনায়াসে অনুভব করিতে পারিতেছেন। বলিতে কি, মহারাজ! এখনও আমার এই সমস্ত ঘটনা স্বপ্নদর্শনবৎ বোধ হইতেছে। এক্ষণে, আমার প্রথম প্রার্থনা এই, অনুগ্রহপ্রদর্শনপূর্ব্বক আমায় পতি, পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া দেবালয়ে এই উৎসবরজনী

অতিবাহনের অনুমতি প্রদান করুন; দ্বিতীয় প্রার্থনা এই, যে সকল ব্যক্তি আজ এই অদ্ভুত ঘটনার সংস্রবে ছিলেন, উঁহারা, সকলে দেবালয়ে উপস্থিত থাকিয়া, কিয়ৎ কাল আমোদ আহ্লাদ করুন; তৃতীয় প্রার্থনা এই, মহারাজকে উৎসবসময়ে দেবালয়ে অধিষ্ঠান করিতে হইবেক; চতুর্থ প্রার্থনা এই, যেন আমার তৃতীয় প্রার্থনা বিফল না হয়।

লাবণ্যময়ীর প্রার্থনা শ্রবণে, বিজয়বল্লভ সহাস্য বদনে কহিলেন, আমি পূর্ব্বেই কহিয়াছি যে আজ আমি যেরূপ আনন্দ লাভ করিয়াছি, জন্মাবচ্ছিন্নে কখনও তাদৃশ আনন্দ অনুভব করি নাই, এবং উত্তরকালেও যে কখনও আর তদ্রূপ আনন্দ লাভ করিব, তাহাও সম্ভাবিত বোধ হইতেছে না। অধিক আর কি বলিব, তোমরা আজ যেরূপ আনন্দ অনুভব করিতেছ, আমিও নিঃসন্দেহ সেই রূপ, বা তদপেক্ষা অধিক, আনন্দ অনুভব করিতেছি। চিরঞ্জীব! আমি যে তোমায় পুত্রনির্ব্বিশেষে লালন পালন করিয়াছিলাম, আজ তাহা আমার সর্ব্বতোভাবে সার্থক হইল। বোধ হয়, আমি পিতৃব্যের নিকট হইতে আগ্রহ-প্রদর্শনপূর্ব্বক তোমায় গ্রহণ না করিলে, আজকার এই অদ্ভুত সংঘটন দেখিতে ও তন্নিবন্ধন এই অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিতে পাইতাম না। যাহা হউক, লাবণ্যময়ি!

আমি স্থির করিয়াছিলাম, তোমাদের সকলকে আমার আলয়ে লইয়া গিয়া, এবং রাজধানীর সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোককে সমবেত করিয়া, আমোদ আহ্লাদে এই উৎসবরজনী অতিবাহিত করিব। কিন্তু তোমার ইচ্ছা শ্রবণ করিয়া, আমার সে ইচ্ছা পরিত্যাগ করিলাম। আজ তোমার যে সুখের দিন, তাহাতে কোন অংশে তোমার মনে অসুখের সঞ্চার হইতে দেওয়া উচিত নহে। ইচ্ছাবিঘাত হইলে, পাছে তোমার অন্তঃকরণে অণুমাত্রও অসুখ জন্মে, এই আশঙ্কায় আমি তোমার প্রার্থনায় সম্মত হইলাম। আজ সকল বিষয়ে তোমার ইচ্ছাই বলবতী।

এই বলিয়া, রাজপুরুষদিগের প্রতি রাজধানীস্থসম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গনিমন্ত্রণের ও উপস্থিতমহোৎসবোপযোগী আয়োজনের আদেশ প্রদান করিয়া, অধিরাজ বিজয়বল্লভ সোমদত্ত-পরিবারের সহিত দেবালয়ে প্রবেশ করিলেন।

সম্পূর্ণ